শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্

তথা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্

ত্রিদণ্ডিগোস্বামিকুলমুকুটমণি-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-

গৌরপার্ষদপ্রবর-

শ্রীলপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-

বিরচিতম্

শ্রীমদ্ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক-পরমহংস-

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-

নির্ম্মিত-সকলকুসিদ্ধান্ত-নিরাসপরান্বয়-বঙ্গানুবাদ-

সমন্বিতশ্রীগৌড়ীয়ভাষ্যোপেতম্

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠতঃ

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণা বন্দ্যোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতঞ্চ।

সংস্করণম্।   [ভৈক্ষ্যং সার্দ্ধরৌপ্যকম্।

গ্রন্থকারের পরিচয়

১৪৩৩ শকাব্দের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-পর্য্যটনচ্ছলে ভক্তগণকে কৃপা বিতরণ করেন। উৎকল-প্রদেশের নীলাদ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে গোদাবরী-সঙ্গমে, পরে বর্ত্তমান মাদ্রাজ-প্রদেশের অনেক তীর্থস্থানে ভ্রমণ করেন। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। 'চাতুর্ম্মাস্য' আগত দেখিয়া দশনামি-সন্ন্যাসিগণের বিধি-অনুসারে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীরঙ্গনাথ-ক্ষেত্রে চারিমাস-কাল বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। তথায় শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণের বাস। দাক্ষিণাত্যে সাম্প্রদায়িক-বৈষ্ণবগণের সদাচার-নিষ্ঠা—প্রবলা। দাক্ষিণাত্যের গ্রামসমূহে যেখানে পারমার্থিক বৈষ্ণবের বাস, তথায় স্মার্ত্ত-বিপ্রগণ কোনমতে বাস করিতে সুবিধা বোধ করেন না। শ্রীরঙ্গ তৎকালে কেবলমাত্র শ্রীবৈষ্ণব-সেবিত তীর্থ ছিল। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণুভক্ত্যাশ্রিত সদাচার-সম্পন্ন বৈষ্ণবগণের নিকট চারিমাস কাল অতি-বাহিত করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন ও কৃষ্ণকথা-প্রচার দ্বারা জীবকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই সময়ের 'তিরুমলয়', 'ব্যেঙ্কট' ও 'গোপালগুরু' নামক তিনটী ভ্রাতা মহীশূর-প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করি-তেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আন্ধ্র বা উত্তর-প্রদেশের অধিবাসী। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিপ্রবংশের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের গৃহে চারি চারি মাস কাল অতিবাহিত করেন। এই মধ্যম ভ্রাতা ব্যেঙ্কটের পৌগণ্ড বয়স্ক পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট।

শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণ—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা-প্রিয়। শ্রীমন্মহা-প্রভুর আন্তরিক-দয়া-গুণে এই ভট্ট-পরিবার শ্রীকৃষ্ণরসলাভে নিপুণ হইয়া উঠিলেন। শ্রীতিরুমলয়ের বিষয় আমরা অধিক না জানিতে পারিলেও তিনিও যে শ্রীচৈতন্যগত-প্রাণ ছিলেন—এরূপ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীব্যেঙ্কটের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে মধ্যলীলা—নবম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে। শ্রীপ্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যানুরক্তি অতুলনীয় ছিল। শ্রীপ্রবোধানন্দের সৎশিক্ষা-প্রভাবে শ্রীব্যেঙ্কটের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদাসগণের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দের স্থান—অত্যন্ত উচ্চে। শ্রীকবিকর্ণপূর তৎকৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকে শ্রীকৃষ্ণলীলায় 'তুঙ্গবিদ্যা' * বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রারম্ভে † লিখিত আছে যে, শ্রীভগবৎপ্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দের শিষ্য শ্রীগোপাল-ভট্ট, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং শ্রীরঘুনাথ দাসকে সন্তোষ সাধনপূর্ব্বক 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' রচনা করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল যাঁর খ্যাতি সরস্বতী॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয়, তাঁহা বিনা স্বপনে নাহি আন॥
পরম-বৈরাগ্য-স্নেহ মূর্ত্তি মনোরম।
মহাকবি, গীত-বাদ্য-নৃত্যে অনুপম॥
যাঁহার বাক্য শুনি' সুখ বাড়য়ে সবার।
প্রবোধানন্দের মহামহিমা অপার॥

---

* "তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা।
সা প্রবোধানন্দযতির্গৌরোদ্গানসরস্বতী॥"
শ্রীগৌরগণোদ্দেশ ১৬৩ সংখ্যা

† ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টঃ রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১ম বিঃ ২য় সংখ্যা

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, কয়েক বর্ষের মধ্যেই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হৃদয়-গত উপাসনায় প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অভীষ্ট ভজন সঙ্কল্পপূর্ব্বক শ্রীগৌরচরণাশ্রয়ে কালবিলম্ব না করিয়া মাথুরমণ্ডলে কাম্যবনে বাস করিলেন। শ্রীগোপাল-ভট্টেরও ক্রমশঃ ব্রজধামবাস-লালসা বৃদ্ধি হইল। তিনিও পরে পিতৃব্যের পদানুসরণ করিলেন।

অনেকের নিকট এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীগৌরাঙ্গের এতদূর প্রিয় থাকা সত্ত্বেও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরভক্ত-পাঠকের প্রীতির জন্য তাঁহার বিবরণ-মহিমা লিপিবদ্ধ করিলেন না কেন? তদুত্তরে শ্রীভক্তিরত্নাকরের লেখনীই প্রচুর বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার শ্রীঘনশ্যাম শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন,—

শ্রীগোপাল-ভট্টের এসব বিবরণ।
কেহ কিছু বর্ণে, কেহ না করে বর্ণন॥
না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ-বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চরে॥
পরম-রসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হইয়া না করে বর্ণন॥
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে॥
শ্রীগোপাল-ভট্ট হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিলা।
গ্রন্থে নিজ-প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা॥
কেনে নিষেধিলা,—ইহা কে বুঝিতে পারে?
নিরন্তর অতিদীন মানেন আপনারে॥
কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবারে॥

কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীপ্রবোধানন্দের লিখিত বাক্যাবলী হইতে

স্বকীয়বাদের পুষ্টি দেখা যায়, এজন্য শ্রীরূপানুগ গৌরভক্তগণ পারকীয়-ভজনের উৎকর্ষ দেখিয়া শ্রীল সরস্বতী-গোস্বামিপ্রভুর অধিক আলোচনা করেন না। যাহা হউক, শ্রীনরহরিদাসের ন্যায় নিরপেক্ষ শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ভক্তমাত্রেই ভাগ্যবান্, সুতরাং তাঁহার ন্যায় সকলে কুতর্ক ছাড়িয়া শ্রীপ্রবোধানন্দের বিমল গৌরানুগত্য ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর পারকীয়-দাস্য-মাধুরী নিরন্তর আস্বাদন করুন।

শ্রীপ্রবোধানন্দের ভাবসমূহ—পরম পরিস্ফুট ; ভাষার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ স্থিতি দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত সকল বৈষ্ণবই শ্রীপ্রবোধানন্দের 'শ্রীবৃন্দাবনশতক' নিত্য পাঠ করিয়া অনুপম প্রীতিলাভ করেন। তদ্‌রচিত 'শ্রীনবদ্বীপশতক'-গ্রন্থখানিও শ্রীবৃন্দাবনশতকের ন্যায়। শ্রীপ্রবোধানন্দের 'শ্রীরাধাসুধানিধি'-কাব্যগ্রন্থখানি—জগতে বাস্তবিকই অতুলনীয়। এই গ্রন্থ-পাঠে সাধারণ-কাব্যপ্রিয় পাঠকের তাদৃশ সুখানু-ভূতি না হইলেও উহা—শ্রীহরি-রস-স্নিগ্ধ নিষ্কপট ভক্তজনের পরম প্রিয়। রুচির তারতম্যে উৎকর্ষের হ্রাস-বৃদ্ধি ; এজন্য পাঠকের সুকৃতির উপর ঐ লোকাতীত ব্রজরসমূলক ভাবগুলি কার্য্য করিবে। 'বিবেক-শতক' বলিয়া তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, অধ্যাপক অফ্রেতের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখা যায় এবং বহরমপুরবাসী পরলোকগত রামদাস সেন মহাশয় ঐ গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-গ্রন্থখানি বঙ্গদেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীগৌরবিরোধিগণও ইহা পাঠ করিলে স্ব-স্ব-চিত্তের নির্ম্মলতা উপলব্ধি করিবেন। আর বলা বাহুল্য, শ্রীগৌরানুগগণও ইহা পাঠ করিলে, পরমানন্দে অনির্ব্বচনীয় সুখসাগরে নিমগ্ন হইবেন। শ্রীগোলোকপতি চারিমাসকাল ধরিয়া যাঁহাদের সেব্য বিষয় হইয়া দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন, ক্ষুদ্র জীবমণ্ডলী তাঁহাদের অক্ষয় অমূল্য দ্রব্য-ভাণ্ডারের কিছু অংশ লাভ করিবার অবশ্যই প্রত্যাশা রাখে।

কেহ কেহ মায়াবাদী কাশী-বাসী প্রকাশানন্দের সহিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য প্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপনে প্রয়াস পা'ন ; আমরা কিন্তু তাঁহাদের কথা কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কারণ,—

প্রকাশানন্দ-নামক মায়াবাদী কাশীবাসী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে এরূপ লিখিত আছে,—

"এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই' সর্ব্ব অনুচর॥
একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি।
গর্জ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি॥
গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হই' বরাহ-ঈশ্বর।
বেদপ্রতি ক্রোধ করি' বলয়ে উত্তর॥
হস্ত, পাদ, মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদে মোরে এইমত করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা 'প্রকাশানন্দ'।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে,—বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজভবআদি গায় যাঁহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে!"

এই ঘটনা ১৪২৫ শকাব্দের পর হইতে ১৪৩০ শকাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গে শুভাগমন করিয়া ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দ-পাদকে দেখিতে পান। তাঁহারা—তৎকালে 'শ্রী'-সাম্প্রদায়িক শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব ; সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নিত্য

শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহের সেবক ; আর প্রকাশানন্দ—তৎকালে শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদের সেবকাগ্রণী। এই দুইব্যক্তিকে 'এক' করিবার চেষ্টা বা সাম্যপ্রয়াস—বাতুলতা-মাত্র।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে ২০শ অধ্যায়েও প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ আছে ; যথা—

বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড়মড়ি করি' বলয়ে বিশেষ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর 'বিগ্রহ' না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে, তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে?
সত্য কহোঁ, মুরারি, আমার তুমি 'দাস'।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ॥
সত্য মোর লীলাকর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা 'মিথ্যা' বলি' মোরে করে খান খান॥
যে-যশঃ-শ্রবণে আজি অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে,—'মিথ্যা' সে বিলাস॥
হেন পুণ্যকীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার॥

শ্রীপ্রকাশানন্দ একদণ্ডি-শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের তাৎকালিক নেতা আর শ্রীপ্রবোধানন্দ মহীশূর-দেশাগত রঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী রামানুজীয় ত্রিদণ্ডি-জীয়রস্বামী। প্রকাশানন্দ—কাশীবাসী মায়াবাদী, আর

প্রবোধানন্দ—কাম্যবনপ্রবাসী বৈষ্ণব। একজন—আর্য্যাবর্ত্তবাসী, অপর জন দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব—একজন নির্ব্বিশেষবাদী, আর অপরজন—বিশিষ্টাদ্বৈত সবিশেষবাদী, পরে অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত-মতাশ্রিত। একজন বিষ্ণু বৈষ্ণবের বিরোধী হইয়া উদ্ধার-লাভের পর ভক্ত, অপরজন—নিত্য-সিদ্ধ গৌরপার্ষদ এবং বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামীর গুরুদেব। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর পরমারাধ্য পিতৃব্য ও গুরুদেবকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তকুলচূড়ামণি না বলিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী মায়াবাদী ও বদ্ধচর বলিয়া লাঞ্ছনা ও নিন্দা করিলে ভীষণ নিরয়জনক বৈষ্ণবাপরাধ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে ও আদি-লীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথাই উল্লিখিত আছে। ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকাব্দা পর্য্যন্ত যে-ব্যক্তি—মায়াবাদী, ১৪৩৩ শকাব্দায় তিনিই কি প্রকারে দাক্ষিণাত্যে গিয়া শ্রীরামানুজীয় 'শ্রী'-বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার, ১৪৩৫ শকাব্দায় পুনরায় কিরূপে মায়াবাদী হন, বুঝা যায় না। অতএব, প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীপ্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপন-প্রয়াস—নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয়। ফলতঃ, ঐতিহ্যসমূহের এইরূপ মূলোৎপাটন-প্রবৃত্তি অল্পদুঃখের বিষয় নহে। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বীয় দৈন্য ও বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগোপালভট্টদ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত কথা শ্রীচরিতামৃতে আলোচনা করিতে নিষেধ করায়, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই বলিয়াই বর্ত্তমান-কালে এই বিপত্তি দেখা যাইতেছে। শ্রীল প্রবোধানন্দ যদি জানিতেন যে, তাঁহাকে তদীয় প্রকটদশায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধি-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ভাবিকালে এই বিষমভ্রমময়ী চেষ্টা উৎপন্ন হইবে, তাহা হইলে শ্রীভট্টগোস্বামিদ্বারা শ্রীকবিরাজ-গোস্বামীকে সেরূপভাবে নিষেধ করিতেন না। ভক্তিরত্নাকরের পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীল প্রবোধানন্দের সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে এরূপ লিখিত আছে,—

তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট, আর প্রবোধানন্দ।
তিন ভ্রাতার প্রাণধন—গৌরচন্দ্র ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক এ তিন পর্ব্বতে।
রাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে ॥
তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট, প্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে,—'প্রভু বিনে রহিব কেমনে ?
মো-সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে ?
কাবেরী-স্নানেতে সঙ্গে কেবা লঞা যাবে ?
চারিমাস পরে প্রভু হইলা বিদায়।
তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায় ॥
প্রভু তিন ভ্রাতায় করি' আলিঙ্গন।
কহিলা অনেকরূপ প্রবোধ-বচন ॥
কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল খ্যাতি যতি 'সরস্বতী' ॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয় তাঁ-বিনা স্বপনে নাহি আন ॥"

অধ্যাপকবর অফ্রেতের তালিকায় 'শ্রীসঙ্গীতমাধব'-নামক একখানি গ্রন্থ শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতী-কৃত বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীসজ্জনতোষিণী-পত্রিকা ১৮শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা হইতে ১৮শ বর্ষ ১২শ সংখ্যায় উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

'শ্রী'-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া কোনও ক্রমে 'একদণ্ড' সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। তাঁহারা সকলেই 'ত্রিদণ্ড'-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীরামানুজীয়ার্য্য স্বামী নামে অভিহিত হন। শ্রীল প্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে 'ব্রাহ্মসন্ন্যাসী' বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু বিশিষ্ট-প্রমাণাভাবে উহা স্বীকার করিতে গেলে অনেক বিপত্তি হয়।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্

শ্লোক-সূচী

অ

আ

ঈ

উ

প

ব

ভ

ম

য

র

শ

স

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

প্রকরণ-বিভাগ-সূচী

শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্

শ্লোক-সূচী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্

প্রথম বিভাগ

স্তুতিমুখে বস্তুনির্দ্দেশ-রূপ মঙ্গলাচরণ

(১—৭ শ্লোক)

নিজ-মাধুর্য্য-আস্বাদন ও প্রেমবিতরণার্থ আস্বাদ্যের ভাব-কান্তি-গ্রহণ-পূর্ব্বক নবদ্বীপে অবতীর্ণ গৌরহরির স্তব—

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
দ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধ-স্ব-প্রেমোন্মদমধুরপীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ-নবদ্বীপপ্রকটম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

অন্বয়। ব্রজপতিকুমারং (ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন আপনাকে) বিশুদ্ধ-স্ব-প্রেমোন্মদমধুরপীযূষলহরীং (স্বীয়-নির্ম্মলপ্রেমোত্থ-হর্ষাদিরূপ মধুর-অমৃত-লহরী) রসয়িতুং (আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত) অন্যেভ্যঃ চ (এবং অন্যকে) প্রদাতুং (প্রদান করিবার জন্য) [যঃ—যিনি] পরপদ-নবদ্বীপ-প্রকটং (নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপ-নামক পরমধামে অবতীর্ণ)

[হইয়াছেন] তং (সেই) বর্য্যং (সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ) অতিবিমর্যাদ-পরমাদ্ভুতৌদার্য্যং (অসীম ও অত্যদ্ভুত করুণার বিগ্রহ) চৈতন্যাকৃতিং (কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞক পুরুষকে) [বয়ং—আমরা, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়] স্তুমঃ (স্তব করি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। ব্রজেন্দ্র-নন্দনাভিন্ন-আপনাকে স্বীয় সুবিমল প্রেম-সিন্ধু-সমুত্থিত হর্ষাদি-মধুর-অমৃতলহরী আস্বাদন করাইবার এবং অপরকে বিতরণ করিবার জন্য, যিনি নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ "শ্রীনবদ্বীপ"-নামক পরমধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ, অপরিসীম ও অত্যদ্ভুত কারুণ্যের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধেয় পুরুষকে আমরা স্তব করি ॥ ১ ॥

অত্যধর্ম্মী, ধর্ম্মত্যাগীকেও অহৈতুক-কৃপা-বর্ষণে প্রেমোন্মাদ-প্রদাতা গৌরহরির স্তুতি—

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো ন হি খলু সতাং সৃষ্টিষু কাপি নো সন্ ।
যদ্দত্তশ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য-
ত্যুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্ ॥ ২॥

অন্বয়। [যঃ—যে ব্যক্তি] ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ (ধর্ম্মকর্তৃক অস্পৃষ্ট অর্থাৎ যাহাতে লেশমাত্র পুণ্যাদি ধর্ম্ম নাই,) অত্যধর্ম্মে (মহাপাপে) সতত-পরমাবিষ্ট এব (নিরন্তর অত্যন্তাবিষ্ট,) ন হি খলু সতাং দৃষ্টিং প্রাপ্তঃ (সাধুগণের কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া বিদিত) তেষাং সৃষ্টিষু কাপি চ নো সন্ (সৎসৃষ্ট কোন স্থানেও অবস্থান করে নাই,) [তাদৃশো জনঃ—সেইরূপ ব্যক্তিও] যদ্দত্ত-শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ [সন্] (যাঁহার প্রদত্ত, 'শ্রী'-অর্থে সর্ব্ব-শোভার আকরস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা এবং 'হরি' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের প্রেমরসসুধা-আস্বাদনে মত্ত হইয়া) প্রনৃত্যতি (প্রকৃষ্ট-রূপে নৃত্য করে,) উচ্চৈঃ গায়তি (উচ্চৈঃস্বরে গান করে,) অথ বিলুঠতি

চ (এবং ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হয়,) তং কঞ্চিৎ ঈশং (সেইরূপ কোনও শক্তিমান্ অনির্ব্বচনীয় পুরুষকে) স্তৌমি (আমি স্তব করি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্ম যাহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই অর্থাৎ পুণ্যের লেশমাত্রও যাহাতে বিদ্যমান নাই, যে সর্ব্বদা মহাপাপে নিমগ্ন, যে কখনও সাধুগণের কৃপা-কটাক্ষ লাভ করে নাই, অথবা সজ্জনপ্রতিষ্ঠিত পাপ-প্রবেশশূন্য কোন পবিত্রস্থলে কদাপি অবস্থান করে নাই, সেই পাপীয়ান্ ব্যক্তিও যাঁহার প্রদত্ত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসপীযূষাস্বাদনে প্রমত্ত হইয়া উদ্দাম-নৃত্য, উচ্চকীর্ত্তন এবং ভূতলে বিলুণ্ঠন করে, তাদৃশ শক্তিমান্ কোন অনির্ব্বচনীয় পুরুষকে আমি স্তব করি ॥ ২॥

কৃষ্ণভক্তগণেরও অলভ্য গূঢ়প্রেম-প্রদাতা গৌরহরির স্তব—

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং ত-
ন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্ ॥৩॥

অন্বয়। কর্ম্মনিষ্ঠৈঃ জনৈঃ (কর্ম্মাসক্ত অর্থাৎ কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক) যৎ (যাহা) ন আপ্তং (লভ্য নহে,) তপোধ্যানযোগৈঃ চ (তপস্যা, ধ্যান, যোগাদি দ্বারাও) যৎ ন সমধিগতং (যাহা কেহ জ্ঞাত হইতে পারেন না,) কৈশ্চিৎ অপি [জনৈঃ] বৈরাগ্যৈঃ ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি যৎ ন তর্কিতঞ্চ (বৈরাগ্য, কর্ম্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবপাঠ প্রভৃতি দ্বারাও যাহা কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন না,) গোবিন্দপ্রেমভাজামপি [জনানাং] (শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভাজন পুরুষগণেরও) ন চ যৎ কলিতং (যাহা মিলিত হয় না,) তৎ রহস্যং (সেই গূঢ়প্রেম) যত্র পরে অবতরতি [সতি] (যে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলে) নাম্নৈব (নামসঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই) স্বয়ং প্রাদুরাসীৎ (স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন,) তং গৌরং (সেই গৌরসুন্দরকে) নৌমি (আমি স্তব করি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে পারেন না, তপস্যা, ধ্যান ও অষ্টাঙ্গযোগের প্রভাবে যাহা কেহ জ্ঞাত হইতে পারেন না, বৈরাগ্য, কর্ম্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবপাঠ প্রভৃতি দ্বারাও যাহা কেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না, অধিক কি শ্রীগোবিন্দ-প্রেমসেবাপরায়ণ ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য (অর্থাৎ পারকীয় রসবিচারচাতুর্য্যহীন, স্বকীয় প্রেমসেবারত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ী ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য), সেই গূঢ়-প্রেম যাঁহার আবির্ভাবে নামকীর্ত্তন দ্বারাই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই গৌরসুন্দরকে আমি স্তব করি ॥ ৩ ॥

দর্শন-স্পর্শনাদিমাত্রে পরম-প্রেমদ শ্রীচৈতন্যের স্তুতি—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একঃ
শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়। যঃ দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ [সন্] (যিনি দর্শন, স্পর্শন ও কীর্ত্তনের বিষয়ীভূত হইয়া) দূরস্থৈরপি [জনৈঃ] সংস্মৃতঃ আনতঃ আদৃতঃ বা (অথবা দূরস্থ ব্যক্তিগণের স্মরণের বিষয়ীভূত, নমস্কৃত ও বহুমানিত হইয়াও) প্রেম্নঃ সারং দাতুং একঃ ঈশঃ (প্রেমের সার প্রদান করিতে একমাত্র সমর্থ) [তং] দয়ালুং (সেই দয়ালু) দেবং শ্রীচৈতন্যং (শ্রীচৈতন্য-দেবকে) নৌমি (আমি স্তব করি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। যিনি দর্শন, স্পর্শন, কীর্ত্তন অথবা দূরস্থিত ব্যক্তি-গণের স্মরণ, নমস্কার বা আদরের বিষয়ীভূত হইয়াও প্রেমসার (বিপ্রলম্ভ-রস) প্রদানে একমাত্র সমর্থ, সেই দয়াল প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি স্তব করি ॥ ৪ ॥

মোক্ষাদি-বিক্কারকারী অতুলসম্পত্তিশালী
ভক্তগণের প্রভু গৌরহরির স্তব—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥৫॥

অন্বয়। যৎ কারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং (যাঁহার কারুণ্য অর্থাৎ কৃপাকটাক্ষই বৈভব অর্থাৎ সম্পত্তি যাঁহাদের, তাঁহাদের সম্বন্ধে) কৈবল্যং (ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ কেবল-সুখ) নরকায়তে (নরকের ন্যায় প্রতীত হয়) ত্রিদশপূঃ (ত্রি-অধিক-ত্রিরাবৃত্ত—দশ পরিমাণ অর্থাৎ তেত্রিশ-সংখ্যা-বিশিষ্ট; যাঁহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই তেত্রিশটী দেবতা প্রধান, তাঁহারাই ত্রিদশ, তাঁহাদিগের পুর অর্থাৎ স্বর্গ) আকাশপুষ্পায়তে (আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া বোধ হয়) দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী ('দুর্দ্দান্ত' শব্দে অনিবার্য্য, 'কাল' শব্দে অতিক্রোধযুক্ত সর্পরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ) প্রোৎখাত-দংষ্ট্রায়তে (উৎপাটিত-বিষ-দন্তের ন্যায় আচরণ করে) বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে (বিশ্ব পরিপূর্ণ-সুখধাম বলিয়া অনুভূত হয় অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ভগবদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়) বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ (ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি-দেবতাসমূহও) কীটায়তে (কীটের ন্যায় বোধ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাধিপত্য, ইন্দ্রাধিপত্য প্রভৃতি পদবীসমূহ কীটের ন্যায় অতি তুচ্ছ জ্ঞান হয়) তং (সেই) গৌরমেব (গৌরসুন্দরকেই) [বয়ং] স্তুমঃ (আমরা স্তব করি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। যে গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিজনসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য নরকতুল্য, সকাম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ-জনের বাঞ্ছিত বা লব্ধ-ফল অমরাপুরী আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষ-দন্ত অহি-

কুলের মত, পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব পূর্ণসুখময়-ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌর-সুন্দরকে আমরা স্তব করি ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাদির সৌভাগ্যের প্রতি হাস্য এবং নির্ভেদ-জ্ঞানী ও যোগিগণের চেষ্টাকে ধিক্কার-প্রদানকারী ভক্তগণের প্রভু গৌরহরির স্তব—

মাদ্যন্তঃ পরিপীয় যস্য চরণাম্ভোজস্রবৎপ্রোজ্জ্বল-
প্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুতরসান্ সর্ব্বে সুপর্ব্বেড়িতাঃ।
ব্রহ্মাদীংশ্চ হসন্তি নাতিবহু-মন্যন্তে মহাবৈষ্ণবান্
ধিক্কুর্ব্বন্তি চ ব্রহ্মযোগবিদুষস্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। সুপর্ব্বেড়িতাঃ (দেবতাগণেরও বন্দ্য) সর্ব্বে (সকল অর্থাৎ যাবতীয় গৌরভক্তবৃন্দ) যস্য (যাঁহার অর্থাৎ যে গৌরচন্দ্রের) চরণাম্ভোজস্রবৎপ্রোজ্জ্বলপ্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুতরসান্ (পাদপদ্ম হইতে ক্ষরিত অতি উজ্জ্বল প্রেমানন্দময় অদ্ভুত অমৃতরস) পরিপীয় মাদ্যন্তঃ [সন্তঃ] (সম্যক্ পানে মত্ত হইয়া) ব্রহ্মাদীন্ (ব্রহ্মাদিকে) হসন্তি (উপহাস করেন) মহাবৈষ্ণবান্ চ (এবং বিষ্ণুভক্ত মহাভাগবতদিগকেও) অতিবহু ন মন্যন্তে (বহুমানন করেন না,) ব্রহ্মযোগবিদুষঃ (অহংগ্রহোপাসক ব্রহ্ম-জ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে) ধিক্কুর্ব্বন্তি (ধিক্কার করিয়া থাকেন,) তং গৌরচন্দ্রং (সেই গৌরচন্দ্রকে) [বয়ং—আমরা] নুমঃ (স্তব করি) ॥৬॥

অনুবাদ। সমস্ত সুরগণের বন্দিত গৌরভক্তগণ যাঁহার পাদপদ্ম-বিনিঃসৃত পরমোজ্জ্বল প্রেমানন্দময় অতি-চমৎকার অমৃত রসের পরিপূর্ণ-পানজনিত প্রেমোন্মাদে বিভোর হইয়া ব্রহ্মাদিকেও লক্ষ্য করিয়া "হায়, হায়! ইঁহারা গৌরসুন্দরের শ্রীপদকমল-মধুপান হইতে বঞ্চিত" বলিয়া হাস্য করেন; গৌরভক্তিহীন মহাবৈষ্ণবদিগকেও বহুমানন করেন না, এবং ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গযোগিগণকেও তাঁহাদের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি ॥ ৬ ॥

অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলা ভক্তির প্রকাশক শ্রীচৈতন্যের স্তব—

রক্ষোদৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং যোগাদিবর্ত্ম ক্রিয়া
মার্গো বা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং সৃষ্ট্যাদিকং বা কিয়ৎ।
মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং প্রেমোজ্জ্বলায়া মহা-
ভক্তের্বর্ত্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তুমঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়। [রাম-নৃসিংহাদিভিঃ—রামনৃসিংহ প্রভৃতি অবতারগণ-কর্তৃক] রক্ষোদৈত্যকুলং (রাক্ষস ও দৈত্যকুল) হতং (বিনষ্ট হইয়াছিল,) ইদং কিয়ৎ (এই কার্য্যই বা এমন কি গুরুতর !) [কপিলদেবাদিভিঃ—কপিলাদি দেবগণের দ্বারা] যোগাদিবর্ত্ম ক্রিয়ামার্গঃ (যোগাদিমার্গের ক্রিয়াপথ) বা প্রকটীকৃতঃ (প্রকটিত হইয়াছিল,) ইদং কিয়ৎ (ইহাই বা এমন কি মহৎ !) [গুণাবতার ব্রহ্মাদিনা কৃতং—গুণাবতার ব্রহ্মাদি-দ্বারা-কৃত] সৃষ্ট্যাদিকং (সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি-কার্য্য) বা কিয়ৎ (ইহাও বা এমন কি শ্রেষ্ঠ !) [শ্রীবরাহাদিনা কৃতং—শ্রীবরাহাদি অবতারগণ-কৃত] মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং (পৃথিবী-উদ্ধারাদি কার্য্য) ইদং কিয়ৎ (তাহাই বা এমন কি !) [বয়ং তু—আমরা কিন্তু] ভগবতঃ (ভগবানের) প্রেমোজ্জ্বলায়াঃ মহাভক্তেঃ (প্রেমোজ্জ্বলা পরা ভক্তির) বর্ত্মকরীং (বর্ত্ম প্রদর্শনকারিণী) চৈতন্যমূর্ত্তিং (চৈতন্যমূর্ত্তিকে) পরং স্তুমঃ (একমাত্র স্তব করি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। রামনৃসিংহাদি অবতারে রাক্ষসকুল ও দৈত্যকুলের যে বিনাশ-সাধন, তাহা এমন কি হিতজনক মহৎ কার্য্য ! কপিলাদি অবতারে যে সাংখ্যযোগাদি ক্রিয়ামার্গপ্রদর্শন, তাহাই বা এমন কি গুরুতর ! গুণাবতার ব্রহ্মাদির যে জন্মস্থেমভঙ্গাদিলীলা, তাহারই বা মহত্ত্ব কতটুকু ! কিম্বা, বরাহাবতারে প্রলয়-জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার সাধনাদি যে অনুষ্ঠান, তাহাও এমন কি কল্যাণকর বিষয় ! (সে সকলকে আমরা বহুমানন করি না ; তাহা গৌরসুন্দরের প্রেমদানের

নিকট সামান্য মাত্র) আমরা শ্রীভগবানের প্রেমোজ্জলা পরমভক্তির পথ-প্রদর্শক, সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যরূপের স্তুতি করি ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয় বিভাগ

নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ

(৮—১২ শ্লোক)

প্রেমানন্দসিন্ধুর চন্দ্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নমস্কার—

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে ॥ ৮ ॥

অন্বয়। কোটিচন্দ্রাননত্বিষে (কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর বদনকান্তি যাঁহার—তাঁহাকে) প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় (প্রেমোদ্ভূত-আনন্দ-সমুদ্রের চন্দ্রসদৃশ যিনি—তাঁহাকে) চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে (মনোহর চন্দ্র-কিরণের ন্যায় হাস্য যাঁহার—তাঁহাকে) চৈতন্যচন্দ্রায় (চৈতন্যচন্দ্রকে) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। যাঁহার শ্রীমুখকান্তি কোটি-কোটি পূর্ণচন্দ্রের শোভা হইতেও সুন্দর, যিনি প্রেমানন্দ-পয়োধির সুধাংশুস্বরূপ, যাঁহার মুখপদ্মের মধুর হাস্য চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনোহর, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

ভুবন-মঙ্গল-মঙ্গল চৈতন্যচন্দ্রের প্রণাম—

যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ৯ ॥

অন্বয়। প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ (প্রেমনামক পরম-পুরুষার্থ) যস্য এব (যাঁহার একমাত্র) পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ (পাদপদ্মে ভক্তি দ্বারা প্রাপ্য) [ভবতি—হয়], তস্মৈ (সেই) জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় (জগতের

মঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণভজন, তাহা হইতেও অধিক মঙ্গলজনক পরম-পুরুষার্থ প্রেম যাঁহা হইতে লাভ হয়, তাঁহাকে অর্থাৎ জগন্মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ) চৈতন্যচন্দ্রায় তে (চৈতন্যচন্দ্র—তোমাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃপুনঃ নমস্কার)॥৯॥

অনুবাদ। একমাত্র যাঁহার পাদসরোজে অনন্যভক্তি হইতেই পরম-পুরুষার্থ প্রেম লাভ হয়, তুমি সেই জগন্মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ চৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

উচ্চ-নাম-কীর্ত্তনের সহিত উদ্দণ্ড-নৃত্যশীল গৌরহরির বন্দনা—

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডৌ
বাহূ প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষম্।
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ-
র্ব্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়। হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডৌ বাহূ (কনকদণ্ডের ন্যায় প্রকাণ্ড বাহু-যুগল) প্রোদ্ধৃত্য (উত্তোলন করিয়া) অহো (আহা) করচরণং (হস্তপদকে) উচ্চৈঃ আস্ফালয়ন্তং (নৃত্যাবেশে ইতস্ততঃ চালনা করিতেছেন যিনি—তাঁহাকে) সত্তাণ্ডবতরলতনুং (সতা—সুমধুর, তাণ্ডবেন—উদ্দণ্ডনৃত্য দ্বারা তরলা—চঞ্চলা হইয়াছে তনু যাঁহার অর্থাৎ সুন্দর উদ্দণ্ড নৃত্যদ্বারায় যাঁহার শ্রীবিগ্রহ বিচলিত হইতেছে) পুণ্ডরীকায়তাক্ষং (পদ্মের ন্যায় বিস্তৃত নয়ন-যুগল যাঁহার—তাঁহাকে) কিমপি হরি হরি ইতি উন্মদানন্দনাদৈঃ ('হরি', 'হরি' এই অনির্ব্বচনীয় শব্দোত্থ-প্রেমানন্দধ্বনি দ্বারা) বিশ্বস্য (বিশ্বের) অমঙ্গলঘ্নং (অমঙ্গল নাশ করিতেছেন যিনি—তাঁহাকে) দেবচূড়ামণিং (দেবগণের মুকুটভূষণস্বরূপ) তং (সেই) অতুলরসাবিষ্ট চৈতন্যচন্দ্রং (অনুপম রসোন্মত্ত চৈতন্যচন্দ্রকে) [অহং—আমি] বন্দে (বন্দনা করি) ॥১০॥

অনুবাদ। অহো! রাধাভাবে যিনি কৃষ্ণবিষয়কপরম নিগূঢ়-রসে নিমগ্ন, যিনি নৃত্যাবেশে কনকদণ্ড-সদৃশ প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় উর্দ্ধে

তুলিয়া, কর-যুগল ও চরণযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছেন, অতি সুন্দর তাণ্ডব-নৃত্যে যাঁহার বরবপু বিচঞ্চল হইয়াছে, 'হরি! হরি!'—এই অনির্ব্বচনীয় শব্দোত্থ হর্ষগর্ব্বাদি-ভাব-সম্বলিত প্রেমানন্দধ্বনি দ্বারা যিনি অখিল-জগতের যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন, সেই পদ্মপলাশ-প্রসর-নয়ন অবতারকুল-চূড়ামণি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥ ১০ ॥

গৌরাঙ্গের নাম-রূপ-গুণ ও লীলা ; তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি, বিপ্রলম্ভবিগ্রহ, নিগূঢ়প্রেমদ গৌরাঙ্গের প্রণাম—

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥১১॥

অন্বয়। আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় (আনন্দলীলাময় বিগ্রহ) হেমাভ-দিব্যচ্ছবিসুন্দরায় (কনকসদৃশ অপ্রাকৃত কান্তি দ্বারা মনোহর) মহা-প্রেমরসপ্রদায় (অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বল-প্রেমরস-প্রদানকারী) তস্মৈ চৈতন্যচন্দ্রায় তে (সেই চৈতন্যচন্দ্র, আপনাকে) নমো নমঃ (পুনঃ পুনঃ নমস্কার) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। সেই আনন্দ-লীলা-রসময়-মূর্ত্তি, কনক-নিভ কমনীয় দিব্যকান্তি, অনর্পিতচর-উন্নতোজ্জ্বল-প্রেমরসপ্রদানকারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ১১ ॥

প্রেমধিক্কৃতবৈকুণ্ঠ ; সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী গৌরহরির বন্দনা—

প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটী ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটীপ্রহসনম্।
বমন্তং মাধুর্য্যৈরমৃতনিধিকোটীরিব তনু-
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়। অহহ (অহো) অশ্রূণাং প্রবাহৈঃ (অশ্রুপ্রবাহ দ্বারা) নবজলদকোটী ইব দৃশৌ দধানং (যিনি কোটি নবনীরদসদৃশ নয়নযুগল

ধারণ করিয়াছেন) প্রেমর্দ্ধ্যা (প্রেমসম্পত্তিদ্বারা) পরমপদকোটীপ্রহসনং (যিনি পরম-পদ-কোটি অর্থাৎ কোটি-কোটি বৈকুণ্ঠকেও অবজ্ঞা করিতেছেন) তনুচ্ছটাভিঃ মাধুর্য্যৈঃ বা (অঙ্গকান্তি দ্বারা অথবা শ্রীবিগ্রহ-লাবণ্য-মাধুর্য্যদ্বারা) অমৃতনিধিকোটীঃ ইব বমন্তং (যিনি কোটি অমৃত-সমুদ্রকে যেন উদ্গীরণ করিতেছেন) তং সন্ন্যাসকপটং (ছলক্রমে যিনি সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ আচার্য্যলীলা-বিস্তারার্থ সন্ন্যাসি-লীলাভিনয়কারী) হরিং (গৌরহরিকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। অহো ! যিনি অজস্র অশ্রুপ্রবাহে কোটী নবজলধর-সম নয়ন-যুগল ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার প্রেম-সম্পত্তি কোটি পরম-পদ বা বৈকুণ্ঠকেও প্রহসন-সম সামান্য প্রতিপন্ন করিতেছে, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যেন কোটি-কোটি অমৃত-সিন্ধু উদ্গীরণ করিতেছে, যিনি (লোকে সন্ন্যাসিরূপে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অজ্ঞাত-সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবে বলিয়া, কৃপাপূর্ব্বক) ছল-ক্রমে সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরহরিকে আমি বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

তৃতীয় বিভাগ

আশীর্ব্বাদ-রূপ মঙ্গলাচরণ

(১৩—১৭ শ্লোক)

রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু গৌরসুন্দর—

সিংহস্কন্ধং মধুর-মধুর-স্মেরগণ্ডস্থলান্তং
দুর্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বলরসময়াশ্চর্য্যনানাবিকারম্ ।
বিভ্রৎ কান্তিং বিকচকনকাম্ভোজগর্ভাভিরামা-
মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। সিংহস্কন্ধং (যাঁহার স্কন্ধ সিংহস্কন্ধের ন্যায় উন্নত) মধুর-মধুরস্মেরগণ্ডস্থলান্তং (যাঁহার গণ্ডস্থলের প্রান্তদেশে মধুর মধুর হাস্য বিকশিত) দুর্ব্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বলরসময়াশ্চর্য্যনানাবিকারং ('দুর্ব্বিজ্ঞেয়'-শব্দে ভগবদুপাসকগণেরও দুর্জ্ঞেয়, 'উজ্জ্বলরসময়'-শব্দে শৃঙ্গার-রসময়, 'আশ্চর্য্য-নানাবিকারং'-শব্দে রসাস্বাদনজনিত কূর্ম্মাকার-প্রভৃতি অদ্ভুত ভাববিকার-বিশিষ্ট—অর্থাৎ ভগবদুপাসকগণেরও দুর্ব্বোধ্য উন্নত-উজ্জ্বল-রসের আস্বাদন-জনিত কূর্ম্মাকার প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্যভাব-বিকারবিশিষ্ট) বিকচকনকাম্ভোজ-গর্ব্বাভিরামাং কান্তিং (বিকশিত কনককমলের কেশরের ন্যায় মনোহর কান্তি) [যঃ—যিনি] বিভ্রৎ (ধারণ করিয়াছেন,) রাধায়াঃ মাধবস্য চ (রাধা ও মাধবের) একীভূতং বপুঃ (মিলিত তনু) বঃ (তোমাদিগকে) অবতু (রক্ষা করুন্)॥ ১৩॥

অনুবাদ। যাঁহার গ্রীবাদেশ সিংহগ্রীবার ন্যায় উন্নত, যাঁহার কপোলযুগলের প্রান্তভাগ মধুরাতিমধুর মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিত, যিনি (সম্ভোগ-রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ভাগবতগণেরও) দুর্জ্ঞেয় বিপ্রলম্ভ-রসের আতিশয্যে কূর্ম্মাকার প্রভৃতি আশ্চর্য্যভাব-বিকারবিশিষ্ট, যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি বিকশিত-কনক-কমলের কিঞ্জল্ক হইতেও রমণীয়, সেই রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর তোমাদিগকে রক্ষা করুন্॥ ১৩॥

কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা-প্রচারক, রাধাভাব-বিভাবিত-'কৃষ্ণ'—

দৃষ্ট্বা মাদ্যতি নূতনাম্বুদচয়ং সংবীক্ষ্য বর্হং ভবে-
দত্যন্তং বিকলো বিলোক্য বলিতাং গুঞ্জাবলীং বেপতে।
দৃষ্টে শ্যামকিশোরকেঽপি চকিতং ধত্তে চমৎকারিতা-
মিত্থং গৌরতনুঃ প্রচারিতনিজপ্রেমা হরিঃ পাতু বঃ॥ ১৪॥

অন্বয়। [যঃ] নূতনাম্বুদচয়ং (নূতন মেঘসমূহ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মাদ্যতি (মত্ত হন), [যশ্চ] বর্হং (ময়ূরচন্দ্রিকা) সংবীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) অত্যন্তং বিকলো ভবেৎ (অত্যন্ত ব্যাকুল হন,) বলিতাং (বলয়াকৃতি)

গুঞ্জাবলীং (গুঞ্জাবলী) বিলোক্য চ (অবলোকন করিয়া) বেপতে (কম্পিত হন) শ্যামকিশোরকে (শ্যামবর্ণ কিশোরবয়স্ক-পুরুষকে) দৃষ্টে অপি (দেখিয়াও) চকিতং (চকিত হইয়া) চমৎকারিতাং (চমৎকারিতা) ধত্তে (ধারণ করেন,) ইত্থং (এতাদৃশ) প্রচারিত-নিজপ্রেমা (নিজ-প্রেম যিনি প্রচার করিয়াছেন—তিনি) গৌরতনুঃ (গৌরাঙ্গ) হরিঃ বঃ (তোমাদিগকে) পাতু (পালন করুন) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। যিনি নবীন-নীরদ-মালা বিলোকনে কৃষ্ণ-উদ্দীপনে উন্মত্ত হন, যিনি ময়ূরচন্দ্রিকা দর্শনে একান্ত আকুল হইয়া উঠেন, বলয়াকৃতি গুঞ্জাবলী অবলোকনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিকম্পিত হয়, যিনি শ্যামকিশোর-পুরুষ দর্শনে কৃষ্ণভ্রমে চকিত হইয়া চমৎকারিণী শোভা ধারণ করেন এবং এইরূপে যিনি সর্ব্বত্র স্ব-প্রেম প্রচার করিয়াছেন, সেই গৌরাঙ্গ শ্রীহরি তোমাদিগকে পালন করুন ॥ ১৪ ॥

শচীগর্ভসিন্ধু-প্রকটিত গৌরচন্দ্র—

কৃপাসিন্ধুঃ সন্ধ্যারুণরুচিবিচিত্রাম্বরধরো-
জ্জ্বলঃ পূর্ণঃ প্রেমামৃতময়মহাজ্যোতিরমলঃ।
শচীগর্ভক্ষীরাম্বুধিভব উদারাদ্ভুতকলঃ
কলানাথঃ শ্রীমানুদয়তু তব স্বান্তনভসি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। কৃপাসিন্ধুঃ (দয়ানিধি) সন্ধ্যারুণরুচিবিচিত্রাম্বরধরঃ (সন্ধ্যা-কালীন সূর্য্যের ন্যায় রক্তিমবর্ণ বিচিত্রবসনধারী) উজ্জ্বলঃ পূর্ণঃ প্রেমামৃত-ময় মহাজ্যোতিঃ (উজ্জ্বল, অখণ্ড, প্রেমামৃতময় সাত্ত্বিকাদি ভাবদ্যুতি-বিশিষ্ট), অমলঃ (বিশুদ্ধ) শচীগর্ভক্ষীরাম্বুধিভবঃ (শচীগর্ভরূপ ক্ষীরাব্ধি-সম্ভূত) উদারাদ্ভুতকলঃ (মনোহর ও অদ্ভুত বৈদগ্ধ্যাদি চতুঃষষ্টি-রসকলা-বিশিষ্ট) শ্রীমান্ (পরমশোভাময়ী শ্রীমতী রাধিকা সহ মিলিত বিগ্রহ অথবা পরমশোভাযুক্ত) কলানাথঃ (চন্দ্র, অথবা অন্য অর্থে—মৎস্যাদি

স্বাংশ-অবতারগণেরও অবতারী স্বয়ং ভগবান্) তব (তোমার,—এইস্থলে তোমাদের) স্বান্তনভসি (হৃদয়াকাশে) উদয়তু (উদিত হউন্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। যিনি করুণার বারিধি, যিনি সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায় রক্তিমবর্ণ রমণীয় বসন ধারণ করেন, সেই উজ্জ্বল, অখণ্ড, প্রেমামৃত ময়, সাত্ত্বিকাদি-ভাবদ্যুতি-সম্বলিত, নিষ্কলঙ্ক, মনোহর ও বিস্ময়কর বৈদগ্ধ্যাদি চতুঃষষ্টি-রসকলাবিশিষ্ট, শচীগর্ত্ত-ক্ষীরসিন্ধু-সম্ভূত, পরম-সুন্দর, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তোমাদের হৃদয়াকাশে উদিত হউন্ ॥ ১৫ ॥

উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনকারী গৌরহরি—

বধ্নন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো গ্রন্থীন্ কটীডোরকৈঃ
সঙ্খ্যাতুং নিজলোক-মঙ্গল-হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্।
অশ্রুস্নাতমুখঃ স্বমেব হি জগন্নাথং দিদৃক্ষুর্গতা-
য়াতৈর্গৌরতনুর্ব্বিলোচনমুদং তন্বন্ হরিঃ পাতু বঃ ॥১৬॥

অন্বয়। নিজলোক-মঙ্গল-হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং (জগন্মঙ্গলস্বরূপ স্বীয় 'হরেকৃষ্ণ'-নামসমূহের) সঙ্খ্যাতুং (জপসংখ্যা-গণনার নিমিত্ত) কটীডোরকৈঃ (কটীসূত্র দ্বারা) গ্রন্থীন্ (গ্রন্থিসমূহ) বধ্নন্ (বন্ধন করিতে করিতে) জপন্ [চ] (এবং জপ করিতে করিতে) প্রেমভর-প্রকম্পিত-করঃ (প্রেমাতিশয্যবশতঃ যাঁহার করযুগল কম্পিত হইতেছে) অশ্রু-স্নাতমুখঃ (প্রেমাশ্রুসিক্তবদন) স্বমেব হি জগন্নাথং (আপনা হইতে অভিন্ন জগন্নাথদেবকে) দিদৃক্ষুঃ (দর্শনেচ্ছু হইয়া) গতায়াতৈঃ (গমনাগমন দ্বারা) বিলোচনমুদং (নয়নানন্দ) তন্বন্ (বিস্তার করিতে করিতে অর্থাৎ বিস্তারকারী) গৌরতনুঃ হরিঃ (গৌরাঙ্গ শ্রীহরি) বঃ (তোমা-দিগকে) পাতু (রক্ষা করুন্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। স্বীয় অখিললোকমঙ্গল 'হরেকৃষ্ণ'-নাম জপ করিতে করিতে, এবং নাম-সংখ্যা রক্ষার জন্য স্বীয় কটীসূত্রে গ্রন্থি দিতে দিতে

প্রেমাতিশয্যবশতঃ যাঁহার করযুগল কম্পিত হইতেছে, যিনি আপনারই অভিন্নরূপ শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন-লালসায় অশ্রুস্নাত-মুখে গমনাগমন করিয়া, লোকলোচনানন্দ বিস্তার করিতেছেন, সেই গৌরাঙ্গ শ্রীহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন্ ॥ ১৬ ॥

অন্তর্ধ্বান্তবিনাশক, স্বপ্রেমাম্বুধিবর্দ্ধক, বিশ্ব-স্নিগ্ধকারক গৌরচন্দ্র—

অন্তর্ধ্বান্তচয়ং সমস্তজগতামুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ
প্রেমানন্দরসাম্বুধিং নিরবধিপ্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ।
বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীব বিকলং তাপত্রয়েণানিশং
যুষ্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু সততং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। সমস্ত জগতাং (সমগ্র জগতের) অন্তর্ধ্বান্তচয়ং (হৃদিস্থিত অজ্ঞানান্ধকারনিচয়) হঠাৎ উন্মূলয়ন্তী (অকস্মাৎ সমূলে বিনাশকারিণী) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) প্রেমানন্দ-রসাম্বুধিং (প্রেমানন্দ-রসসমুদ্রকে) নিরবধি (নিরন্তর) প্রোদ্বেলয়ন্তী (প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধন-কারিণী) তাপত্রয়েণ (ত্রিতাপ দ্বারা) অনিশং (নিরন্তর) বিকলং (অভিভূত) বিশ্বং (বিশ্বকে) অতীব (অত্যন্ত) শীতলয়ন্তী (প্রেমামৃতসেচনে স্নিগ্ধকারিণী) চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা (চৈতন্যচন্দ্রের অঙ্গকান্তি) যুষ্মাকম্ (তোমাদের) হৃদয়ে (অন্তঃকরণে) সততং (অনুক্ষণ) চকাস্তু (দীপ্তিলাভ করুন্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। যাহা নিখিলজীবের হৃদয়স্থিত অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি অকস্মাৎ উন্মূলিত করে, যাহা প্রবলবেগে প্রেমানন্দ-রস-বারিধিকে নিরবধি উচ্ছলিত করিয়া প্রবৃদ্ধ করিতে থাকে, যাহা তাপত্রয়ে নিরন্তর অভিভূত জীবজগৎকে প্রেমামৃত-সেচনে অত্যন্ত স্নিগ্ধ করে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেই শ্রীঅঙ্গকৌমুদী তোমাদের হৃদয়ে সতত দীপ্তিলাভ করুন্ ॥ ১৭ ॥

চতুর্থ বিভাগ

শ্রীচৈতন্য-ভক্ত-মহিমা

(১৮-৩০ শ্লোক)

অনর্পিতচর-প্রেম-রসে ক্রীড়া-শীল গৌরভক্তবৃন্দ—

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। পুরা (পূর্ব্বকালে) মুনীশ্বরৈরপি (মুনীন্দ্রগণও) যত্র ভক্তিমার্গে (যে ভক্তিপথে) ভ্রান্তং (ভ্রান্ত হইয়াছেন), ক্ষমামণ্ডলে (ধরিত্রীমণ্ডলে) কস্যাপি (কাহারও) ধিষণা (বুদ্ধি) যস্মিন্ (যে ভক্তিমার্গে) ন প্রবিবেশ এব (নিশ্চয়ই প্রবেশ করে নাই,) শুকঃ বা যৎ (যে ভক্তিমার্গ) ন বেদ (জানিতেন না,) কৃপাময়েণ শৌরিণা (দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ) ক্বাপি (কোনকালেও) নিজে অপি জনে (নিজ ভক্তগণেও) ন উদ্ঘাটিতং (যাহা উদ্ঘাটন করেন নাই,) গৌরপ্রিয়াঃ (গৌরপ্রিয়-ভক্তগণ) তস্মিন্ উজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি (সেই উজ্জ্বল-ভক্তিমার্গে) সুখং খেলন্তি (সুখে ক্রীড়া করিতেছেন) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। সুদূর অতীত-কালে শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণও যে মধুর-রসাশ্রিত ভক্তি-মার্গে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডলে কাহারও বুদ্ধি যাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, শুকদেবও যাঁহার সন্ধানও অবগত ছিলেন না ; অধিক কি, নিজ-ভক্তগণের সকাশেও পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহা উদ্ঘাটন করেন নাই, সেই উন্নতোজ্জ্বল ভক্তিমার্গে শ্রীগৌরপ্রিয়-ভক্তগণ এখন পরমানন্দে বিহার করিতেছেন ॥১৮॥

গৌরভক্তের সঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্তই জীবের ভুক্তি, মুক্তি ও
হৈতুক-তর্কে রুচি—

তাবদ্ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবে-
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানাবহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। যাবৎ (যেকাল পর্য্যন্ত) শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনঃ (শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের মকরন্দ-পানাবিষ্ট ভৃঙ্গ অর্থাৎ গৌরনিজ-জন) ন দৃগ্‌গোচরঃ [ভবেৎ] (দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হন), তাবৎ (সেকাল পর্য্যন্তই) ব্রহ্মকথা (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার) তাবৎ (সেকাল পর্য্যন্তই) বিমুক্তিপদবী (ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গ) ন তিক্তীভবেৎ (তিক্ত বোধ হয় না) তাবৎ চ (সেকাল পর্য্যন্তই) লোকবেদস্থিতিরপি (লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়া-মর্য্যাদাও) নো বিশৃঙ্খলত্বম্ অয়তে (বিশৃঙ্খলতা বা তত্তৎমর্য্যাদাতিক্রম প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ গৌরজনের সঙ্গে পরম-চমৎকারিণী প্রেমোজ্জ্বলা ভক্তির কথা অবগত হইলে পুরুষ 'লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিত-মতি' পরিত্যাগ করেন); তাবৎ এব (সেইকাল পর্য্যন্তই অর্থাৎ গৌরজনের পাদপদ্মনখশোভার সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই) নানাবহির্ব্বর্ত্মসু (মনোধর্ম্মোত্থ-নানা-অসদ্-বহিরঙ্গমার্গে) শাস্ত্রবিদাং (শাস্ত্রবিদ্‌গণের অর্থাৎ পণ্ডিতম্মন্য-ব্যক্তিগণের) মিথঃ (পরস্পর) কলকলঃ [ভবেৎ] (বাদ-বিসংবাদ হইয়া থাকে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-পাদারবিন্দ-মকরন্দ-ভৃঙ্গ অন্তরঙ্গ-জন দর্শনের বিষয় না হন, সেকাল পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার এবং ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গ তিক্ত বোধ হয় না, সেকাল পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ 'লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিত-মতি' পরিত্যক্ত হয় না, সেকাল পর্য্যন্তই বিবিধ বহির্ম্মুখ-

মার্গে বিচরণশীল শাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতম্মন্ত-ব্যক্তিগণের স্ব-স্ব-মতবাদ লইয়া পরস্পর বাদ-বিসংবাদ অবশ্যম্ভাবী ॥ ১৯ ॥

গৌরভক্তগণই একমাত্র সর্ব্বসদ্‌গুণাকর—

ক্ব তাবদ্বৈরাগ্যং ক্ব চ বিষয়বার্ত্তাসু নরকে-
ষ্বিবোদ্বেগঃ ক্বাসৌ বিনয়ভরমাপূর্য্যলহরী ।
ক্ব তাবত্তেজোঽলৌকিকমথ মহাভক্তিপদবী
ক্ব সা বা সংভাব্যা যদবকলিতং গৌরগতিষু ॥ ২০ ॥

অন্বয়। গৌরগতিষু (গৌরহরিই 'গতি' অর্থাৎ 'শরণ' বা 'প্রাপ্তব্য বিষয়' যাঁহাদের—তাঁহাদের মধ্যে) যদবকলিতং (যে বৈরাগ্য, অবকলিত অর্থাৎ অনুভূত হয়,) তাবৎ বৈরাগ্যং (সেই পরিমাণ বৈরাগ্য অর্থাৎ যুক্তবৈরাগ্য বা ভগবদনুরক্তি) ক্ব (কোথায় !) ক্ব চ (কোথায়ই বা) তাবান্ (সেই পরিমাণ) বিষয়বার্ত্তাসু (বিষয়কথাসমূহে) নরকেষু ইব (নরকের ন্যায়) উদ্বেগঃ ! ক্ব চ (কোথায়ই বা) অসৌ বিনয়ভরং আপূর্য্য-লহরী (এরূপ বিনয়াতিশয্যের উচ্ছলিত তরঙ্গ !) তাবৎ অলৌকিকং তেজঃ (সেইরূপ অলৌকিক প্রভাবই বা) ক্ব (কোথায় !) অথ সা মহাভক্তিপদবী বা (আর সেইরূপ মহাভাবময়ী চমৎকারিণী ভক্তিপদবীই বা) ক্ব সম্ভাব্যা (কোথায় সম্ভব !) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। গৌরহরিই যাঁহাদের একমাত্র গতি, তাঁহাদের মধ্যে যে অহৈতুক বৈরাগ্য বা ভগবদনুরক্তি দৃষ্ট হয়, তাদৃশ বৈরাগ্য আর কোথায় ! বিষয়বার্ত্তা বা গ্রাম্য-কথাতে নরকপতনের ন্যায় উদ্বেগই বা কোথায় ! সেই বিনয়-নম্রতার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যলহরীই বা আর কোথায় ! সেইরূপ অলৌকিক প্রভাবই বা আর কোথায় ! আর সেইরূপ মহাভাবময়ী চমৎকারিণী ভক্তিপদবীরই বা সম্ভব কোথায় ! ২০ ॥

গৌরভক্তের গৌর-ব্যতীত অন্যত্র রতি অসম্ভব—

সকৃন্নয়নগোচরীকৃত-তদশ্রুধারাকুল-
প্রফুল্লকমলেক্ষণ-প্রণয়কাতর-শ্রীমুখঃ।
ন গৌরচরণং জিহাসতি কদাপি লোকোত্তর-
স্ফুরন্মধুরিমার্ণবং নবনবানুরাগোন্মদঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়। সকৃৎ নয়নগোচরীকৃত-তদশ্রুধারাকুল-প্রফুল্লকমলেক্ষণ-প্রণয়কাতর-শ্রীমুখঃ (প্রণয়-কাতর—প্রণয়-বিহ্বল, শ্রী—পরমশোভা, তদ্‌যুক্ত মুখ—বদন, তাহা কিরূপ? অশ্রুধারাপূর্ণ, বিকশিত কমলের ন্যায় দৃষ্টিযুক্ত, তাহা সকৃৎ—একবার, যাঁহার নয়নগোচরীকৃত—নয়নপথের বিষয়ীভূত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি অশ্রুধারাপূর্ণ, প্রফুল্ল-নয়ন-কমলবিশিষ্ট, প্রণয়কাতর, পরমশোভাময় বদনমণ্ডল একবারও নয়নগোচর করিয়াছেন, তিনি) নবনবানুরাগোন্মদঃ [সন্] (নব নব অনুরাগোত্থ হর্ষ-গর্ব্বাদি ভাববিকারযুক্ত হইয়া) লোকোত্তরস্ফুরন্মধুরিমার্ণবং (অলৌকিক-ভাবে প্রকাশিত মাধুর্য্যের সমুদ্রস্বরূপ) গৌরচরণং (গৌরচরণ) কদাপি (কখনও) ন জিহাসতি (পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। বিপ্রলম্ভ-রসময় শ্রীগৌরসুন্দরের অশ্রুধারাপ্লুত প্রফুল্ল-নয়ন-পদ্ম-পরিশোভিত প্রণয়-কাতর শ্রীমুখমণ্ডল যিনি একবারমাত্র অবলোকন করিয়াছেন, তিনি নিত্য নব-নব-অনুরাগোত্থ-হর্ষগর্ব্বাদি-ভাববিকারযুক্ত হইয়া অলৌকিকভাবে প্রকাশিত মাধুর্য্যের সমুদ্রস্বরূপ সেই গৌরহরির শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিতে কখনও বাসনা করেন না ॥২১॥

ধর্ম্মকৃৎ, বিষ্ণুসেবী, তীর্থভ্রামী বা বেদপারগ হইলেও গৌরভক্তপাদসেবা-ব্যতীত বেদগুহ্য-ব্রজতত্ত্ব কাহারও অবগতির বিষয় হয় না—

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।

বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥ ২২ ॥

অন্বয়। গৌরপ্রিয়পাদসেবাং (গৌরসুন্দরই প্রিয় যাঁহাদের—তাঁহারা 'গৌরপ্রিয়' অথবা গৌরহরির প্রিয় যাঁহারা—তাঁহাদের চরণসেবা) বিনা (ব্যতীত) ধর্ম্মং (বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম) আচর্য্য [অপি] (আচরণ করিয়াও—সুষ্ঠুরূপে পালন করিয়াও), বিষ্ণুং (রামনারায়ণ-নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্বকে) পরিচর্য্য [অপি] (প্রকৃষ্টরূপে পূজা করিয়াও), তীর্থানি (কাশী-কাঞ্চী-গয়া প্রভৃতি শত শত তীর্থ) বিচর্য্য [অপি] (পরিভ্রমণ বা পরিক্রমা করিয়াও), বেদান্ (নিখিলবেদশাস্ত্র) বিচার্য্য [অপি] (বিচার করিয়াও), বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং (বেদাদির দ্বারা দুর্ল্লভ অথবা বেদাদি শাস্ত্রে অতি গুহ্যভাবে বর্ণিত থাকায় যাহা সাধারণের বোধগম্য নহে, সেই দুর্ল্লভ স্থান শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপীঠ শ্রীধাম-বৃন্দাবনকে) [কোঽপি—কেহই] ন বিদন্তি (জানিতে পারেন না) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শতশত তীর্থ-পরিভ্রমণ, নিখিলবেদশাস্ত্রবিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্মসেবা-ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্ল্লভ পদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারেন না ॥ ২২ ॥

গৌর-পাদনখশোভাকৃষ্ট ভক্তের নিকট জগতের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ-
বস্তু, শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম সমস্তই তুচ্ছ—

অপারাবারশ্চেদমৃতময়পাথোধিমধিকং
বিমথ্য প্রাপ্তং স্যাৎ কিমপি পরমং সারমতুলম্।
তথাপি শ্রীগৌরাকৃতিমদনগোপালচরণ-
চ্ছটাস্পৃষ্টানাং তদ্বহতি বিকটামেব কটুতাম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়। [যদ্যপি—যদিও] অপারাবারং (পারাবার—উভয়তীর ; যাহার পারাবার নাই অর্থাৎ উভয়-তীর-রহিত—অপার) অমৃতময়-

পাথোধিং (পাথোধি—অর্থাৎ জলধি বা সমুদ্র, অমৃতই যাহার জলস্বরূপ —এইরূপ যে সমুদ্র) অধিকং (বিপুলরূপে) বিমথ্য (বিশেষরূপে মন্থন করিয়া) ইদং কিমপি (কোনও অনির্ব্বচনীয়) অতুলং (তুলনা রহিত—নিরুপম) পরমং সারং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট সারবস্তু) প্রাপ্তং স্যাৎ (পাওয়া যায়,) তথাপি তৎ বস্তু (তথাপি সেই বস্তু) শ্রীগৌরাকৃতিমদনগোপাল-চরণচ্ছটাস্পৃষ্টানাং ('শ্রী'—সর্ব্বলক্ষ্মী-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা, তাঁহার কান্তি-দ্বারা গৌরবর্ণ যে মদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর—তাঁহার চরণযুগলের ছটা অর্থাৎ শোভাতে আকৃষ্ট জনগণের নিকট) বিকটামেব কটুতাং (বিকট তিক্ত বলিয়াই) বহতি (বোধ হয়) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। উভয়কূলহীন অমৃতময় সমুদ্র যদি অত্যন্ত অধিকরূপে মন্থন করিয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় পরমোৎকৃষ্ট সারবান্ নিরুপমবস্তুও উত্থিত হয়, তথাপি তাহা রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ মদনগোপালের অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-কিরণস্পৃষ্ট-জনগণের নিকট অত্যন্ত কটু বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

কায়িক, বাচিক, মানসিক, বুদ্ধিজ সদ্‌গুণাবলী গৌরভক্তের ন্যায় অন্যত্র নাই—

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথূথূৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরভাজামমী ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। তৃণাদপি চ নীচতা (তৃণ হইতেও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমানশূন্যতা,) সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ (স্বাভাবিকী মনোহরা স্নিগ্ধমূর্ত্তি,) সুধামধুরভাষিতা (অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা,) বিষয়গন্ধ-

থুথূৎকৃতিঃ (কৃষ্ণচৈতন্যসম্বন্ধরহিত বিষয়ের গন্ধে থূৎকারিতা,) ধীঃ হরিপ্রণয়বিহ্বলা [সতী] কিমপি অনালম্বিতা (হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা,) অমী সদ্গুণাঃ (এই সকল সদ্গুণ) জগতি (জগতে) কিল গৌরভাজাম্ [এব] ভবন্তি (একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমান-শূন্যতা, স্বাভাবিকী-স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণচৈতন্যসম্বন্ধরহিত-বিষয়গন্ধে থূৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদ্গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্ত-গণেরই হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

শ্রীগৌরভক্তগণ সদ্য যে নিগূঢ়প্রেম লাভ করেন, কোটী কোটী
প্রসিদ্ধ কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-গুরুসেবক বা কোটী কোটী
শ্রুতি-স্মৃতি-পাঠকের তাহা অসম্ভব—

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটী-
রধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটীঃ।
চৈতন্যকারুণ্যকটাক্ষভাজাং
সদ্যঃ পরং স্যাদ্ধি রহস্যলাভঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়। গুরুবর্য্যকোটীঃ (কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠগুরু) উপাসতাং (আশ্রয় করুক্,) বা (কিংবা) শ্রুতিশাস্ত্রকোটীঃ (কোটী শ্রুতিশাস্ত্র) অধীয়তাং (অধ্যয়ন করুক্,) [পরন্তু—কিন্তু] চৈতন্যকারুণ্যকটাক্ষভাজাং (চৈতন্য-কারুণ্য কটাক্ষলব্ধব্যক্তিগণের) হি (নিশ্চয়ই) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) পরং রহস্যলাভঃ (নিগূঢ়প্রেমপ্রাপ্তি) স্যাৎ (হইয়া থাকে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। (গৌরপাদপদ্ম-অনাশ্রিত) কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ-গুরুর আশ্রয়-গ্রহণই করুক্ অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট যত কিছুই না ভগবদ্-

ভজনমার্গ শিক্ষা করুক্, অথবা (আগমনিগমাদি) কোটি-কোটি শ্রুতি-শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক্ (তাহাতে নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই); কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাকটাক্ষলব্ধব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সত্ত্ব (সেই) নিগূঢ়-প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

গৌরভক্তের স্বভাবসিদ্ধ-গুণগ্রামের কোট্যংশের
লেশও অপরে নাই—

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটি-
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী-ভক্তিকোটিঃ।
কোট্যংশোঽপ্যস্য ন স্যাত্তদপি গুণগণো যঃ স্বতঃসিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্র-প্রিয়চরণনখ-জ্যোতিরামোদভাজাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়। বৈরাগ্যকোটীঃ (প্রবল বৈরাগ্য অথবা নানাপ্রকার বৈরাগ্য; বৈরাগ্য দুই প্রকার 'ফল্গু' ও 'যুক্ত', হরিসম্বন্ধিবস্তুকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিত্যাগের নাম 'ফল্গু-বৈরাগ্য', কৃষ্ণসম্বন্ধি-অনুকূল-বস্তু যথাযোগ্য স্বীকারের নাম 'যুক্ত-বৈরাগ্য') আস্তাং (থাকুক্), শমদম-ক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটিঃ বা (অথবা, শম—ভগবন্নিষ্ঠা, দম—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ক্ষান্তি—সহিষ্ণুতা, ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তের অক্ষুব্ধাবস্থা; মৈত্র্যাদি—শুচিত্বাদি এই সকল অসংখ্য গুণই) ভবতু (থাকুক্,) তত্ত্বানুধ্যানকোটিঃ ('তত্ত্বমসি' অর্থাৎ জীবব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক ধ্যানকোটি) ভবতু (হউক্,) বৈষ্ণবী-ভক্তিকোটীঃ বা (বিষ্ণুসম্বন্ধিনী ভক্তিকোটিই) ভবতু (থাকুক্,) তদপি (তাহা হইলেও) শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখ-জ্যোতিরামোদভাজাং (সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়ভক্ত-চরণ-নখ-জ্যোতির্দ্বারা আনন্দ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের) যঃ (যে) স্বতঃসিদ্ধঃ (স্বভাবসিদ্ধ) গুণগণঃ (গুণসমূহ) আস্তে (বর্ত্তমান থাকে,) অস্য (ইহার) কোট্যংশোঽপি (কোটী অংশেরও এক অংশ) [অন্যত্র] ন স্যাৎ (নাই) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। প্রবল বৈরাগ্যই হউক্, শম-দম-ক্ষান্তি-মৈত্রাদি অসংখ্যগুণই থাকুক্, নিরন্তর ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ঐক্যবিষয়িণী চিন্তা-কোটিই বা হৃদয় অধিকার করুক্, অথবা বিষ্ণুসম্বন্ধিনী কোটী-ভক্তিই বর্ত্তমান থাকুক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়-ভক্তগণের পদনখজ্যোতিঃ-প্রমোদিত জনসমূহে যে স্বভাবসিদ্ধ গুণাবলী সদা বর্ত্তমান, তাহার কোটি-অংশের এক অংশও অন্যত্র অসম্ভব ॥ ২৬ ॥

নৃত্যোৎসবে গৌরভক্তবৃন্দের প্রেমোন্মাদ অতুলনীয়—

কেচিৎ সাগরভূধরানপি পরাক্রামন্তি নৃত্যন্তি বৈ
কেচিদ্দেবপুরন্দরাদিষু মহাক্ষেপং ক্ষিপন্তো মুহুঃ।
আনন্দোদ্ভটজালবিহ্বলতয়া তেঽদ্বৈতচন্দ্রাদয়ঃ
কে কে নোদ্ধতবন্ত ঈদৃশি পুনশ্চৈতন্যনৃত্যোৎসবে ॥২৭॥

অন্বয়। আনন্দোদ্ভটজালবিহ্বলতয়া (প্রেমামৃতাস্বাদজনিত অসীম আনন্দবিহ্বলতা-হেতু) কেচিৎ (মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণের মধ্যে কেহ) সাগরভূধরান্ অপি (সমুদ্র ও পর্ব্বতসমূহকেও) পরাক্রামন্তি (উল্লঙ্ঘন করিতেছেন,) কেচিৎ (শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণের মধ্যে কেহ) দেব-পুরন্দরাদিষু (ইন্দ্রাদিদেবগণের প্রতি) মুহুঃ (বারম্বার) মহাক্ষেপং (মহাধিক্কার) ক্ষিপন্তঃ (ক্ষেপণ করিতে করিতে) বৈ নৃত্যন্তি (নৃত্য করিতেছেন,) ঈদৃশি (এই প্রকার) চৈতন্যনৃত্যোৎসবে (শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যোৎসবে) তে অদ্বৈতচন্দ্রাদয়ঃ (সেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রমুখ) কে কে (কোন্ কোন্ পুরুষ) পুনঃ ন উদ্ধতবন্তঃ (উদ্ধত হয়েন নাই !) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। প্রেমামৃতাস্বাদ-জনিত অসীম আনন্দজালে জড়িত হইয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তির অভাবে মুরারিগুপ্তপ্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ যেন ভূধর ও সাগরকেও উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, শ্রীবাসপ্রমুখভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার প্রদান করিতে

করিতে নৃত্য করিতেছেন, এতাদৃশ শ্রীচৈতন্যনৃত্যোৎসবে সেই অদ্বৈতপ্রমুখ (তাঁহাদের ন্যায় প্রবীণ, পণ্ডিত ও আচার্য্য) কোন্ ভক্তগণই বা উদ্ধত হয়েন নাই ! ২৭ ॥

যে গূঢ়কৃষ্ণপাদপদ্মরসসম্বন্ধ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-কালে সকলের পক্ষেই অসম্ভব, তাহা গৌরভক্তগণের সর্ব্বকালে সুলভ—

ভূতো বা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্যাপি যঃ কোঽপি বা
সম্বন্ধো ভগবৎ-পদাম্বুজরসে নাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে।
তৎসর্ব্বং নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্যেণ বিক্রীড়িতো
গৌরস্যাস্য কৃপাবিজৃম্ভিততয়া জানন্তি নির্ম্মৎসরাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়। অস্মিন্ জগন্মণ্ডলে (এই পৃথিবীমণ্ডলে) ভগবৎ-পদাম্বুজরসে (ভগবৎপাদপদ্মরসে) কস্যাপি (কাহারও) যঃ কোঽপি সম্বন্ধঃ (যে কোনও প্রকার সম্বন্ধ) ন ভূতঃ (হয় নাই,) [ন] ভবিতা [ন] ভবতি অপি বা (হইবে না অথবা হইতেছেও না,) নিজভক্তিরূপপরমৈশ্বর্য্যেণ (নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্যের সহিত) বিক্রীড়িতঃ (ক্রীড়াশীল) অস্য গৌরস্য (এই গৌরচন্দ্রের) কৃপা-বিজৃম্ভিততয়া (কৃপায় প্রকাশিত হওয়ায়) [তদুপলক্ষিতাঃ—সেই কৃপোদ্ভাসিত] নির্ম্মৎসরাঃ (সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ) তৎসর্ব্বং (সেই সকল রসমাধুর্য্য) জানন্তি (অবগত হইতেছেন) ॥

অনুবাদ। এই পৃথিবীমণ্ডলে ভগবৎ-পাদপদ্ম-রসে কাহারও যে কোনও প্রকার সম্বন্ধ হয় নাই, হইবে না বা হইতেছে না, নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্যের সহিত ক্রীড়াশীল গৌরসুন্দরের কৃপা প্রকাশিত হওয়ায় তৎকৃপোদ্ভাসিত নির্ম্মৎসর-ভক্তগণ সেই সকল রসমাধুর্য্য অবগত হইয়াছেন অর্থাৎ যে গূঢ় কৃষ্ণপাদপদ্ম-রসসম্বন্ধ কাহারও কখনও হয় নাই, হইবে না, বর্ত্তমানেও হইতেছে না, তাহা গৌরপার্ষদগণই গৌরকৃপায় নিরন্তর উপলব্ধি করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

উপনিষদ্রাজির অনুসন্ধেয় গৌরহরির পাদপদ্মানুসন্ধান-
প্রদানকারী পুরুষই ভূরি-ভাগ্যবান্—

মহাপুরুষমানিনাং সুরমুনীশ্বরাণাং নিজং
পদাম্বুজমজানতাং কিমপি গর্ব্বনির্ব্বাসনম্।
অহো নয়নগোচরং নিগমচক্রচূড়াচয়ং
শচীসুতমচীকরৎ ক ইহ ভূরি-ভাগ্যোদয়ঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। নিগমচক্রচূড়াচয়ং ('নিগমচক্র'—শ্রুতিসমূহ, তাঁহাদের 'চূড়া'—মুকুট, তদ্দ্বারা 'চয়'—অনুসন্ধান করা হয় যে বস্তু অর্থাৎ বেদের শিরোভূষণ উপনিষৎসমূহ যাঁহাকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাকে) নিজং পদাম্বুজং অজানতাং (নিজের—গৌরহরির পাদপদ্মে অনভিজ্ঞ) মহা-পুরুষমানিনাং (মহাপুরুষাভিমানী) সুরমুনীশ্বরাণাং (সুর ও মুনিশ্রেষ্ঠ-গণের) কিমপি গর্ব্ব-নির্ব্বাসনং (কি প্রকার গর্ব্ববিনাশনকারী) শচীসুতং (শচীসুতকে) [মদ্বিধে জনে অপি—মাদৃশ জনেরও] নয়ন-গোচরং (দৃগ্গোচর) অচীকরৎ (করাইয়াছেন.) অহো ! ইহ (আহা, ইহ জগতে) [ঈদৃক্—ঈদৃশ] ভূরিভাগ্যোদয়ঃ (বহুভাগ্যবান্) কঃ (কে) ? ২৯ ॥

অনুবাদ। নিখিলশ্রুতির শিরোভূষণ উপনিষন্মালার মৃগ্য, নিজ-পাদপদ্মে অনভিজ্ঞ, মহাপুরুষাভিমানী, মুনিশ্রেষ্ঠ এবং দেবোত্তমগণের গর্ব্ব-বিনাশকারি-শচীনন্দনকে যিনি মাদৃশ জনেরও নয়নগোচর করাইয়াছেন, অহো ! ইহ জগতে ঈদৃশ ভূরি-ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর কে ? ২৯ ॥

সর্ব্বসাধনহীন গৌরৈকশরণ পুরুষও পুরুষার্থ-শিরোরত্ন লাভে সমর্থ—

সর্ব্বসাধনহীনোঽপি পরমাশ্চর্য্যবৈভবে।
গৌরাঙ্গে ন্যস্তভাবো যঃ সর্ব্বার্থপূর্ণ এব সঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। সর্ব্বসাধনহীনঃ অপি (সর্ব্বপ্রকার সাধনরহিত হইয়াও) যঃ (যিনি) পরমাশ্চর্য্যবৈভবে গৌরাঙ্গে (সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্চর্য্যবৈভববিশিষ্ট

গৌরসুন্দরে) ন্যস্তভাবঃ (চিত্তবৃত্তি সমর্পণ করেন যিনি,) সঃ (তিনি) সর্ব্বার্থপূর্ণঃ ('সর্ব্ব'—কৃষ্ণ, 'অর্থ—প্রেম, অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম, লাভ করিয়া পূর্ণ—পূর্ণকাম) এব [ভবতি] (নিশ্চয়ই হন) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। সর্ব্বপ্রকার সাধনরহিত হইয়াও যিনি পরমাশ্চর্য্য-বৈভববিশিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সমর্পণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিয়া পরিপূর্ণকাম হন, সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥

পঞ্চম বিভাগ

শ্রীচৈতন্যাভক্ত-নিন্দা

(৩১—৪৫ শ্লোক)

শ্রীচৈতন্যে ভক্তিহীন অনন্য-হরিভক্তও অধন্য—

অপ্যগণ্যমহাপুণ্যমনন্যশরণং হরেঃ।
অনুপাসিত-চৈতন্যমধন্যং মন্যতে মতিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়। অগণ্যমহাপুণ্যং (অগণিত মহাপুণ্য আছে যাঁহার—এমন ব্যক্তিকে) হরেঃ অনন্যশরণং অপি (হরির প্রতি একান্ত শরণাগতকেও) অনুপাসিতচৈতন্যং [জনং] (যে ব্যক্তি কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে উপাসনা করেন নাই, তাঁহাকে) মতিঃ (আমার বুদ্ধি) অধন্যং (ধন—পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমা ; যিনি ধনের যোগ্য, তিনিই 'ধন্য', যিনি 'ধন্য' নহেন, তিনিই অধন্য অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উপাসনা ব্যতীত কেহই প্রেমধনলাভের যোগ্য নহেন) মন্যতে (মনে করে) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। কাহারও অগণিত মহাপুণ্যই থাকুক, আর তিনি শ্রীবিষ্ণুর প্রতি একান্ত শরণাগতই হউন, তিনি যদি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আরাধনা না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আমার বুদ্ধি 'অধন্য' অর্থাৎ পরম-পুরুষার্থ-লাভের অযোগ্য বলিয়াই ধারণা করে ॥ ৩১ ॥

জ্ঞানি-কর্ম্মি-তপস্বি-যোগিগণের বৃথা চেষ্টার প্রতি ধিক্কার—

ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ
ধিগস্তু-ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূ-
ন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। ক্রিয়াসক্তান্ (ক্রিয়া—নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম, সেই সকলের প্রতি আসক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা আগ্রহযুক্ত, অতএব) জড়মতীন্ (জড়া—যথার্থ পরমার্থানুসন্ধানে বিবেকশূন্যা অথচ প্রাকৃত ও মায়িক নশ্বর-সুখলেশানুসন্ধানে ব্যস্তমতি যাঁহাদের,—তাঁহাদিগকে) ধিক্ (তুচ্ছতাসূচক অব্যয়) ; বিকটতপসঃ (গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতাপ সহ্য করিয়া, বর্ষাকালে নিরন্তর বৃষ্টিধারা সহ্য করিয়া, হেমন্তাদি ঋতুতে জলমগ্ন থাকিয়া, নখশ্মশ্রুকেশ ধারণ করিয়া অথবা হেটমুণ্ড ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, অনাহার অনিদ্রায় থাকিয়া, যাঁহারা বহুকৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা—জপ-ধ্যানাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে) ধিক্ ; যমিনঃ চ (যাঁহারা যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়দমন বা মনোনিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও) ধিক্ ; ব্রহ্মাহং [ইতি শব্দোচ্চারণমাত্রেণৈব] বদনপরিফুল্লান্ ('আমিই ব্রহ্ম'—এইরূপ শব্দোচ্চারণমাত্র করিয়াই যাঁহারা নিজদিগকে 'মুক্ত' অভিমানে গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য যাঁহাদের বদন বড়ই প্রফুল্ল থাকে, তাঁহাদিগকে) ধিক্ অস্তু ; বিষয়রসমত্তান্ (ভগবৎসম্বন্ধরহিত-বিষয়ভোগের মদে গর্ব্বিত—নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু ফল্গুত্যাগী 'আমি মুক্ত'—এই ভগবদ্-বিমুখতারূপ কুবিষয়রসে মত্ত আর ভুক্তিকামী ক্রিয়াসক্ত কর্ম্মজড় ব্যক্তি ইহামুত্রফলভোগের জন্য ব্যস্ত, অতএব এই সকল—)নরপশূন্ (নরাকার পশুদিগের জন্য অর্থাৎ গ্রাম্য-পশুগণ যেরূপ আহার-বিহারাদি করিয়া থাকে, ইহারাও তদ্রূপ গৌরসম্বন্ধরহিত হইয়া তাহাদেরই ন্যায় নানাবিধ আহার বিহার করে—তাহাদিগের জন্য) কিং শোচামঃ (আর কি শোক

করিব ?) অহহ (আহা!) [এতেষাং—ইহাদিগের] কেষাঞ্চিৎ (কাহারও) গৌরমধুনঃ (গৌরপাদপদ্মের মধুর) লেশোঽপি (বিন্দুমাত্রও) ন মিলিতঃ (প্রাপ্তি ঘটে নাই) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসক্ত কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণকে ধিক্, উৎকট তপস্বিগণকে ধিক্, অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে ধিক্, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্যের উচ্চারণ মাত্র করিয়াই মুক্তাভিমানে প্রফুল্লবদন অহং-গ্রহোপাসকগণকেও ধিক্; ইহারা সকলেই ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিষয়-ভোগে মত্ত। এই সকল নরপশুগণের জন্য কি শোকই বা করিব? হায়! হায়! তাহাদের মধ্যে কেহই গৌরপাদপদ্মমকরন্দের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হইল না! ৩২ ॥

সাবরণ-শ্রীগৌরকৃপা ব্যতীত সর্ব্বসাধনসম্পন্ন পুরুষেরও নিগূঢ়
প্রেমলাভ অসম্ভব—

পাষাণঃ পরিষেচিতোঽমৃতরসৈর্নৈবাঙ্কুরঃ সম্ভবেৎ
লাঙ্গূলং সরমাপতের্বিবৃণতঃ স্যাদস্য নৈবার্জ্জবম্।
হস্তাবুন্নয়তা বুধাঃ কথমহো ধার্য্যং বিধোর্ম্মণ্ডলং
সর্ব্বং সাধনমস্তু গৌরকরুণাভাবে ন ভাবোৎসবঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়। [হে] বুধাঃ (হে পণ্ডিতগণ,) পাষাণঃ (প্রস্তর) অমৃতরসৈঃ অমৃত-রসসমূহ দ্বারা) পরিষেচিতঃ [অপি] (পরি—সর্ব্বতোভাবে, প্রচুররূপে সেচিত—সিক্ত হইলেও)[তস্য—তাহার] অঙ্কুরঃ নৈব সম্ভবেৎ (কখনই অঙ্কু-রোদ্গম সম্ভব হয় না), লাঙ্গূলং বিবৃণতঃ (লাঙ্গুল-বিস্তারকারী) সরমাপতেঃ (সারমেয়ের অর্থাৎ কুক্কুরের) অস্য [লাঙ্গূলস্য] (সেই প্রসারিত লাঙ্গুলের) আর্জ্জবং (ঋজুতা) নৈব স্যাৎ (কখনই হয় না,) হস্তৌ উন্নয়তা [জনেন] (হস্তদ্বয় উত্তোলনকারি-ব্যক্তির দ্বারা) বিধোঃ মণ্ডলং (চন্দ্রমণ্ডল) কথং ধার্য্যং (কিরূপে ধার্য্য অর্থাৎ হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেই লোকে চন্দ্রমণ্ডল

স্পর্শ করিতে পারে না ;) সর্ব্বং সাধনমস্তু (সকল সাধন থাকুক্, কিন্তু তাহা হইলেও) গৌরকরুণাভাবে (গৌরসুন্দরের করুণার অভাবে অর্থাৎ কৃপা ব্যতীত) ন ভাবোৎসবঃ (প্রেমানন্দ কখনই সম্ভব নহে) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। হে সুধীসমাজ, প্রস্তরখণ্ড অমৃতরসে পরিষিক্ত হইলেও যেমন তাহাতে কখনই অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব হয় না, সারমেয়-পুচ্ছ প্রসারিত হইলেও যেমন তাহা কখনই সরলতা প্রাপ্ত হয় না, বাহুযুগল উত্তোলন করিলেই যেমন কেহ চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে পারে না ; অহো ! সেইরূপ সর্ব্বসাধনসম্পন্ন হইলেও কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা ব্যতীত প্রেমানন্দলাভের অধিকারী হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

অনাশ্রিত-গৌরপাদপদ্ম ব্যক্তিই দরিদ্র—

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
সুপ্রকাশিতরত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয় বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে (বিস্তৃত প্রেমসাগরে) গৌরচন্দ্রে অবতীর্ণে [সতি] (গৌরচন্দ্র উদিত হইলে) তেন (তাঁহার দ্বারা) সুপ্রকাশিতরত্নৌঘে (সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত রত্ন, ওঘ—সমূহ অর্থাৎ প্রেমরত্নাকরের রত্নরাজি শ্রীগৌরচন্দ্রের উজ্জ্বলপ্রভা দ্বারা সুপ্রকাশিত হইলে ; রত্ন—শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি অথবা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী প্রভৃতি সামগ্রীপুষ্ট ভাবসমূহ কিম্বা 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি নামরত্নমালা) যঃ দীনঃ (যে ব্যক্তি দরিদ্র থাকে,) সঃ দীনঃ এব (সে যথার্থই দরিদ্র) (অর্থাৎ যে ব্যক্তি গৌরচন্দ্রের কিরণে সুপ্রকাশিত প্রেমরত্নাকরের রত্নসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র লৌহগলিত কল্ককণাদি অনুসন্ধান করিবার জন্য ইচ্ছা করে, তাহার কখনও দরিদ্রতা ঘুচে না অর্থাৎ গৌরবিধুপদকমলে অনাশ্রিত ব্যক্তির মূঢ়তা বিদূরিত হয় না ; সে চিরকাল অধনে যত্ন করিয়া প্রেমধনে বঞ্চিতই থাকে) ॥৩৪ ॥

অনুবাদ। বিস্তীর্ণ প্রেমরত্নাকরে গৌরবিধু সমুদিত হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ-ভক্তিরত্নরাজি সুপ্রকাশিত করিয়াছেন। এরূপ সুযোগেও যে ব্যক্তি দারিদ্রই থাকিয়া গেল, সে নিতান্ত হতভাগ্য সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

গৌরচন্দ্র-প্রকাশিত প্রেমসাগরে অনিমজ্জিত ব্যক্তিই মহানর্থসাগরে মগ্ন—

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
যে ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থসাগরে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়। বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে (বিস্তৃত প্রেমরত্নাকরে অথবা প্রেমরসসমুদ্রে) গৌরচন্দ্রে অবতীর্ণে [সতি] (গৌরশশধর উদিত হইলে) যে [জনাঃ তত্র] (যে লোকসকল সেই রসসাগরে অথবা রত্নাকরে) ন মজ্জন্তি (অবগাহন না করে,) তে (তাহারা) মহানর্থসাগরে (রত্নাকর-পক্ষে ব্যাখ্যায় অর্থ—কৃষ্ণ বা পরমপ্রয়োজন প্রেমা, অনর্থ—তদ্বিপরীত কৃষ্ণেতর বিষয় বা চতুর্ব্বর্গ ; অথবা রসসাগর-পক্ষে ব্যাখ্যায়—প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি প্রভৃতি অনর্থ-রূপ খর-মূত্রসাগরে) মজ্জন্তি (নিমগ্ন হয়) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। বিস্তীর্ণ প্রেমরত্নাকরে গৌর-শশধর সমুদিত হইলেও যে সকল ব্যক্তি সেই প্রেমার্ণবে অবগাহন না করিল, তাহারা মহা-অনর্থ-সাগরেই নিমগ্ন রহিয়া গেল ! ৩৫ ॥

গৌর-পাদাব্জমধুপান-বিমুখ ব্যক্তিই অত্যন্ত মূঢ়—

প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযূষ-রস-সাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়। প্রসারিত-মহাপ্রেমপীযূষ-রসসাগরে (প্রসারিত—অতি-বিস্তৃত, মহান্—প্রকৃষ্ট, প্রেমই পীযূষ অর্থাৎ অমৃতরস যে সাগর, তাহাতে) চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে [সতি] (চৈতন্যচন্দ্র উদিত হইলে) যঃ দীনঃ সঃ দীনঃ এব (যে গৌরচরণ আশ্রয় করিল না, সে মূঢ় হইতেও মূঢ়তর) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উদিত হইয়া মহাভাব-পীযূষ-রসসাগর বর্দ্ধন করিলে যে ব্যক্তি 'দীন' অর্থাৎ সেই প্রেমামৃতপানে বঞ্চিত, সে যথার্থই 'দীন' অর্থাৎ পরম-হতভাগ্য ॥ ৩৬ ॥

গৌরসুন্দরের স্বয়ং ভগবত্তায় সন্দেহকারি-ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও জড়সংসারেভ্রাম্যমান বদ্ধজীবমাত্র—

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্ ।
ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাঃ [জনাঃ] অপি (নিখিলশাস্ত্রকুশল-ব্যক্তিগণও) যদি চৈতন্যং (যদি শ্রীচৈতন্যদেবকে) ঈশ্বরং ন বিদুঃ (স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া না জানেন,) তে (তাঁহারা) অচৈতন্যং ইদং বিশ্বং (এই পরিদৃশ্যমান জড়জগতে) ভ্রাম্যন্তি (ভ্রমণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া স্বর্গনরকাদি ভ্রমণ করেন মাত্র, তাঁহাদিগের গতাগতির নিবৃত্তি হয় না) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। নিখিলশাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তিগণও যদি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়া না জানেন, তবে তাঁহারা অচিজ্জগতেই গতাগতি করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

গৌরপাদপদ্ম-মহিমা-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির রস-রহস্য-লাভ অসম্ভব—

স্বাদং স্বাদং মধুরিমভরং স্বীয়-নামাবলীনাং
মাদং মাদং কিমপি বিবশীভূতবিশ্রস্তগাত্রঃ ।
বারম্বারং ব্রজপতিগুণান্ গায়গায়েতি জল্পন্
গৌরো দৃষ্টঃ সকৃদপি ন যৈর্দুর্ঘটা তেষু ভক্তিঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়। স্বীয়-নামাবলীনাং ('হরেকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি নিজনামসমূহের) মধুরিমভরং (মধুরিমা—মধুরতা বা মাধুর্য্য, ভর—পূরণার্থে বা আধিক্যে প্রযুক্ত অর্থাৎ মাধুর্য্যাতিশয্য) স্বাদং স্বাদং (পুনঃ পুনঃ

আস্বাদন করিতে করিতে) [ততঃ] মাদং মাদং (তাহাতে পুনঃ পুনঃ প্রমত্ত হইতে হইতে) কিমপি (কোন অনির্ব্বচনীয়ভাবে) বিবশীভূত-বিস্রস্তগাত্রঃ [সন্] (বিবশ ও তৎপশ্চাৎ স্খলিতগাত্র হইয়া) ব্রজপতি-গুণান্ (বৃন্দাবনেন্দ্রের গুণাবলী) বারং বারং (পুনঃ পুনঃ) 'গায়' 'গায়' ('গান কর', 'গান কর') ইতি (ইহা) জল্পন্ (বলিতে বলিতে অর্থাৎ বলিতেছেন যে) গৌরঃ (গৌরসুন্দর) যৈঃ (যে ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক) সকৃদপি ন দৃষ্টঃ (একবারও দৃষ্ট অর্থাৎ অনুভূত হন নাই,) তেষু (সেইসকল ব্যক্তিতে) ভক্তিঃ দুর্ঘটা [ভবতি] (ভক্তি উদয়ের সম্ভাবনা দুর্ঘট) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। যিনি 'হরেকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি স্বীয় নামাবলীর রস-মাধুর্য্যাতিশয্য পুনঃ পুনঃ আস্বাদনে উত্তরোত্তর প্রমত্ত হইয়া কোনও অনির্ব্বচনীয়ভাবে বিবশ ও স্খলিতগাত্র হইতেছেন এবং যিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বৃন্দাবনেন্দ্রের গুণাবলী 'কীর্ত্তন কর', 'কীর্ত্তন কর' —এইরূপ বারম্বার বলিতেছেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে যাহারা একবারও দর্শন করে নাই, তাহাদের ভক্তিলাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত ॥ ৩৮ ॥

বিনা বীজে অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায় গৌরভক্তি-ব্যতীত নিগূঢ় প্রেমলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব—

বিনা বীজং কিং নাঙ্কুরজননমন্ধোঽপি ন কথং
প্রপশ্যেন্নোপঙ্গুর্গিরিশিখরমারোহতি কথম্ ।
যদি শ্রীচৈতন্যে হরিরসময়াশ্চর্য্যবিভবে-
ঽপ্যভক্তানাং ভাবী কথমপি পরপ্রেমরভসঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়। যদি হরিরসময়াশ্চর্য্যবিভবে (হরির স্বীয়-ভক্তিরসস্বরূপ পরম-চমৎকারকারী বিভববিশিষ্ট) শ্রীচৈতন্যে (শ্রীগৌরসুন্দরে) অভক্তানামপি (ভক্তিহীন ব্যক্তিগণেরও) পরপ্রেমরভসঃ ('পরে' অর্থাৎ পরমেশ্বরে, 'প্রেমরভসঃ'—প্রেমানন্দ) কথমপি (কোনপ্রকারেও)

ভাবী (হয়—ভবিষ্যৎ-কালসূচক) [তদা—তাহা হইলে] বীজং বিনা কিং ন অঙ্কুরজননং [ভবেৎ] ? (বিনা বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয় না কেন ?) অন্ধোঽপি কথং ন প্রপশ্যেৎ ? (অন্ধব্যক্তিও প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পায় না কেন ?) পঙ্গুঃ কথং ন গিরিশিখরং আরোহতি ? (পঙ্গুই বা কেন সুমেরু-পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করে না ? অর্থাৎ যাহারা গৌরপাদপদ্ম আশ্রয় করে নাই, তাহাদিগের পক্ষে প্রেমরস-আস্বাদন সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। অতিযত্নেও যদি কখনও স্বীয় ভক্তিরসস্বরূপ পরম-চমৎকারকারিবিভববিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে ভক্তিহীন ব্যক্তিদিগের পরেশ-সম্বন্ধী প্রেমানন্দ উদিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে বিনা বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয় না কেন ? অন্ধব্যক্তিই বা দেখিতে পায় না কেন ? আর পঙ্গুই বা সুমেরুপর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে পারে না কেন ?৩৯॥

অচিদাশ্রিত ব্যক্তিগণকেও অপ্রাকৃত-প্রেমপ্রদানকারী গৌরহরিতে মতিহীন ব্যক্তিই নরপশু—

অলৌকিক্যা প্রেমোন্মদরসবিলাসপ্রথনয়া
ন যঃ শ্রীগোবিন্দানুচরসচিবেষ্বেষু কৃতিষু।
মহাশ্চর্য্যপ্রেমোৎসবমপি হঠাদ্দাতরি ন য-
ন্মতির্গৌরে সাক্ষাৎ পর ইহ স মূঢ়ো নরপশুঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়। এষু শ্রীগোবিন্দানুচর-সচিবেষু কৃতিষু (পার্ষদরূপে শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাসহায়ক সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে) যঃ (যিনি) ন [গণিতঃ—গণিত হন নাই, তস্মৈ অপি—তাঁহাকেও] অলৌকিক্যা (অলৌকিকভাবে) প্রেমোন্মদরসবিলাসপ্রথনয়া (প্রেমোত্থ-হর্ষ-গর্ব্ব প্রভৃতি রসবিলাস বিস্তার দ্বারা) মহাশ্চর্য্যপ্রেমোৎসবম্ (পরম-চমৎকার প্রেমানন্দ), হঠাৎ দাতরি সাক্ষাৎ গৌরে (অকস্মাৎ প্রদান করেন যিনি,—সেই সাক্ষাৎ-গৌরসুন্দরে,) যন্মতিঃ ন [ভবেৎ] (যাহার মতি হয় না,)

ইহ (এই জগতে) সঃ নরপশুঃ (সেই নরপশু) পরঃ মূঢ়ঃ (অত্যন্ত মূঢ়) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। পার্ষদরূপে শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার সহায়ক সুকৃতিমান্ পুরুষগণের মধ্যে যিনি কেহই নহেন, তাঁহাকেও যিনি অলৌকিকভাবে প্রেমোত্থ হর্ষ-গর্ব্ব প্রভৃতি রস-বিলাস বিস্তার করিয়া অকস্মাৎ পরম-চমৎকার প্রেমানন্দ প্রদান করেন, সেই সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরে যাঁহার মতি হয় না, ইহ জগতে সেই 'নরপশু' অত্যন্ত মূঢ় ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বাবতারশিরোমণি গৌরহরির ভগবত্তায় সন্দেহবাদিগণ বঞ্চিত—

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদবতারা নিগদিতাঃ
প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ।
কিমন্যৎ স্বপ্রেষ্ঠে কতি কতি সতাং নাপ্যনুভবা-
স্তথাপি শ্রীগৌরে হরিহরি ন মূঢ়া হরিধিয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়। শ্রুত্যাদৌ (বেদাদি শাস্ত্রে ; পঞ্চমবেদ—মহাভারত, বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত, বেদের পূরক—পুরাণ, আগমাদি শাস্ত্রে) অসংখ্যাঃ (সংখ্যাতীত) অবতারাঃ (অবতারসমূহ) নিগদিতাঃ (কথিত হইয়াছে,) [গৌরহরৌ যাদৃক্ প্রভাবস্তং] প্রভাবং (গৌর-হরিতে যে প্রকার অপূর্ব্ব প্রভাব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ প্রভাব) পরমেশাদিত-রতঃ (পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যপুরুষে) কঃ (কে) সম্ভাবয়তু (সম্ভাবনা করিতে পারে ?) অন্যৎ কিং [বাচ্যং] (অপর কি বলিবার আছে ?) স্বপ্রেষ্ঠে (নিজ-প্রিয়তম গৌরসুন্দরে) সতাং (সদ্ভক্তসমূহের) কতিকতি অনুভবাঃ অপি ন [দৃষ্টাঃ] (কত কত অনুভবও কি দৃষ্ট হয় নাই অর্থাৎ জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার, কুষ্ঠিবিপ্র, দর্জ্জী-যবন এবং অন্যান্য বহুবিধ ব্যক্তির উদ্ধারদ্বারা ঈশ্বরপ্রভাব এবং ষড়্ভুজাদি দর্শনদ্বারা ভক্তগণের অনুভব, অর্থাৎ সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী-প্রমুখ ব্যক্তিগণের গৌরসুন্দরকে

'ঈশ্বর' বলিয়া উপলব্ধি দৃষ্ট হয় নাই ?) হরি ! হরি ! (খেদে) তথাপি শ্রীগৌরে (গৌরসুন্দরে) মূঢ়াঃ হরিধিয়ঃ ন (মূঢ়গণের হরিবুদ্ধি হয় না) ॥৪১॥

অনুবাদ। বেদাদি শাস্ত্রে অসংখ্য অবতারের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে ; কিন্তু গৌরহরিতে যে প্রকার অপূর্ব্ব প্রভাব লক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রভাব স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অন্যত্র কে সম্ভাবনা করিতে পারে ? অপর কি বলিবার আছে, নিজপ্রিয়তম গৌরহরিতে সদ্ভক্তগণের ষড়্-ভুজদর্শনাদি কত কত অনুভবও কি দৃষ্ট হয় নাই ? হায়, হায়, সেই সকল দেখিয়া শুনিয়াও মূঢ়গণের গৌরহরিতে পরমেশ্বর বুদ্ধি হয় না ! ৪১ ॥

মোক্ষধিক্কার-কারিণী ভক্তির প্রদাতা গৌরহরিতে বিশ্বাসরহিত ব্যক্তিগণই মায়ামোহিত নাস্তিক—

সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান্ বিবিধবিকৃতিভিস্তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তং
প্রেমানন্দং প্রসূতে সকলতনুভৃতাং যস্য লীলা-কটাক্ষঃ।
নাসৌ বেদেষু গূঢ়ো জগতি যদি ভবেদীশ্বরো গৌরচন্দ্রস্তৎ-
প্রাপ্তোঽনীশবাদঃ শিবশিব গহনে বিষ্ণুমায়ে নমস্তে ॥৪২॥

অন্বয়। যস্য লীলাকটাক্ষঃ (যে গৌরসুন্দরের ভাব-বিলাসযুক্ত নেত্রপ্রান্ত) সকলতনুভৃতাং (নিখিলশরীরধারীর) সাক্ষাৎ মোক্ষাদিকার্থান্ (সাক্ষাৎ-মোক্ষাদি পুরুষার্থকে) বিবিধবিকৃতিভিঃ (নানাবিধ বিকারসমূহ দ্বারা) তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তং প্রেমানন্দং (তুচ্ছতা অর্থাৎ অত্যন্ত অযোগ্যতা প্রদর্শন করে যে প্রেমানন্দ, তাহাকে অর্থাৎ 'মোক্ষলঘুতাকৃৎ' পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমানন্দকে) প্রসূতে (প্রকটিত করেন)। বেদেষু গূঢ়ঃ অসৌ গৌরচন্দ্রঃ (বেদে ছন্নাবতারত্ব-হেতু গূঢ়রূপে স্থিত অর্থাৎ শ্রুত্যাদি শাস্ত্র—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১২,) "রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্" (মুণ্ডক ৩।৩) প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা গৌরসুন্দরকে নির্দ্দেশ করিলেও তাহা অবিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয় নাই)

জগতি যদি ঈশ্বরঃ ন ভবেৎ (জগতে যদি একমাত্র ঈশ্বর না হন,) তৎ অনীশবাদঃ প্রাপ্তঃ (তাহা হইলে নাস্তিক্যবাদ আসিয়া পড়িল,) শিব! শিব! [হে] গহনে বিষ্ণুমায়ে! (হে দুর্জ্ঞেয়-প্রভাবে বিষ্ণুমায়ে!) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার করি অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়প্রভাবা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া কেহ কেহ গৌরসুন্দরকে 'পরমেশ্বর' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন না) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। যে গৌরসুন্দরের ভাববিলাসযুক্ত কটাক্ষ দেহধারী সমগ্র জীবের, মোক্ষাদি সাক্ষাৎ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়কে বিবিধ-বিকারসমূহ দ্বারা অতীব অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্নকারী প্রেমানন্দ উৎপন্ন করেন, সেই বেদগুহ্য শ্রীগৌরচন্দ্র যদি জগতের ঈশ্বর না হন অর্থাৎ জগজ্জীব যদি তাঁহাকে 'স্বয়ং ঈশ্বর' বলিয়া স্বীকার না করে, তবে এই জগৎ নাস্তিক্য-বাদেই আচ্ছন্ন হইল! শিব, শিব,—হে বিষ্ণুমায়ে, দুর্জ্ঞেয় তোমার প্রভাব, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥

গৌরবিমুখ ব্যক্তির কুল, বাগ্মিতা, শ্রুত, শ্রী ও ব্রাহ্মণতায় ধিক্কার—

ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি বাগ্মিতাং ধিগ্ যশো
ধিগধ্যয়নমাকৃতিং নববয়ঃ শ্রিয়ঞ্চাস্তু ধিক্।
দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্
ন চেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকটগৌরগোপীপতিঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়। উজ্জ্বলং কুলং ধিক্, (আচারাদিযুক্ত সদ্বংশে জন্মলাভ ধিক্,) বাগ্মিতাং অপি ধিক্, (বাবদূকতায়ও ধিক্) যশঃ [চ] ধিক্ অস্তু (কীর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠায় ধিক্), অধ্যয়নং ধিক্ (শ্রুত্যাদি-পাঠে ধিক্), আকৃতিং নবং বয়ঃ শ্রিয়ঞ্চ ধিক্ অস্তু (সুগঠিত করচরণাদি অবয়ব, পূর্ণকৈশোর, অবিনাশী সম্পত্তিকে ধিক্,) দ্বিজত্বং অপি ধিক্ (বিহিত-উপনয়ন-সংস্কারাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক গায়ত্রী-উপদেশাদিলাভেও ধিক্,) পরং বিমলং আশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্

(উৎকৃষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচর্য্যাদি, 'আস্ত' শব্দের দ্বারা যজন, যোগাভ্যাস, বৈরাগ্যাদিও নির্দ্দিষ্ট হইতেছে,—সেই সকলেও ধিক্,) চেৎ (যদি) কলৌ (কলিযুগে) প্রকটগৌর-গোপীপতিঃ (গোপীজনবল্লভ মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি 'গৌর' অর্থাৎ হেমাঙ্গী শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহরূপে প্রকটিত) ন পরিচিতঃ [ভবেৎ] (যদি উপাসিত না হন) ॥৪৩॥

অনুবাদ। মাধুর্য্য-রসবিগ্রহ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে হেমাঙ্গী শ্রীরাধার ভাবকান্তি সহ যে বিপ্রলম্ভ-রসময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, তিনি যদি উপাসিত না হন, তাহা হইলে সদাচারসম্পন্ন সৎকুলে ধিক্, বাগ্মিতায় ধিক্, যশেও ধিক্, বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে ধিক্, সৌন্দর্য্য, নবীন বয়স, ঐশ্বর্য্যেও ধিক্, বিহিত উপনয়নাদি সংস্কারসমন্বিত দ্বিজত্বকেও ধিক্ এবং পরম-নির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ও যোগ-যাগ-বৈরাগ্যাদিকেও ধিক্ ॥ ৪৩ ॥

নারায়ণ-পার্ষদবৃন্দেরও প্রশংসার্হ অনুচরগণ-পরিবৃত গৌরহরি
সুকৃতিহীন ব্যক্তির প্রণয়ের অবিষয়—

অহো বৈকুণ্ঠস্থৈরপি চ ভগবৎপার্ষদবরৈঃ
সরোমাঞ্চং দৃষ্টা যদনুচরবক্রেশ্বরমুখাঃ।
মহাশ্চর্য্যপ্রেমোজ্জ্বলরস-সদাবেশবিবশী-
কৃতাঙ্গাস্তং গৌরং কথমকৃতপুণ্যঃ প্রণয়তু ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়। অহো ! মহাশ্চর্য্য-প্রেমোজ্জ্বলরস-সদাবেশ-বিবশীকৃতাঙ্গাঃ (পরম-চমৎকারকারী প্রেমোজ্জ্বল-রসে সদা আবিষ্টতা-নিবন্ধন যাঁহাদের অঙ্গসমূহ বিবশীকৃত হয়,) যদনুচর-বক্রেশ্বরমুখাঃ (যে গৌরসুন্দরের বক্রেশ্বর-প্রমুখ মধুররসের রসিক অনুচরগণ অর্থাৎ বক্রেশ্বর, গদাধর, রায়-রামানন্দ প্রভৃতি) বৈকুণ্ঠস্থৈঃ ভগবৎপার্ষদবরৈঃ অপি চ (ঐশ্বর্য্যধাম বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণের পার্ষদ-শ্রেষ্ঠগণ কর্তৃকও) স-রোমাঞ্চং দৃষ্টাঃ [অভবন্] (রোমাঞ্চের সহিত

দৃষ্ট হন অর্থাৎ যাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণপার্ষদগণ ও মহাশ্চর্য্যত্ব হেতু পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারেন না,) অকৃতপুণ্যঃ (সুকৃতিহীন) কথং (কি প্রকারে) তং গৌরং (সেই গৌরসুন্দরকে) প্রণয়তু (প্রণয়ের বিষয় করিতে সমর্থ হইবে ?) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। অতি চমৎকার প্রেমোজ্জ্বলরসের অবিচ্ছেদ-আবেশে বিবশাঙ্গ বক্রেশ্বর-প্রমুখ যে সকল মহাত্মাকে দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণ-পার্ষদগণও পুলকিতাঙ্গ হন, সেই মধুররস-রসিক মহাত্মগণ যাঁহার অনুচর, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে সুকৃতিহীন ব্যক্তি কি প্রকারে তাহার প্রণয়-বিষয় করিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ৪৪ ॥

অযাচকে প্রেমপ্রদাতা-শ্রীগৌরসুন্দরে অনাদরকারীই অসুর—

দত্ত্বা যঃ কমপি প্রসাদমথসংভাষ্য স্মিতশ্রীমুখং
দূরাৎ স্নিগ্ধদৃশা নিরীক্ষ্য চ মহাপ্রেমোৎসবং যচ্ছতি।
যেষাং হন্ত কুতর্ককর্কশধিয়া তত্রাপি নাত্যাদরঃ
সাক্ষাৎ পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ দুষ্টা অমী কেবলম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়। যঃ (যিনি) কং অপি (কাহাকেও) প্রসাদং (প্রসন্নতা) দত্ত্বা (দান করিয়া) স্মিতশ্রীমুখং (ঈষৎ-হাস্যযুক্ত শ্রীমুখে শোভিত হন,) অথ (অনন্তর, পরে) সম্ভাষ্য (সম্ভাষণপূর্ব্বক) দূরাৎ স্নিগ্ধদৃশা নিরীক্ষ্য চ (এবং দূর হইতে স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া) মহাপ্রেমোৎসবং (অত্যুৎকৃষ্ট প্রেমানন্দ) যচ্ছতি (দান করেন,) হন্ত (হায় !) যেষাং (যাহাদিগের) কুতর্ক-কর্কশধিয়া (কুতর্ক-কঠিন-বুদ্ধি-হেতু) তত্র সাক্ষাৎ-পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ অপি (সাক্ষাৎ সেই পরিপূর্ণ প্রেমরস অবতরণ অর্থাৎ প্রকট করাই স্বভাব যাঁহার, এবম্বিধ শ্রীগৌরহরিতেও) ন অত্যাদরঃ (অতিশয় আদর নাই), অমী (উহারা) কেবলং দুষ্টাঃ (কেবল-অসুর-স্বভাবযুক্ত) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। যিনি কাহাকেও প্রসাদ দান করিয়া ঈষৎ হাস্যযুক্ত-শ্রীমুখে শোভিত হন, পরে সম্ভাষণ এবং স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমদান করিয়া থাকেন, হায়! সেই সাক্ষাৎ পূর্ণ প্রেমরস-প্রকটনকারী শ্রীগৌরহরিকে কুতর্ক-কর্কশ-বুদ্ধি-হেতু যাহারা পরমাদর করে না, তাহারাই একমাত্র দুষ্ট অসুর ॥ ৪৫ ॥

ষষ্ঠ বিভাগ

দৈন্যরূপ স্বনিন্দা

(৪৬—৫৬ শ্লোক)

গৌরপ্রেমরসিকের দৈন্য—

বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়। বঞ্চিতঃ অস্মি বঞ্চিতঃ অস্মি বঞ্চিতঃ অস্মি (আমি বঞ্চিত হইলাম, বঞ্চিত হইলাম, নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইলাম,) [যতঃ—যেহেতু] বিশ্বং (সমগ্রবিশ্ব) গৌর-রসে মগ্নং (বিপ্রলম্ভবিগ্রহ-শ্রীগৌরসুন্দর প্রদত্ত অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বলরসে মগ্ন হইল,) [কিন্তু] মম (আমার) [তত্র —তাহাতে] স্পর্শঃ অপি (স্পর্শও) ন অভবৎ (হইল না) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। বঞ্চিত! বঞ্চিত!! নিশ্চয়ই আমি বঞ্চিত!!! শ্রীগৌর-প্রেমরসার্ণবে অখিল বিশ্ব মগ্ন হইল, কিন্তু হায়! তাহাতে আমার স্পর্শমাত্রও হইল না ॥ ৪৬ ॥

গৌরাবতারে প্রেমরসগন্ধলেশ-বঞ্চিত ব্যক্তির
বিদ্যা, আশ্রম ও জীবনে ধিক্—

**কৈর্ব্বা সর্ব্বপুমর্থমৌলিরকৃতায়াসৈরিহাসাদিতো
নাসীদ্গৌরপদারবিন্দরজসা স্পৃষ্টে মহীমণ্ডলে।
হা হা ধিঙ্মম জীবনং ধিগপি মে বিদ্যাং ধিগপ্যাশ্রমং
যদ্দৌর্ভাগ্যভরাদহো মম ন তৎসম্বন্ধগন্ধোঽপ্যভূৎ ॥৪৭॥**

অন্বয়। গৌরপদারবিন্দরজসা (শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মের পরাগ দ্বারা) মহীমণ্ডলে স্পৃষ্টে [সতি] (ভূমণ্ডল স্পৃষ্ট হইলে) ইহ (এই প্রপঞ্চে) কৈর্বা (কেইবা) অকৃতায়াসৈঃ (অনায়াসে) সর্ব্বপুমর্থমৌলিঃ (সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেমা) আসাদিতঃ ন আসীৎ (প্রাপ্ত হন্ নাই ? অর্থাৎ সকলেই প্রাপ্ত হইয়াছেন) ; হা, হা, (হায়, হায়—খেদে) মম (আমার) জীবনং ধিক্, মে (আমার) বিদ্যাং অপি ধিক্ (শাস্ত্রাদি-জ্ঞানেও ধিক্) আশ্রমং অপি (ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসরূপ তুরীয়-আশ্রমকেও) ধিক্, যৎ (যেহেতু) দৌর্ভাগ্যভরাৎ (অত্যন্তদুর্ভাগ্যবশতঃ) অহো, মম (আমার) তৎসম্বন্ধ-গন্ধোঽপি (সেই প্রেমসম্বন্ধের গন্ধমাত্র ন অভূৎ (হইল না) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরপাদপদ্মপরাগে মহীমণ্ডল স্পৃষ্ট হইলে কোন্ ব্যক্তিই বা 'অসাধনে' (অনায়াসে) সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণি-প্রেম প্রাপ্ত না হইয়াছেন ? কিন্তু হায়, হায়, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশে আমি সেই প্রেমের লেশমাত্রও লাভ করিতে পারিলাম না ! ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যে, ধিক্ আমার তুরীয় ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসাশ্রমে ! ৪৭ ॥

গৌরকৃপাকটাক্ষবঞ্চিত ব্যক্তি নিতান্ত ভাগ্যহীন—

**উৎসসর্প জগদেব পূরয়ন্ গৌরচন্দ্রকরুণামহার্ণবঃ।
বিন্দুমাত্রমপি নাপতন্মহাদুর্ভগে ময়ি কিমেতদদ্ভুতম্ ॥ ৪৮ ॥**

অন্বয়। গৌরচন্দ্রকরুণা-মহার্ণবঃ (গৌরবিধুর কৃপারূপ-মহাবারিধি) জগৎ পূরয়ন্ এব (জগৎকে সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত করিয়া) উৎসসর্প (উচ্ছলিত হইল) [কিন্তু] মহাদুর্ভগে ময়ি (কিন্তু আমার ন্যায় মহাভাগ্যহীন) বিন্দুমাত্রং অপি (সেই করুণার বিন্দুমাত্রও) ন অপতৎ (পতিত হইল না) এতৎ কিং অদ্ভুতং (ইহা কিরূপ আশ্চর্য্যজনক অর্থাৎ জগতের সকলেই গৌর-সুন্দরের করুণায় প্লাবিত হইল, কেবল আমার অত্যন্ত দুর্দ্দৈব বশতঃ আমি তাহার বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করিতে পারিলাম না) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরচন্দ্রের করুণারূপ-মহাসমুদ্র সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়া উচ্ছলিত হইল, কিন্তু, হায়, কি আশ্চর্য্য, তাহার একটী বিন্দুও আমার মত দুর্ভাগ্য-জনে পতিত হইল না ! ৪৮ ॥

কলিকালে গৌরকৃপাব্যতীত কোটী-কণ্টকরুদ্ধ
ভক্তিমার্গে প্রবেশ অসম্ভব—

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়। কালঃ কলিঃ (অধর্ম্মপ্রবর্ত্তক), ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ (ইন্দ্রিয়-রূপ শত্রুবর্গ) বলিনঃ (অত্যন্ত বলবান্) ইহ (এই কলিকালে) শ্রীভক্তি-মার্গঃ (পরমোজ্জ্বল ভক্তিপথ) কণ্টককোটিরুদ্ধঃ (কর্ম্মজ্ঞানাদি-রূপ-অসংখ্য কণ্টকে অবরুদ্ধ) [অতএব] [হে] চৈতন্যচন্দ্র যদি অদ্য কৃপাং (অনুগ্রহ) ন করোষি (না কর) [তদা] হা হা বিকলঃ (অভিভূত অর্থাৎ ঐ সকল কলিদোষে-দুষ্ট) অহং (আমি) কিং করোমি (কি করি) ক্ব (কোথায়) যামি (যাই) ? ৪৯ ॥

অনুবাদ। কাল কলি। ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্মজ্ঞানাদি কোটি-কণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব, হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি অদ্য কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! এই অবস্থায় বিহ্বল (অর্থাৎ কলিকালে ভক্তিপথ নানা মনোধর্ম্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণে সম্মূঢ়চিত্ত) আমি কি করি, কোথায় যাই? ৪৯॥

শ্রীচৈতন্যচরণাব্জভৃঙ্গ বিশ্বভূষণ গৌরজনের সঙ্গই একমাত্র বাঞ্ছনীয়—

সোঽপ্যাশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুর্নয়নয়োর্যন্নাভবদ্ গোচরো
যন্নাস্বাদি হরেঃ পদাম্বুজরসস্তদ্‌যদ্গতং তদ্‌গতম্।
এতাবন্মম তাবদস্তু জগতীং যেঽন্যেঽপ্যলংকুর্ব্বতে
শ্রীচৈতন্যপদে নিখাতমনসস্তৈর্যৎ প্রসঙ্গোৎসবঃ॥ ৫০॥

অন্বয়। সঃ অপি আশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুঃ (সেই পরমচমৎকার-স্বরূপ প্রভু গৌরহরিও) যৎ (যে দুর্ভাগ্যবশতঃ) নয়নয়োঃ (নয়নযুগলের) গোচরঃ ন অভবৎ (গোচরীভূত হন নাই), যৎ (অথবা যে কারণবশতঃ) হরেঃ পদাম্বুজরসঃ (হরির পাদপদ্ম-রস) ন অস্বাদি (আস্বাদিত হয় নাই), তৎ যৎ গতং, তৎ গতং [এব] (সে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা যাউক্;) [কিন্তু] মম (আমার) এতাবৎ [এব] (এই পর্য্যন্তই) [অস্তু—হউক] শ্রীচৈতন্যপদে নিখাত-মনসঃ (শ্রীচৈতন্য পাদপদ্মে নিবিষ্টচিত্ত) যে অন্যে অপি (অন্য যাঁহারাও) জগতীং (পৃথিবীকে) অলংকুর্ব্বতে (অলঙ্কৃত করেন,) তৈঃ (তাঁহাদের সহিত) যৎ-প্রসঙ্গোৎসবঃ (যে প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ, তজ্জনিত আনন্দ) তাবৎ অস্তু (তাহা যেন হয়)॥ ৫০॥

অনুবাদ। সেই পরমাশ্চর্য্যময় প্রভু গৌরহরিও যে দুর্ভাগ্য-বশতঃ নয়নগোচর হন নাই (অর্থাৎ দর্শন পাইয়াও স্বীয় অবিদ্বৎ

প্রতীতিহেতু তাঁহার স্বরূপদর্শন করিতে পারি নাই ; দৈন্যোক্তি) অথবা যে কারণবশতঃ হরিপাদপদ্মপ্রেমাস্বাদনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, সে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন কিন্তু, আমার এই মাত্র প্রার্থনা, শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে নিবিষ্ট-চিত্ত অন্য যে ভক্তগণ পৃথিবী অলঙ্কৃত করিয়া এখনও বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের সহিত যেন আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গোৎসব হয় ॥ ৫০ ॥

কলিযুগে দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা গৌরহরি—

দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্য দুরন্ত-ঘোর-
দুর্ব্বাসনা-নিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্ ।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতস্য
গৌরং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়। দুষ্কর্ম্ম-কোটি-নিরতস্য (কোটি কোটি দুষ্কর্ম্মে-নিরত) গাঢ় (সুদৃঢ়রূপে) দুরন্ত-ঘোর-দুর্ব্বাসনা-নিগড়-শৃঙ্খলিতস্য (দুর্দ্দমনীয় প্রচণ্ড-দুর্ব্বাসনারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ), ক্লিশ্যন্মতেঃ (কর্ম্মজ্ঞানাদি দ্বারা ক্লিষ্টবুদ্ধি) কুমতি-কোটি-কদর্থিতস্য (অসংখ্য কর্ম্মাগ্রহসম্পন্ন-কুবুদ্ধি-জন দ্বারা পরিচালিত হইয়া অভিভূত) মম (আমার) গৌরং বিনা (গৌরহরি ব্যতীত) অদ্য (আজ) ইহ (এই জগতে) কঃ বন্ধুঃ ভবিতা (কে বন্ধু হইবে) ? ৫১॥

অনুবাদ। আমি কোটি কোটি দুষ্কর্ম্মে একান্ত আসক্ত, দুর্দ্দম-দারুণ-দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে সুদৃঢ় আবদ্ধ, কর্ম্মজ্ঞানাদি প্রয়াস-জনিত ক্লেশে কাতরচিত্ত এবং কোটি কোটি কুবুদ্ধিজন দ্বারা বিপরীত-পথে পরিচালিত হইয়া অভিভূত ; গৌরহরি বিনা আর কে আজ এই সংসারে, আমার মত বিপন্নের বন্ধু হইবেন ? ৫১ ॥

গৌরপদাশ্রয় ব্যতীত সর্ব্বসাধনই বিফল—

হা হন্ত হন্ত পরমোষরচিত্তভূমৌ
ব্যর্থা ভবন্তি মম সাধনকোটয়োঽপি।
সর্ব্বাত্মনা তদহমদ্ভুতভক্তিবীজং
শ্রীগৌরচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥ ৫২ ॥

অন্বয়। হা হন্ত, হন্ত (হা, হায়! হায়!) মম (আমার) পরমোষরচিত্তভূমৌ (পরম-উষরচিত্তভূমিতে) সাধনকোটয়ঃ অপি (কোটি কোটি-সাধনও) ব্যর্থা ভবন্তি (নিরর্থক হইতেছে) তৎ (তস্মাৎ—সেইজন্য) অহং (আমি) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বান্তঃকরণে) অদ্ভুত-ভক্তি-বীজং (অপ্রাকৃতভক্তির বীজস্বরূপ) শ্রীগৌরচন্দ্রচরণং (শ্রীগৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম) শরণং করোমি (আশ্রয় করিতেছি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। হায়, হায়, আমার চিত্তরূপ অতি কঠোর উষরভূমিতে কোটি কোটি সাধনবীজ ব্যর্থ হইতেছে! তাই আমি এক্ষণে সর্ব্বান্তঃকরণে অপ্রাকৃতভক্তিবীজ-স্বরূপ শ্রীগৌর-পাদপদ্মে শরণগ্রহণ করিতেছি ॥ ৫২ ॥

শ্রীচৈতন্যনামগ্রহণমাত্রেই কঠিন হৃদয়েও ভক্তিকল্পলতিকার অঙ্কুরোদ্গম—

হা হন্ত চিত্তভুবি মে পরমোষরায়াং
সদ্ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ।
হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি
চৈতন্যনামকলয়ন্ন কদাপি শোচ্যঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়। হা হন্ত (হায়!) মে (আমার) পরমোষরায়াং চিত্তভুবি (পরম-উষর-চিত্তভূমিতে) কথং (কি প্রকারে) সদ্ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরিতা স্যাৎ (প্রেমরূপা ভক্তির অঙ্কুর—স্থায়িভাব বা রতি হইবে)? [কিন্তু] হৃদি (হৃদয়ে) একমেব (একমাত্র) পরং আশ্বসনীয়ং (প্রধান আশ্বাসের বিষয়) অস্তি (আছে) [যৎ—যে] চৈতন্যনাম (চৈতন্যের

নাম) কলয়ন্ (গ্রহণ করিতে করিতে) কদাপি (কখনও) ন শোচ্যঃ (শোকের বিষয় থাকে না) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ। হায়! হায়! আমার এই অত্যন্ত ঊষর হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেম-ভক্তির অঙ্কুর অর্থাৎ স্থায়িভাব বা রতি কি প্রকারে হইবে? আশা হয় না! তবে, একমাত্র পরম ভরসা এই যে, শ্রীচৈতন্যের নাম গ্রহণ করিলে কাহারও কখনও কোনও শোকের বিষয় থাকে না ॥ ৫৩ ॥

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় শ্রীচৈতন্য—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়। [হে] চৈতন্যচন্দ্র! সংসার-দুঃখ-জলধৌ পতিতস্য (সংসার রূপ দুঃখসমুদ্রে নিপতিত) কাম-ক্রোধাদি-নক্র-মকরৈঃ কবলী-কৃতস্য (কাম-ক্রোধরূপ কুম্ভীর ও মকরাদি দ্বারা গ্রস্ত) দুর্ব্বাসনা-নিগড়ি-তস্য (দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে-নিবদ্ধ) নিরাশ্রয়স্য (অবলম্বনহীন) মম (আমাকে) পদাবলম্বনং দেহি (পদাশ্রয় প্রদান কর) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। হে চৈতন্যচন্দ্র, আমি সংসার-দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনার দৃঢ়শৃঙ্খলে আমার হস্তপদাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বন-হীন; কামক্রোধাদি-নক্রমকর-সমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে; (হে প্রভো! এরূপ সঙ্কটে) তোমার পদতরণীতে আশ্রয় প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫৪ ॥

দেবদুর্ল্লভা ভক্তিপদবী গৌরকৃপায় পামরগণেরও লভ্যা—

মৃগ্যাপি সা শিবশুকোদ্ধবনারদাদ্যৈ-
রাশ্চর্য্যভক্তিপদবী ন দবীয়সী নঃ।
দুর্ব্বোধ-বৈভবপতে ময়ি পামরেঽপি
চৈতন্যচন্দ্র যদি তে করুণাকটাক্ষঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়। [হে] দুর্ব্বোধ-বৈভবপতে চৈতন্যচন্দ্র (দুজ্ঞেয় শক্তির অধীশ্বর চৈতন্যচন্দ্র) পামরে অপি ময়ি (পামর আমার প্রতিও) যদি তে (যদি তোমার) করুণাকটাক্ষঃ (কৃপাকটাক্ষ) [স্যাৎ] [তদা] শিবশুকোদ্ধবনারদাদ্যৈঃ অপি (শিব, শুক, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি মহাত্মগণের দ্বারাও) মৃগ্যা (অন্বেষণীয়া) সা আশ্চর্য্যভক্তিপদবী (সেই আশ্চর্য্য ভক্তিপদবী) নঃ (আমাদের) ন দবীয়সী (দূরবর্ত্তিনী হইবেন না) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি অচিন্ত্য বৈভবের অধীশ্বর ; মাদৃশ পামরজনের প্রতিও যদি তুমি কৃপাকটাক্ষপাত কর, তবে আমাদের পক্ষেও শিব-শুক-নারদ-উদ্ধবাদি মহাত্মগণেরও অন্বেষণীয়া সেই পরমাশ্চর্য্য উজ্জ্বল-ভক্তিপদবী দূরবর্ত্তিনী হইবেন না ॥ ৫৫ ॥

অমন্দোদয়দয়া গৌরহরি ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব—

ক্ব সা নিরঙ্কুশকৃপা ক তদ্বৈভবমদ্ভুতম্।
ক্ব সা বৎসলতা শৌরে গৌরে যাদৃক্ তবাত্মনি ॥৫৬॥

অন্বয়। [হে] শৌরে (শূরবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ) তব গৌরে আত্মনি (তোমার গৌর কলেবরে) যাদৃক (যে প্রকার) নিরঙ্কুশকৃপা (অহৈতুকী কৃপা,) সা ক্ব (সেই কৃপা আর অন্যত্র কোথায়)? তৎ অদ্ভুতং বৈভবং ক্ব (সেই পরমাশ্চর্য্যময়-বৈভবই বা আর কোথায়)? সা বৎসলতা [চ] ক্ব (সেই বাৎসল্যভাবই বা অন্যত্র কোথায়)? ৫৬ ॥

অনুবাদ। হে শূরবংশপ্রদীপ কৃষ্ণ, তোমার গৌরকলেবরে যাদৃশী অহৈতুকীকৃপা, সেরূপ অন্যত্র আর কোথায়? যেরূপ সর্ব্বলোকবিস্ময় বৈভব, সেরূপই বা অন্যত্র কোথায়? যেরূপ ভক্তবৎসলতা, সেরূপই বা আর কোথায়? ৫৬ ॥

সপ্তম বিভাগ

উপাস্য-নিষ্ঠা

(৫৭—৭৯ শ্লোক)

অন্যোপাস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিগূঢ় গৌরহরিই সকলের আশ্রয়ণীয়—

স্বতেজসা কৃষ্ণপদারবিন্দমহারসাবেশিতবিশ্বমীশম্।
কমপ্যশেষ শ্রুতিগূঢ়বেশং গৌরাঙ্গমঙ্গীকুরু মূঢ়চেতঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়। [হে] মূঢ়চেতঃ (মূঢ়চিত্ত) স্ব-তেজসা (নিজপ্রভাবে) কৃষ্ণপদারবিন্দ-মহারসাবেশিত-বিশ্বং (স্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের উন্নতোজ্জ্বলরসদ্বারা বিশ্বকে যিনি অনুরাগী করিয়াছেন, তাঁহাকে) অশেষ-শ্রুতি-গূঢ়-বেশং (অশেষ শ্রুতিগণের মধ্যে যিনি গূঢ় অর্থাৎ ছন্নভাবে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহাকে) কং অপি ঈশং গৌরাঙ্গং (সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বর গৌরহরিকে) অঙ্গীকুরু (অঙ্গীকার কর অর্থাৎ তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় কর) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। হে মূঢ়মতে,—যিনি নিজপ্রভাবে স্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পদ্মের পরম প্রেমরসে বিশ্বসংসারকে অনুরক্ত করিয়াছেন, যিনি অশেষ-শ্রুতিগণের মধ্যে ছন্নভাবে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন অর্থাৎ যিনি বেদগুহ্য, তুমি সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরেরই পাদপদ্ম আশ্রয় কর ॥৫৭

বৈধভাবোত্থ কৃষ্ণপ্রেম অপেক্ষা গৌরপ্রদত্ত রসরহস্যের
অধিক চমৎকারিতা—

শ্রবণ-মনন-সঙ্কীর্ত্ত্যাদিভক্ত্যা মুরারে-
র্যদি পরমপুমর্থং সাধয়েৎ কোঽপি ভদ্রম্।
মম তু পরমপারপ্রেমপীযূষসিন্ধোঃ
কিমপি রসরহস্যং গৌরধাম্নোনমস্যম্ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়। যদি কঃ অপি (যদি কেহ) মুরারেঃ (মুরারির) শ্রবণ-মনন-সঙ্কীর্ত্ত্যাদি-ভক্ত্যা (শ্রবণ-মননাদি নববিধ সাধনভক্তি দ্বারা) পরম-পুমর্থং (পরমপুরুষার্থ প্রেম) সাধয়েৎ (সাধনা করেন), [তর্হি—তাহা হইলে] ভদ্রং (ভালই, করুন্) মম তু (আমার কিন্তু) অপারপ্রেম-পীযূষ-সিন্ধোঃ গৌরধাম্নঃ (অপার-প্রেম-সুধা-সিন্ধুস্বরূপ গৌরকান্তি-বিশিষ্ট শ্রীহরির) কিমপি রসরহস্যং (ভক্তিরসে যে কিছু রহস্য অর্থাৎ প্রেমবস্তু আছে, তাহা) পরং নমস্যং (একমাত্র ভজনীয়) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ। যদি কেহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগে মুরারির আরাধনা করিয়া পরমপুরুষার্থ সাধন করেন, তাহা তিনি করুন্। আমার কিন্তু, সেই অপার-প্রেম-পীযূষ-সিন্ধু গৌরকান্তি শ্রীহরির ভক্তিরসে যে কিছু নিগূঢ় প্রেমবস্তু নিহিত আছে, তাহাই একমাত্র ভজনীয় ॥ ৫৮ ॥

একান্ত কৃষ্ণভক্তেরও অলভ্য রাধাকৃষ্ণে নিগূঢ়প্রেম
চৈতন্যচরণাশ্রয়েই লভ্য—

ঈশং ভজন্তু পুরুষার্থচতুষ্টয়াশা
দাসা ভবন্তু চ বিহায় হরেরুপাস্যান্।
কিঞ্চিদ্রহস্যপদলোভিতধীরহন্তু
চৈতন্যচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়। পুরুষার্থ-চতুষ্টয়াশাঃ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের আকাঙ্ক্ষা যাহাদের, তাহাদের কেহ কেহ) ঈশং (পরমেশ্বরকে) ভজন্তু (ভজনা করুন্) [অন্যান্] উপাস্যান্ (অন্য উপাস্যবস্তুকে) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) হরেঃ দাসাঃ চ ভবন্তু (হরির একান্ত দাসই হউন্) ; অহং তু (আমি কিন্তু) কিঞ্চিৎ রহস্য-পদ-লোভিতধীঃ [সন্] (কিছু অতি দুর্লভ রাধাকৃষ্ণের নিগূঢ়-প্রেমরসাস্বাদন-বিষয়ে লুব্ধচিত্ত হইয়া) চৈতন্যচন্দ্র-চরণং শরণং করোমি (চৈতন্যচন্দ্র-চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের আশায় কেহ জগদীশ্বরের আরাধনা করেন, করুন্ ; অথবা অন্যান্য উপাস্যসকলকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিরই একান্ত দাস হ'ন, হউন্। আমি কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে কিছু অতি দুর্ল্লভ, অতি-গূঢ় প্রেমরস, তাহারই আস্বাদনে লুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৫৯ ॥

দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্মাদি অপহরণকারী শ্রীগৌরহরি—

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততির্লৌকিকী বৈদিকী যা
যা বা লজ্জাপ্রহসনসমুদ্গাননাট্যোৎসবেষু।
যে বাভূবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থধর্ম্মা
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্যঃ ॥৬০॥

অন্বয়। লৌকিকী-বৈদিকী-নিষ্ঠাং প্রাপ্তা যা ব্যবহৃতিততিঃ (নিষ্ঠাপ্রাপ্ত লৌকিকী ও বৈদিকী যে ব্যবহারশ্রেণী) প্রহসনসমুদ্গান-নাট্যোৎসবেষু যা বা লজ্জা (প্রহসন, উচ্চৈঃস্বরে-কীর্ত্তন, নাট্য ও উৎসব প্রভৃতিতে যে লজ্জা) অহহ (অহো), যে বা সহজপ্রাণদেহার্থধর্ম্মাঃ (প্রাণ ও দেহের নিমিত্তভূত স্বাভাবিক যে সকল ধর্ম্ম) অভূবন্ (ছিল), কঃ অপি তীব্রবীর্য্যঃ গৌরঃ চৌরঃ (অতিশয় প্রভাববান্ গৌরবিগ্রহধারী কোন চোর) মে সকলং অহরৎ (আমার এই সকলই অপহরণ করিয়াছেন) ॥৬০॥

অনুবাদ। লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ব্যবহারে আমার নিষ্ঠা, উচ্চহাস্য, উচ্চকীর্ত্তন ও নৃত্যাদি-উৎসবে যে যে লজ্জা এবং প্রাণ ও দেহের নিমিত্তভূত স্বাভাবিক যে সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, কোনও এক অমিতপ্রভাব গৌরবিগ্রহধারী চোর আমার সে সকলই অপহরণ করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

বলপূর্ব্বক চিত্তকে স্বীয়পাদপদ্মে নিয়োগকারী শ্রীগৌরহরি—

সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলরসময়প্রেমপীযূষসিন্ধোঃ
কোটিং বর্ষন্ কিমপি করুণাস্নিগ্ধনেত্রাঞ্চলেন।
কোঽয়ং দেবঃ কনককদলীগর্ত্তগৌরাঙ্গযষ্টি-
শ্চেতোঽকস্মান্মম নিজপদে গাঢ়যুক্তং চকার ॥ ৬১ ॥

অন্বয়। করুণাস্নিগ্ধনেত্রাঞ্চলেন (করুণাস্নিগ্ধ নেত্রপ্রান্ত দ্বারা) সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলরসময়প্রেমপীযূষসিন্ধোঃ (সান্দ্র অর্থাৎ গাঢ় আনন্দ যাহাতে এইরূপ উজ্জ্বল অর্থাৎ নবনবায়মান রসাত্মক প্রেমসুধা-সমুদ্রের) কিমপি (অনির্ব্বচনীয়) কোটিং বর্ষন্ (কোটিকে বর্ষণ করিতে করিতে) কঃ অয়ং (কে এই) কনককদলীগর্ত্তগৌরাঙ্গযষ্টিঃ দেবঃ (কনক-কদলীর গর্ত্তের ন্যায় গৌরবর্ণ সুচারু ও কমনীয় অঙ্গবিশিষ্ট লীলাময় পুরুষ) অকস্মাৎ (হঠাৎ) মম চেতঃ (আমার চিত্ত) নিজপদে (অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণে) গাঢ়যুক্তং চকার (গাঢ়রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ। করুণাস্নিগ্ধ নয়ন-প্রান্ত হইতে নিবিড়-আনন্দোজ্জ্বল-রসময় প্রেম-পীযূষ-পয়োধিকোটি বর্ষণ করিতে করিতে কনক-কদলী-গর্ত্তের ন্যায় গৌরবর্ণ দেহধারী অনির্ব্বচনীয় কোন্ লীলাময় পুরুষ, অকস্মাৎ আমার চিত্তকে তদীয় চরণারবিন্দে গাঢ়নিবিষ্ট করিলেন? ৬১ ॥

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তিপীঠ নবদ্বীপের মাহাত্ম্য—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে ॥ ৬২ ॥

অন্বয়। যত্র (যে স্থানে) দ্রুতকনকগৌরঃ (গলিত-কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ) মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ (মহাভাবরূপ শৃঙ্গাররসময় কলেবর-বিশিষ্ট) দেবঃ (লীলাময় ভগবান্) করুণয়া (কৃপাপূর্ব্বক) স্বয়ং প্রাদুরভবৎ (স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন) তস্মিন্ (সেই) প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে (প্রেমভক্তিদেবীর উৎসবপূর্ণ প্রতিগৃহবিশিষ্ট), বৈকুণ্ঠাৎ অপি চ মধুরে ধাম্নি নবদ্বীপে (বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও মাধুর্য্যময় ধাম নবদ্বীপে) মে মনঃ (আমার মন) রমতে (বিহার করিতেছে) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ। গলিত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরকান্তি, মহাভাবরূপ-শৃঙ্গার-রসবিগ্রহ লীলাময় ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং যথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যথায় প্রত্যেক ভবন প্রেমভক্তিদেবীর উৎসবে পূর্ণ, যাহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক মাধুর্য্যময়, সেই নবদ্বীপধামে আমার মন বিহার করিতেছে ॥ ৬২ ॥

গৌরপাদপদ্মে নিষ্ঠা—

যত্তদ্বদন্তু শাস্ত্রাণি যত্তদ্ব্যাখ্যান্তু তার্কিকাঃ।
জীবনং মম চৈতন্যপাদাম্ভোজসুধৈব তু ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়। শাস্ত্রাণি (শাস্ত্রসমূহ) যৎ তৎ বদন্তু (যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুন্), তার্কিকাঃ চ (তার্কিকগণ) যৎ তৎ ব্যাখ্যান্তু (যাহা ইচ্ছা তাহা ব্যাখ্যা করুন্) তু (কিন্তু) চৈতন্যপাদাম্ভোজসুধা এব (চৈতন্যপাদপদ্মসুধাই) মম জীবনং (আমার জীবন) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ। শাস্ত্রসকল যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলুন্, তার্কিক পণ্ডিতগণও তাঁহাদের যথেচ্ছ-ব্যাখ্যা করুন্; কিন্তু একমাত্র শ্রীচৈতন্য-চরণাব্জ-সুধাই আমার জীবন ॥ ৬৩ ॥

গৌরপাদপদ্মে গাঢ় অনুরাগ—

পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্ল্লভাঃ
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকী ভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ সুরাঃ।
কিমন্যদিদমেব বা যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপু-
স্তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রান্মনঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়। দুর্ল্লভাঃ সিদ্ধয়ঃ [অপি] (অত্যন্ত দুর্ল্লভ সিদ্ধিসকলও) যদি করতলে স্বয়ং পতন্তি (যদি হস্তে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়) সুরাঃ (দেবতাগণ) সেবকী ভবিতুং (কিঙ্কর হইবার জন্য) যদি স্বয়ং চ আগতাঃ স্যুঃ (যদি স্বয়ংও আগমন করেন), কিং অন্যৎ (অধিক কি) যদি বা ইদমেব বপুঃ (যদি বা এই দেহই) চতুর্ভুজং স্যাৎ (চতুর্ভুজ অর্থাৎ সারূপ্য-মুক্তিও যদি লাভ হয়), তথাপি মম মনঃ (তথাপি আমার মন) গৌরচন্দ্রাৎ (গৌরচন্দ্র হইতে) মনাক্ নো চলতি (কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইবে না) ॥৬৪॥

অনুবাদ। অণিমাদি অতি-দুর্ল্লভ সিদ্ধিসকলও যদি স্বয়ং আসিয়া হস্তামলক হয়, যদি সমস্ত দেবতাগণ দাসত্ব করিবার জন্য স্বয়ংও আসিয়া উপস্থিত হন্; অধিক কি, যদি বা আমার এই দেহই চতুর্ভুজ হয়, তথাপি আমার চিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবে **না** ॥ ৬৪ ॥

গৌরবিমুখ অসুরগণের সঙ্গ-পরিত্যাগ—

বাসো মে বরমস্তু ঘোরদহনজ্বালাবলীপঞ্জরে
শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দবিমুখৈর্মা কুত্রচিৎ সঙ্গমঃ।
বৈকুণ্ঠাদিপদং স্বয়ঞ্চ মিলিতং নো মে মনো লিপ্সতে
পাদাম্ভোজরজশ্ছটা যদি মনাক্ গৌরস্য নো রস্যতে ॥৬৫॥

অন্বয়। ঘোরদহনজ্বালাবলীপঞ্জরে (ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখারাশির পিঞ্জরে) বরং মে বাসঃ অস্তু (বরং আমার বাস হউক্) [কিন্তু—তথাপি] শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দবিমুখৈঃ (চৈতন্য-পাদপদ্ম-বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত) কুত্রচিৎ (কোন কালেও) সঙ্গমঃ (মিলন) মা (না) [অস্তু—হউক্]। যদি গৌরস্য পাদাম্ভোজরজশ্ছটা (যদি চৈতন্য-পাদপদ্ম-পরাগের ছটা) মনাক্ (কিঞ্চিন্মাত্র) নো রস্যতে (আস্বাদন করিতে না পায়) [তদা—তাহা হইলে] মে মনঃ (আমার মন) স্বয়ং মিলিতং বৈকুণ্ঠাদি পদং চ (সাধনাদি বিনা স্বয়ং-লব্ধ বৈকুণ্ঠাদি স্থানও) নো লিপ্সতে (পাইতে ইচ্ছা করে না)॥

অনুবাদ। ভয়ঙ্কর অগ্নি-জ্বালা-পূর্ণ পিঞ্জরেও যদি আমাকে বাস করিতে হয়, তবে তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু কোনকালেও যেন আমার শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দ-বিমুখ-জনের সঙ্গ না হয়। যদি শ্রীগৌর-পাদ-পদ্ম-পরাগ-রাগের ছটার কিঞ্চিন্মাত্রও আস্বাদন না পায়, তবে আমার চিত্ত সাধনাদি বিনা স্বয়ং-আগত বৈকুণ্ঠাদি-পদও অভিলাষ করে না ॥ ৬৫ ॥

গৌরপাদপদ্ম-ব্যতীত ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি অতিতুচ্ছ—

আস্তাং নাম মহান্ মহানিতি বরং সর্ব্বক্ষমামণ্ডলে
লোকে বা প্রকটাস্তু নাম মহতী সিদ্ধিশ্চমৎকারিণী।
কামং চারুচতুর্ভুজত্বময়তামারাধ্য বিশ্বেশ্বরং
চেতো মে বহুমন্যতে নহি নহি শ্রীগৌরভক্তিং বিনা ॥৬৬॥

অন্বয়। সর্ব্বক্ষমামণ্ডলে (সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলে) মহান্ মহান্ ইতি বরং ('ইনি মহদ্ ব্যক্তি', 'ইনি মহদ্ ব্যক্তি' এরূপ খ্যাতি) আস্তাং (হউক্) নাম (সম্ভাবনার্থ অব্যয়) বা (অথবা) লোকে (ভূতলে) মহতী (চিরকাল-স্থায়িনী) চমৎকারিণী সিদ্ধি (অলৌকিকী সিদ্ধি) প্রকটা অস্তু (আবির্ভূতা হউক্) নাম (সম্ভাবনার্থ অব্যয়) [কিম্বা] বিশ্বেশ্বরং (বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুকে) আরাধ্য (আরাধনা করিয়া) কামং (স্বাভীষ্ট) চারুচতুর্ভুজত্বং (কমনীয়

চতুর্ভুজত্ব) অয়তাং (প্রাপ্তি হউক্), [কিন্তু] শ্রীগৌরভক্তিং বিনা (শ্রীগৌর-ভক্তি ব্যতীত) মে চেতঃ (আমার চিত্ত) [পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং] ন হি বহুমন্যতে ন হি (ঐসকল নিশ্চয়ই বহুমানন করে না, নিশ্চয়ই বহুমানন করে না)॥

অনুবাদ। সমগ্র পৃথ্বীমণ্ডলে 'মহৎ' 'মহৎ' বলিয়াই আমার খ্যাতি হউক্, অথবা ভূতলে চিরস্থায়িনী অলৌকিকী সিদ্ধিই আবির্ভূতা হউক্, কিম্বা বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া স্বাভীষ্ট কমনীয় চতুর্ভুজত্বই লাভ হউক্, কিন্তু গৌরভক্তি ব্যতীত আমার মন কখনই ঐ সকলকে বহুমানন করে না, কখনই বহুমানন করে না॥ ৬৬॥

গৌরভক্তের প্রার্থনা—

চৈতন্যেতি কৃপাময়েতি পরমোদারেতি নানাবিধ-
প্রেমাবেশিত-সর্ব্বভূতহৃদয়েত্যাশ্চর্য্যধামন্নিতি।
গৌরাঙ্গেতি গুণার্ণবেতি রসরূপেতি স্বনামপ্রিয়ে-
ত্যশ্রান্তং মম জল্পতো জনিরিয়ং যায়াদিতি প্রার্থয়ে॥৬৭॥

অন্বয়। [হে] চৈতন্য ইতি ('চৈতন্য'-শব্দে সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ অথবা যিনি সর্ব্বভূত-চিত্ত আকর্ষণ করেন, হে তথাভূত চৈতন্য) [হে] কৃপাময় ইতি (হে দয়াময়) [হে] পরমোদার ইতি (হে মহাবদান্য) [হে] নানাবিধপ্রেমাবেশিত-সর্ব্বভূতহৃদয় ইতি (নানাবিধ প্রেমে—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমে আবেশিত হইয়াছে সর্ব্বভূতের হৃদয় যৎ কর্ত্তৃক হে তথাভূত) [হে] আশ্চর্য্যধামন্ ইতি (হে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় পরম-চমৎকার কান্তিধারিন্) [হে] গৌরাঙ্গ ইতি (হে গৌরসুন্দর) [হে] গুণার্ণব ইতি (হে কল্যাণগুণ-বারিধে) [হে] রসরূপ ইতি (হে বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ) [হে] স্বনামপ্রিয় ইতি (হে স্বনামপ্রিয় এইরূপ) অশ্রান্তং জল্পতঃ (নিরন্তর কীর্ত্তন করিতে করিতে) মম ইয়ং জনিঃ (আমার এই জন্ম) যায়াৎ (যাউক্) ইতি প্রার্থয়ে (এই মাত্র প্রার্থনা করি)॥ ৬৭॥

অনুবাদ। 'হে সর্ব্বভূতচিত্তাকর্ষক,' 'হে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ চৈতন্যচন্দ্র,' 'হে দয়ানিধে,' 'হে মহাবদান্য,' 'হে নানাবিধ-প্রেমাবেশিত-সর্ব্বভূতহৃদয়,' (অর্থাৎ যিনি দাস্যসখ্যাদি বিবিধ প্রেমে সর্ব্বভূত-হৃদয়কে আবিষ্ট করেন), 'হে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় পরম চমৎকার-কান্তিধারিন্,' 'হে গৌরতনু শ্রীহরি,' 'হে কল্যাণগুণ-বারিধে,' 'হে বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ,' 'হে স্বনামপ্রিয়,'—এইরূপ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আমার এই জন্ম অতিবাহিত হউক্, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা ॥ ৬৭ ॥

গৌরভক্তি বিনা রাধা-রতি অসম্ভব—

কদা শৌরে গৌরে বপুষি পরমপ্রেমরসদে
সদেকপ্রাণে নিষ্কপটকৃতভাবোঽস্মি ভবিতা।
কদা বা তস্যালৌকিকসদনুমানেন মম হৃদ্য-
কস্মাৎ শ্রীরাধাপদনখমণিজ্যোতিরুদগাৎ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়। [হে] শৌরে, (হে কৃষ্ণ,) [তব—তোমার] পরম-প্রেমরসদে (পরম—অত্যুৎকৃষ্ট, প্রেমরসদ—প্রেমরসপ্রদাতা অর্থাৎ উন্নত উজ্জ্বল প্রেমরসপ্রদ) সদেকপ্রাণে (রসিক ভক্তগণের একমাত্র প্রাণস্বরূপ) গৌরে বপুষি (গৌর-কলেবরে) কদা (কখন) নিষ্কপটকৃতভাবঃ (কপটতা-রহিত ভাব) ভবিতা অস্মি (হইবে) কদা বা (কখনই বা) তস্য (সেই নিষ্কপটভাবের) অলৌকিক সদনুমানেন (অলৌকিক—প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগোচর,সদনুমানেন—যথার্থানুমান দ্বারা অর্থাৎ যে স্থানে শ্রীরাধাপদ-নখ-মণি-জ্যোতিঃ উদিত হইয়াছেন, সেই স্থানেই গৌরহরিবিষয়ক ভাব আছে, এই অনুমানদ্বারা) মম হৃদি (আমার হৃদয়ে) অকস্মাৎ (হঠাৎ) শ্রীরাধাপদ-নখমণি-জ্যোতিঃ (শ্রীরাধার পাদপদ্মে যে নখরূপ মণি তাহার জ্যোতিঃ) উদগাৎ (উদয় হইবে ; "কদা" শব্দযোগে ভবিষ্যৎকালে অদ্যতনী প্রত্যয়) ॥

অনুবাদ। হে শূরবংশাবতংস কৃষ্ণ, উন্নত-উজ্জ্বল-প্রেমরস-প্রদাতা রসিকভক্তগণের একমাত্র প্রাণস্বরূপ তোমার গৌরকলেবরে কবে আমার নিষ্কপট রতি হইবে? কবেই বা সেই নিষ্কপট-রতির অধোক্ষজ যাথার্থ্যানুভূতি দ্বারা শ্রীরাধিকার পদনখমণির জ্যোতিঃ অকস্মাৎ আমার হৃদয়ে উদিত হইবে? ৬৮ ॥

শ্রীচৈতন্যের ধ্যান—

উদ্দামদামনকদামগণাভিরাম-
মারামরামমবিরামগৃহীতনাম।
কারুণ্যধামকনকোজ্জ্বলগৌরধাম
চৈতন্যনাম পরমং কলয়াম ধাম ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়। উদ্দামদামনকদাম (প্রফুল্ল 'দামনক' পুষ্পের মাল ধারণ করিয়াছেন যিনি তাঁহাকে অর্থাৎ যিনি প্রফুল্ল 'দামনক' পুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছেন) গণাভিরামং (গণান—জনসমূহকে, অভিতঃ—সর্ব্বতোভাবে, রময়তি—আনন্দ প্রদান করেন অর্থাৎ যিনি জনসমূহকে সর্ব্বতোভাবে আনন্দ প্রদান করেন) আরামরামং (যিনি নির্জ্জনস্থানে থাকিয়া আত্মসুখ অনুভব করেন) অবিরামগৃহীতনাম (যিনি নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন করেন), কারুণ্যধাম (করুণার আধার) কনকোজ্জ্বলগৌরধাম (কনকের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ) চৈতন্যনাম পরমং ধাম (চৈতন্যনামক পরমধাম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়কে) [বয়ং—আমরা] কলয়ামঃ (ধ্যান করি) ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ। প্রফুল্ল-দমনক-কুসুমমালা-সুশোভিত, জনসমূহেরপূর্ণানন্দদায়ক, করুণার আধার, কনকের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরকান্তি 'চৈতন্য'-নামক পরমধাম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়কে আমরা ধ্যান করি ॥ ৬৯ ॥

শ্রীনীলাচলস্থিত মহাভাবমগ্ন গৌরহরির ধ্যান—

সদা রঙ্গে নীলাচলশিখরশৃঙ্গে বিলসতো
হরেরেব ভ্রাজন্মুখকমলভৃঙ্গেক্ষণযুগম্ ।
সমুত্তুঙ্গপ্রেমোন্মদরসতরঙ্গং মৃগদৃশা-
মনঙ্গং গৌরাঙ্গং স্মরতু গতসঙ্গং মম মনঃ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়। মম মনঃ (আমার মন) রঙ্গে নীলাচলশিখরশৃঙ্গে (উৎসব-পূর্ণ নীলাচলের শিখরদেশে) সদা (সর্ব্বদা) বিলসতঃ হরেরেব (বিলাসকারী শ্রীজগন্নাথদেবের একমাত্র) ভ্রাজন্মুখকমলভৃঙ্গেক্ষণযুগং ('ভ্রাজৎ'—দেদীপ্য-মান, 'মুখকমলং'—মুখপদ্ম, 'তস্মিন্'—তাহাতে, ভৃঙ্গরূপং—'ভৃঙ্গরূপ', 'ঈক্ষণযুগং'—নেত্রযুগল, 'যস্য'—যাঁহার, তাঁহাকে অর্থাৎ দেদীপ্যমান মুখকমলে যাঁহার নেত্রযুগল ভৃঙ্গস্বরূপ হইয়াছে তাঁহাকে), সমুত্তুঙ্গপ্রেমো-ন্মদরসতরঙ্গং (মহাভাবরূপ পরমমহান্ প্রেমোত্থ-হর্ষ-গর্ব্বাদি রসতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে যাঁহার,তাঁহাকে অর্থাৎ যাঁহার মহাভাবরূপ পরমমহান্ প্রেমে হর্ষগর্ব্বাদি রসতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে), মৃগদৃশামনঙ্গং (মৃগাক্ষি-রমণীগণের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ কন্দর্পস্বরূপ) গতসঙ্গং (পরমবিরক্ত) গৌরাঙ্গং (গৌরাঙ্গকে) স্মরতু (স্মরণ করুক্) ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ। উৎসবপূর্ণ নীলাচল-শিখর-দেশে অনুক্ষণ লীলা-বিলাস-রত জগন্নাথদেবের সুদীপ্ত বদন-কমলে যাঁহার নেত্রযুগল ভৃঙ্গরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, মহাভাবরূপ পরমমহান্ প্রেমে যাঁহার হর্ষ-গর্ব্বাদি রসতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, এবং যিনি সৌন্দর্য্যে মৃগনয়নী যুবতীদিগের সম্বন্ধে কন্দর্পস্বরূপ, সেই পরমবিরক্ত (অর্থাৎ স্ত্রীদর্শন প্রভৃতি সম্ভোগরসে অত্যন্ত বিরক্ত আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী) শ্রীগৌরসুন্দরকে আমার মন স্মরণ করুক্ ॥ ৭০ ॥

উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবযুক্ত গৌরহরির স্মরণ—

অলঙ্কারঃ পঙ্কেরুহনয়ননিঃস্যন্দিপয়সাং
পৃষদ্ভিঃ সন্মুক্তাফলসুললিতৈর্যস্য বপুষি।
উদঞ্চদ্রোমাঞ্চৈরপি চ পরমা যস্য সুষমা
তমালম্বে গৌরং হরিমরুণরোচিষ্ণুবসনম্ ॥ ৭১ ॥

অন্বয়। অরুণরোচিষ্ণুবসনং (অরুণবর্ণ বসন যাঁহার তাঁহাকে), পঙ্কেরুহনয়ননিঃস্যন্দিপয়সাং সন্মুক্তাফলসুললিতৈঃ পৃষদ্ভিঃ (পদ্মের ন্যায় নয়নযুগল হইতে বিগলিত অতি মনোহর মুক্তাফলসদৃশ অশ্রুবিন্দু দ্বারা), যস্য বপুষি অলঙ্কারঃ (যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অলঙ্কৃত হইয়াছে), উদঞ্চদ্রোমাঞ্চৈরপি চ (উদঞ্চৎ—উদ্গত হইতেছে যে রোমাঞ্চ অর্থাৎ প্রেমোদ্গত রোমাঞ্চ প্রভৃতি উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবদ্বারাও যাঁহার অঙ্গের শোভা সম্পাদিত হইতেছে), তং (সেই) গৌরং (গৌরবর্ণ) হরিং (শ্রীহরিকে) আলম্বে (আশ্রয় করি) ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ। যাঁহার বসন অরুণবর্ণ, নয়নপদ্ম-বিনিঃসৃত মুক্তাফলসদৃশ মনোহর অশ্রুবিন্দু যাঁহার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে এবং মহাভাবোত্থ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবসমূহও যাঁহার অঙ্গের শোভা সম্পাদন করিতেছে, সেই গৌরাঙ্গ শ্রীহরিকে আশ্রয় করি ॥ ৭১ ॥

গৌরহরির সৌন্দর্য্য, পাবনত্ব, শীতলত্ব ও মাধুর্য্য-দাতৃত্ব—

কন্দর্পাদপি সুন্দরঃ সুরসরিৎপূরাদহোপাবনঃ
শীতাংশোরপি শীতলঃ সুমধুরোমাধ্বীকসারাদপি।
দাতা কল্পমহীরুহাদপি মহাস্নিগ্ধো জনন্যা অপি
প্রেম্না গৌরহরিঃ কদা নু হৃদি মে ধ্যাতঃ পদং ধাস্যতি ॥৭২॥

অন্বয়। কন্দর্পাদপি সুন্দরঃ (ক—ব্রহ্মা, তাঁহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারে যে অর্থাৎ ব্রহ্মার সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যরূপ দর্পকেও খর্ব্ব করিতে

পারে যে কন্দর্প, তাহা হইতেও সুন্দর ; প্রাকৃত কন্দর্প বা মদন উদ্বেগ ও মোহ উৎপাদন করে ; কিন্তু গৌরহরির সৌন্দর্য্য উদ্বেগ ও মোহ বিনাশ করিয়া পরম প্রেমানন্দসুখ অনুভব করায়) অহো, (আশ্চর্য্যসূচক) সুরসরিৎপূরাৎ পাবনঃ ('সুরসরিৎ'-শব্দে গঙ্গা, সর্ব্বপাবনশ্রেষ্ঠা গঙ্গা, তাঁহার 'পূর' অর্থাৎ প্রবাহ হইতেও পাবন যিনি ; গঙ্গাপ্রবাহ পাপসমূহ বিনাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাপহৃদয়কে শোধন করিতে পারেন না ; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর হৃদয় শোধন করিয়া তাহাতে পরমপ্রেমপ্রবাহ উদয় করান্—এইজন্য গঙ্গাপ্রবাহ হইতেও তাঁহার পরম পবিত্রতা ও চমৎকারিতা) শীতাংশোরপি শীতলঃ (শীত অর্থাৎ সুস্নিগ্ধ অংশু যাহার—সেই চন্দ্র হইতেও শীতল যিনি ; চন্দ্র বাহিরের তমঃ ও তাপাদি বিনাশ করিতে সমর্থ ; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর জীবের কোটি-কোটি জন্মের অবিদ্যা-অন্ধকাররূপ অন্তঃকরণের তমোরাশি এবং ক্লেশতাপ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয়া চিত্তকে প্রেমানন্দের সুস্নিগ্ধ কিরণে প্লাবিত করিয়া দেন) মাধ্বীকসারাদপি সুমধুরঃ (মাধ্বীকসার অর্থাৎ অমৃত, তাহা হইতেও সুমধুর যিনি ; অমৃত-মাধুর্য্য দেবতারাই অনুভব করিতে পারেন এবং তাহা আস্বাদনের ফলস্বরূপ ঐ সকল দেবতার প্রাকৃত গর্ব্ব ও মৎসরাদির উৎপত্তি হয় ; কিন্তু গৌরমাধুর্য্য দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ, তাহা আস্বাদনের ফলে প্রাকৃত গর্ব্ব-মৎসরাদি সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইয়া প্রেমানন্দের আবির্ভাব হয়), কল্পমহীরুহাদপি দাতা (কল্পবৃক্ষ হইতেও দাতা যিনি ; কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে প্রার্থিত ব্যক্তিকে উহা ফল প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর এতদূর মহাবদান্য যে, তিনি অযোগ্য ও অযাচক ব্যক্তিকেও যাচক হইয়া প্রেমাদি সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন), জনন্যাঃ অপি মহাস্নিগ্ধঃ (জননী হইতেও মহাস্নেহবান্ ; জননীর স্নেহ ভাবিকালে বিষময় ফল উৎপাদন করে, যেহেতু উহা নশ্বর দেহাদির প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহ জীবের আত্মায়

বর্ধিত হয় বলিয়া জীব সেই স্নেহ-সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরমপ্রেমানন্দ লাভের অধিকারী হন, আরও জননী কেবল নিজ অপত্যের প্রতিই স্নেহ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর প্রাণিমাত্রকে স্নেহরসে সিক্ত করেন) গৌর-হরিঃ ধ্যাতঃ সন্ (ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া) কদা নু (আর কবে) মে হৃদি (আমার হৃদয়ে) প্রেম্ণা (সস্নেহে) পদং ধাস্যতি (পদস্থাপন করিবেন) ? ৭২ ॥

অনুবাদ। কন্দর্প হইতেও সুন্দর, পতিতপাবনী গঙ্গার প্রবাহ হইতেও অধিক পবিত্র, চন্দ্র অপেক্ষাও সুস্নিগ্ধ, অমৃত হইতেও সুমধুর, কল্পবৃক্ষ হইতেও অতিবদান্য, জননী হইতেও স্নেহবান্ গৌরহরি ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া স্নেহের সহিত কবে আমার হৃদয়ে পদার্পণ করিবেন ?৭২॥

গৈরিক বসনধারী প্রেমপ্রদাতা গৌরহরির প্রতি প্রীতি—

পুঞ্জং পুঞ্জং মধুরমধুরপ্রেমমাধ্বীরসানাং
দত্বা দত্বা স্বয়মুরুদয়ো মোদয়ন্ বিশ্বমেতৎ ।
একো দেবঃ কটিতটমিলন্মঞ্জুমঞ্জিষ্ঠবাসা
ভাসানির্ভৎসিতনবতড়িৎকোটিরেব প্রিয়ো মে ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়। মধুর-মধুর-প্রেমমাধ্বীরসানাং (মধুর হইতেও সুমধুর প্রেমামৃত রসের) পুঞ্জং পুঞ্জং (রাশি রাশি) দত্বা দত্বা (পুনঃ পুনঃ প্রদান করিয়া) এতৎ বিশ্বং (এই বিশ্বকে) মোদয়ন্ (হর্ষপ্রদান করিতে করিতে) কটিতট-মিলন্মঞ্জুমঞ্জিষ্ঠবাসা (মিলন্মঞ্জু অতি মনোহর, মঞ্জিষ্ঠা—রক্তবর্ণ লতাবিশেষ, তদ্দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র যাঁহার তিনি অর্থাৎ কটিতটে মনোহর গৈরিক বসনধারী) ভাসানির্ভৎসিতনবতড়িৎকোটি (নিজ-কান্তিদ্বারা কোটি-কোটি বিদ্যুৎকেও যিনি তিরস্কার করিয়াছেন অর্থাৎ কোটি-কোটি বিদ্যুৎ-তিরস্কারী অঙ্গকান্তিযুক্ত) স্বয়ং উরুদয়ঃ (স্বয়ং

পরম দয়ালু) একঃ দেবঃ এব ('এক'—অদ্বয় বা অসমোর্দ্ধ, 'দেব'—লীলাপরায়ণ পুরুষ) মে প্রিয়ঃ [অস্তু] (আমার প্রিয় হউন্) ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ। যিনি মধুর হইতেও সুমধুর প্রেমামৃতরস রাশি রাশি পুনঃ পুনঃ প্রদান করিয়া এই বিশ্বকে আনন্দিত করিতেছেন, যিনি কটিদেশে অতিমনোহর গৈরিকবসন ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি কোটি-কোটি নবসৌদামিনীকেও তিরস্কার করিতেছে, সেই স্বয়ং পরমদয়ালু অদ্বয়চিল্লীলা-পরায়ণ পুরুষই আমার একমাত্র প্রিয় হউন্ ॥ ৭৩ ॥

গৌরহরির অনুপম রূপ ও গুণ—

কান্ত্যা নিন্দিতকোটিকোটিমদনঃ শ্রীমন্মুখেন্দুচ্ছটা-
বিচ্ছায়ীকৃতকোটিকোটিশরদুন্মীলত্তুষারচ্ছবিঃ।
ঔদার্য্যেণ চ কোটিকোটিগুণিতং কল্পদ্রুমং হ্যল্পয়ন্
গৌরো মে হৃদি কোটিকোটিজনুষাং ভাগ্যৈঃ পদং ধাস্যতি ॥

অন্বয়। কান্ত্যা (কমনীয়রূপ-লাবণ্যদ্বারা) নিন্দিতকোটিকোটিমদনঃ (যিনি কোটি-কোটি কন্দর্পকেও তিরস্কার করিতেছেন) শ্রীমন্মুখেন্দুচ্ছটাবিচ্ছায়ীকৃতকোটিকোটিশরদুন্মীলত্তুষারচ্ছবিঃ (শ্রীমন্মুখেন্দু—পরম শোভাময় মুখচন্দ্র, ছটা—কান্তি, তদ্দ্বারা বিচ্ছায়ীকৃত—মলিনীকৃত, কোটি কোটি শরৎকালীন উদীয়মান তুষারচ্ছবি—তুষার-ধবল চন্দ্র অর্থাৎ যাঁহার পরমশোভাময় চন্দ্রবদনের কান্তিদ্বারা কোটিকোটি শারদীয় চন্দ্রও মলিন হইতেছে) ঔদার্য্যেণ চ কোটিকোটিগুণিতং কল্পদ্রুমং হি অল্পয়ন্ (যাঁহার মহাবদান্যতায় কোটিসংখ্যক কল্পবৃক্ষও লঘুতা প্রাপ্ত হইতেছে) গৌরঃ (গৌরসুন্দর) কোটিকোটিজনুষাং (অসংখ্য জন্মের) ভাগ্যৈঃ (সুকৃতিফলে) মে হৃদি (আমার হৃদয়ে) পদং ধাস্যতি (পদার্পণ করিবেন) [কিং—কি]? ৭৪ ॥

অনুবাদ। যাঁহার কমনীয় রূপলাবণ্য দ্বারা কোটি-কোটি কন্দর্পও তিরস্কৃত হইতেছে, যাঁহার পরমশোভাময় মুখচন্দ্রের ছটায় কোটী-কোটী উদীয়মান শরদিন্দুর কান্তিও মলিন হইতেছে, যাঁহার মহাবদান্যতায় কোটি-কোটি কল্পবৃক্ষও লঘুতাপ্রাপ্ত হইতেছে, সেই গৌরসুন্দর কোটি-কোটি জন্মের পুঞ্জ-পুঞ্জ সুকৃতিফলে আমার হৃদয়ে কি পদার্পণ করিবেন ? ৭৪ ॥

গৌরচন্দ্রের প্রেমাম্বুধিবর্দ্ধিনী ও কল্মষনাশিনী অঙ্গকান্তি—

অন্তর্ধ্বান্তচয়ং সমস্তজগতামুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ
প্রেমানন্দরসাম্বুধিং নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ।
বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীব বিকলং তাপত্রয়েণানিশং
সাস্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু চকিতং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়। [যা] সমস্তজগতাং (সমগ্র জগতের) অন্তর্ধ্বান্তচয়ং (অন্তর্ধ্বান্ত—হৃদ্গত অন্ধকার, চয়—রাশি অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনিচয়) হঠাৎ উন্মূলয়ন্তী (অকস্মাৎ সমূলে বিনাশ করিতে করিতে) বলাৎ প্রেমানন্দরসাম্বুধিং (প্রেমানন্দরস-সমুদ্রকে বলপূর্ব্বক) নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তী (নিরন্তর উচ্ছলিত করিতে করিতে) তাপত্রয়েণ বিকলং (আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে অভিভূত) বিশ্বং (বিশ্বকে) অনিশং অতীব শীতলয়ন্তী (সর্ব্বদা সুশীতল করিতে করিতে) সা চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা (সেই চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা) অস্মাকং (আমাদিগের) হৃদয়ে চকিতং চকাস্তু (হৃদয়ে ক্ষণকালও দীপ্তি লাভ করুন্) ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ। যে চৈতন্য-চন্দ্র-চন্দ্রিকা জীবহৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার-রাশি অকস্মাৎ সমূলে বিনাশ করিতেছেন, প্রেমানন্দরস-সমুদ্রকে নিরন্তর বলপূর্ব্বক উচ্ছলিত করিতেছেন এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়-তপ্ত বিশ্বকে

অনুক্ষণ সুস্নিগ্ধ করিতেছেন, সেই চৈতন্য-চন্দ্রচ্ছটা আমাদিগের হৃদয়ে ক্ষণকালও দীপ্তিলাভ করুন্ ॥ ৭৫ ॥

বিভাব, অনুভাবাদি ভাবশাবল্যযুক্ত শ্রীগৌরহরি—

ক্ষণং ক্ষীণঃ পীনঃ ক্ষণমহহ সাশ্রুঃ ক্ষণমথ
ক্ষণং স্মেরঃ শীতঃ ক্ষণমনলতপ্তঃ ক্ষণমপি ।
ক্ষণং ধাবন্ স্তব্ধঃ ক্ষণমধিকজল্পন্ ক্ষণমহো
ক্ষণং মূকো গৌরঃ স্ফুরতু মম দেহো ভগবতঃ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়। ক্ষণং ক্ষীণঃ (সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভভাবে অর্থাৎ মাথুরবিরহে শ্রীমতী রাধিকার যে দশা হইয়াছিল, গৌরহরি সেইভাবে মগ্ন হইয়া কৃষ্ণবিরহে ক্ষণকাল কৃশ), ক্ষণং [চ] পীনঃ (আবার বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণ-স্ফূর্তি-জন্য ক্ষণকাল স্থূল), অহহ (অহো), ক্ষণং সাশ্রুঃ (ক্ষণকাল আনন্দাশ্রুপূর্ণ), অথ (অনন্তর) ক্ষণং শীতঃ (কৃষ্ণ-বিরহানলে তপ্ত হইয়া পুনরায় কৃষ্ণস্ফূর্তিজন্য ক্ষণকাল শীতলতাপ্রাপ্ত), ক্ষণং স্মেরঃ (কৃষ্ণ-স্ফূর্তিতে তাঁহার সহিত হাস্য-পরিহাসজন্য ক্ষণকাল ঈষৎ হাস্যমুখ) ক্ষণমপি অনলতপ্তঃ (প্রেমবৈচিত্ত্য অর্থাৎ কৃষ্ণসন্নিধানে থাকিয়াও তাঁহার ভাবি-বিরহানলে পুনরায় ক্ষণকাল পরিতপ্ত), ক্ষণং ধাবন্ (কৃষ্ণ চলিয়া যাইতেছেন—এইভাবে বিভোর হইয়া তৎপশ্চাৎ ক্ষণকাল ধাবমান্), ক্ষণং স্তব্ধঃ (পুনরায় স্থানান্তরে গিয়া কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শে ক্ষণকাল স্তম্ভিত, স্তম্ভ—অষ্টসাত্ত্বিকভাবের অন্যতম), অহো ক্ষণং অধিক জল্পন্ (অহো হে লম্পট, হে সতীব্রতবিনাশিন্, তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, ক্ষণকাল এইরূপ প্রজল্পকারী) ক্ষণং [চ] মূকঃ (কিয়ৎকাল মানভরে মৌনাবলম্বী), [ঈদৃক্] ভগবতঃ দেহঃ (এতাদৃশ ভগবদ্বিগ্রহ), গৌরঃ (গৌরসুন্দর) মম [হৃদয়ে] স্ফুরতু (আমার হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করুন্) ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ। ক্ষণে কৃশ, ক্ষণে স্থূল, ক্ষণে প্রেমানন্দাশ্রু-পূর্ণলোচন, ক্ষণে হাস্যবদন, ক্ষণে শীতল, ক্ষণে পরিতপ্ত, ক্ষণে ধাবমান্, ক্ষণে স্তম্ভিত,

ক্ষণে বহুভাষী এবং ক্ষণে মৌনী এতাদৃশ কৃষ্ণের গৌর-কলেবর আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন ॥ ৭৬ ॥

দেশ-কাল ও পাত্রাদির বিচার-রহিত, নিরপেক্ষভাবে
প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরহরি—

পাত্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে
দেয়াদেয়বিমর্শকো ন হি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ-প্রণমন-ধ্যানাদিনা দুর্ল্লভং
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ ॥৭৭॥

অন্বয়। যঃ প্রভুঃ (যে প্রভু ; প্রভু—স্বতন্ত্র ঈশ্বর) পাত্রাপাত্র-বিচারণাং (পাত্রাপাত্রের বিচার), ন কুরুতে (করেন না), ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে (আত্মপর দর্শন করেন না), ন হি দেয়াদেয়বিমর্শকঃ (দেয়াদেয়-পরামর্শ বা বিচার করেন না), ন বা কালপ্রতীক্ষঃ (অথবা কালাকালেরও প্রতীক্ষা করেন না), শ্রবণেক্ষণপ্রণমনধ্যানাদিনা (শ্রবণ, দর্শন, প্রণাম ও ধ্যানাদি দ্বারা) দুর্ল্লভং ভক্তিরসং (সুদুর্ল্লভ ভক্তিরস) সদ্যঃ দত্তে (তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন), সঃ ভগবান্ গৌরঃ এব (সেই ভগবান্ গৌরসুন্দরই), মে পরং গতিঃ (আমার একমাত্র গতি) ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ। যে প্রভু (স্বতন্ত্র ঈশ্বর) পাত্রাপাত্রের বিচার, আত্মপরদর্শন, দেয়াদেয়-বিচার অথবা কালাকাল-প্রতীক্ষা করেন না, শ্রবণ, দর্শন, প্রণাম ও ধ্যানাদি দ্বারা সুদুর্ল্লভ ভক্তিরস তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন, সেই ভগবান্ গৌরসুন্দরই আমার একমাত্র গতি ॥ ৭৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দৃষ্টান্ত—

পাপীয়ানপি হীনজাতিরপি দুঃশীলোঽপি দুষ্কর্ম্মাণাং
সীমাপি শ্বপচাধমোঽপি সততং দুর্ব্বাসনাঢ্যোঽপি চ।
দুর্দ্দেশপ্রভবোঽপি তত্র বিহিতাবাসোঽপি দুঃসঙ্গতো
নষ্টোঽপ্যুদ্ধৃত এব যেন কৃপয়া তং গৌরমেবাশ্রয়ে ॥৭৮॥

অন্বয়। পাপীয়ান্ অপি (গোপাল-চাপাল-প্রভৃতি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অতিশয় পাপী ব্যক্তিও) হীনজাতিঃ অপি (দর্জ্জী-যবন প্রভৃতি নীচ জাতিও) দুঃশীলঃ অপি (কুস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিও) দুষ্কর্ম্মাণাং সীমা অপি (পরদারহরণ, সুরাপান-প্রভৃতি অতিশয় দুষ্কর্ম্মের চরমসীমায় উপনীত জগাই-মাধাইপ্রমুখ ব্যক্তিও) শ্বপচাধমঃ অপি (চণ্ডাল অপেক্ষা অধম-ব্যক্তিও) সততং দুর্ব্বাসনাঢ্যঃ অপি (সতত দুর্ব্বাসনারত ব্যক্তিও) দুর্দ্দেশপ্রভবঃ অপি চ (যে স্থানে গঙ্গা নাই অথবা যে স্থানে পাণ্ডবগণ গমন করেন নাই, সেই সকল গঙ্গা ও পাণ্ডববর্জ্জিত দুর্দ্দেশে জাত ব্যক্তিও) তত্র বিহিতাবাসঃ অপি (দুষ্কৃতিফলে সেই সকল দুর্দ্দেশে অবস্থানকারী ব্যক্তিও) দুঃসঙ্গতঃ নষ্টঃ অপি (দুঃসঙ্গে নষ্ট ব্যক্তিও) যেন কৃপয়া এব উদ্ধৃতঃ (যাঁহারই কৃপায় উদ্ধারলাভ করিয়াছেন), তং গৌরং এব (সেই গৌরসুন্দরকেই) আশ্রয়ে (আশ্রয় করি) ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ। গোপাল-চাপাল-প্রভৃতি অতি-পাতকী, দর্জ্জী-যবন প্রভৃতি নীচজাতি, কদর্য্যস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি, দুষ্কর্ম্মের চরমসীমায় উপনীত জগাই-মাধাইপ্রমুখ অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, কুক্কুরভোজী চণ্ডাল অপেক্ষা অধম জীব, সর্ব্বদা দুর্ব্বাসনারত, গঙ্গা ও পাণ্ডববর্জ্জিত দুর্দ্দেশজাত ও দুর্দ্দেশে বসবাসকারী এবং অসৎসঙ্গে নষ্টব্যক্তিও যাঁহার কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, সেই গৌরসুন্দরকেই আমি একমাত্র আশ্রয় করি ॥ ৭৮ ॥

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত গৌরসুন্দর—

কলিন্দতনয়াতটে স্ফুরদমন্দবৃন্দাবনং
বিহায় লবণাম্বুধেঃ পুলিনপুষ্পবাটীং গতঃ।
ধৃতারুণপটঃ পরীহৃতসুপীতবাসা হরি-
স্তিরোহিতনিজচ্ছবিঃ প্রকটগৌরিমা মে গতিঃ ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়। কলিন্দতনয়াতটে (কলিন্দ—কলিন্দপর্ব্বত, তাঁহার তনয়া—কন্যা যমুনা, তটে—তীরে, অথবা কলিন্দ অর্থে সূর্য্য, তাঁহার তনয়া—কন্যা যমুনা, তাহার তটে—তীরে, অর্থাৎ যমুনাতটে) স্ফুরদমন্দ-বৃন্দাবনং (প্রকাশমান সুরম্য-বৃন্দাবন) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া), লবণাম্বুধেঃ (লবণ-সমুদ্রের), পুলিনপুষ্পবাটীং (উপকূলস্থ পুষ্পোদ্যানে), গতঃ (যিনি গমন করিয়াছেন,) পরীহৃতসুপীতবাসা (যিনি পরমশোভা-ময় পীতবসন পরিত্যাগ করিয়া) ধৃতারুণপটঃ (অরুণবর্ণ বসন ধারণ করিয়াছেন), তিরোহিতনিজচ্ছবিঃ (যিনি ইন্দ্রনীলমণি-সদৃশ নিজ কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া), প্রকটগৌরিমা (গৌরকান্তি প্রকট করিয়াছেন), হরিঃ (সেই শ্রীহরি), মে গতিঃ (**আমার** গতি) ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ। যিনি কলিন্দ-নন্দিনী-তটে প্রকাশমান সুরম্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া লবণ-বারিধির-উপকূলস্থ পুষ্পোদ্যানে গমন করিয়াছেন, যিনি পরমশোভাময় পীতবসন পরিত্যাগ করিয়া অরুণ-বসন ধারণ করিয়াছেন, যিনি নিজবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ (আপনার প্রিয়তমা কান্তা শ্রীমতী রাধিকার ভাব ও কান্তি দ্বারা) আচ্ছাদিত করিয়া গৌরকান্তি প্রকট করিয়াছেন, সেই শ্রীহরিই আমার একমাত্র গতি ॥ ৭৯ ॥

অষ্টম বিভাগ

লোক-শিক্ষা

(৮০-৯৯ শ্লোক)

সুরেশ্বরগণেরও দুর্লভ, বেদগুহ্য মহাপ্রেমলাভের নিমিত্ত গৌরহরির চরণাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা—

অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিনুত হরের্ভক্তিপদবীং
দবীয়স্যা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্ব্বাং মুনিবরৈঃ।
ন বিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্লভ্যমিব তৎ
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরচরণম্ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়। অরে মূঢ়াঃ (অরে মূঢ়সকল), মুনিবরৈঃ দবীয়স্যা দৃষ্ট্যা অপি অপরিচিতপূর্ব্বাং (মুনিগণ দূরদৃষ্টি দ্বারাও পূর্ব্বে যাঁহার পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই, সেই), গূঢ়াং (নিগূঢ়া) হরেঃ ভক্তিপদবীং (শ্রীহরির ভক্তিপদবী) বিচিনুত (অনুসন্ধান কর), যদি চিত্তে ন বিশ্রম্ভঃ (যদি ভক্তিপদবীকে অত্যন্ত গূঢ় বলিয়া চিত্তে বিশ্বাস না হয়), যদি চ দৌর্লভ্যম্ ইব (আর যদি উহা দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়), তৎ [সর্ব্বং] অশেষং পরিত্যজ্য (সেই সকল সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া) গৌরচরণং শরণং ব্রজত (গৌরহরির শ্রীচরণে শরণাগত হও) ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ। অরে মূঢ়গণ, মুনিগণ দূরদৃষ্টি (সূক্ষ্মদৃষ্টি) দ্বারাও পূর্ব্বে যাঁহার পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই, সেই নিগূঢ়া হরিভক্তিপদবী অনুসন্ধান কর। যদি চিত্তে বিশ্বাস না হয়, আর যদি উহা দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়, সেই সকল (মনোধর্ম্ম) সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া গৌরহরির শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ কর ॥ ৮০ ॥

জগন্নাথদর্শনে অশ্রুসিক্ত গৌরহরির প্রণাম—

দধন্মূর্দ্ধন্যূর্দ্ধং মুকুলিতকরাম্ভোজযুগলং
গলন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিতমৃদুগণ্ডস্থলযুগম্।
দুকূলেনাবীতং নবকমলকিঞ্জল্করুচিনা
পরংজ্যোতির্গৌরং কনকরুচিচৌরং প্রণমত ॥৮১॥

অন্বয়। মুকুলিতকরাম্ভোজযুগলং (অঞ্জলিবদ্ধ করপদ্মযুগল) মূর্দ্ধ্নি (শিরোপরি) ঊর্দ্ধং (ঊর্দ্ধভাবে) দধৎ (স্থাপন করিয়া) গলন্নেত্রাম্ভোভিঃ (বিগলিত নেত্রজলের দ্বারা) স্নপিতমৃদুগণ্ডস্থলযুগং (যাঁহার সুকোমল গণ্ডস্থলযুগল স্নাত হইতেছে) নবকমলকিঞ্জল্করুচিনা (নবকমল-কেশরের ন্যায় কান্তিযুক্ত) দুকূলেন (বস্ত্রদ্বারা) আবীতং (সুশোভিত) কনকরুচিচৌরং (কনক অর্থাৎ সুবর্ণ তাহার, রুচি অর্থাৎ কান্তি তাহার চৌর অর্থাৎ অপহরণকারী—অর্থাৎ কনককান্তি গ্রহণ করিয়াছেন যিনি, সেই) পরং-জ্যোতিঃ (পরমব্রহ্ম) গৌরং (গৌরসুন্দরকে) প্রণমত (প্রণাম কর) ॥৮১॥

অনুবাদ। যিনি অঞ্জলিবদ্ধ করপদ্মযুগল শিরোপরি ঊর্দ্ধ-ভাবে স্থাপন করিয়া বিগলিত নেত্রজলে সুকোমল গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছেন, যিনি নবকমলকেশরের ন্যায় কান্তিযুক্ত বস্ত্রে সুশোভিত, সেই তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি-সম্বলিত পরমব্রহ্ম গৌরসুন্দরকে তোমরা প্রণাম কর ॥৮১॥

মহাপ্রভুর কৃপা-ব্যতীত উন্নতোজ্জ্বলরসপ্রাপ্তি অসম্ভব—

ভ্রাতঃ কীর্ত্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দামনামাবলীং
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্যমধুরং রূপং জগন্মঙ্গলম্।
হন্ত প্রেমমহারসোজ্জ্বলপদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্ন ত্বয়ি ॥ ৮২ ॥

অন্বয়। [অয়ে—হে] ভ্রাতঃ, গোকুলপতেঃ (ব্রজরাজ-নন্দনের) উদ্দামনামাবলীং (পরমপ্রভাববতী নামশ্রেণী) নাম (বাক্যালঙ্কার—স্বীকার বা নিশ্চয়ার্থে) কীর্ত্তয় (কীর্ত্তন কর), যদ্বা (অথবা) তস্য (তাঁহার) দিব্যমধুরং (দেদীপ্যমান মাধুর্য্যময়) জগন্মঙ্গলং (ভুবন-মঙ্গল) রূপং ভাবয় (শ্রীমূর্ত্তি চিন্তাই কর), যদি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ (শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর) কৃপাদৃষ্টিঃ (কৃপাকটাক্ষ) ত্বয়ি (তোমাতে) ন পতেৎ (পতিত না হয়), হন্ত (হায়,) [তদা—তাহা হইলে] প্রেমমহা-রসোজ্জ্বলপদে (প্রেমবশতঃ মহান্ অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস আছে যে উজ্জ্বলে অর্থাৎ শৃঙ্গারে, তাহার পদে অর্থাৎ বিষয়ে,—শৃঙ্গাররসকেই উজ্জ্বল রস বলে) তে (তোমার) আশা অপি ন সম্ভবেৎ (আশাও সম্ভব হইতে পারে না) ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ। হে ভ্রাতঃ, তুমি গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের মহা-শক্তিমতী নামাবলীই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন কর, অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গল দিব্যমধুররূপই ধ্যান কর,—যদি তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়, তবে তোমার সেই পরমোৎকৃষ্ট উন্নতোজ্জ্বল-প্রেমরস-বিষয়ে আশাও সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৮২ ॥

সর্ব্বসিদ্ধির আকর গৌরচরণে আশ্রয়োপদেশ—

অয়ে ন কুরু সাহসং তব হসন্তি সর্ব্বোত্তমং
জনাঃ পরিত উন্মদা হরিরসামৃতাস্বাদিনঃ।
ইদন্তু নিভৃতং শৃণু প্রণয়বস্তু প্রস্তূয়তে
যদেব নিগমেষু তৎ পতিরয়ং হি গৌরঃ পরম্ ॥ ৮৩ ॥

অন্বয়। অয়ে [ভ্রাতঃ চৈতন্যপাদাশ্রয়ং বিনা অন্য সাধনেষু—হে ভ্রাতঃ, শ্রীচৈতন্যপদাশ্রয় ব্যতীত অপর সাধনসমূহে] সাহসং ন কুরু

(সাহস করিও না অর্থাৎ সেই সকলে সহসা প্রবৃত্ত হইও না) [যতঃ—যেহেতু] হরিরসামৃতাস্বাদিনঃ (চিত্তবিত্তহরণশীল হরির অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরসামৃত-আস্বাদননিপুণ) [অতএব] পরিতঃ উন্মদাঃ (সর্ব্বতোভাবে উদ্গত হইয়াছে মদ অর্থাৎ প্রেমানন্দ যাঁহাদের, সেইসকল গৌরভক্তগণ) তব (তোমার) সর্ব্বোদ্যমং (সর্ব্বপ্রকার উদ্যমের প্রতি) হসন্তি (হাস্য করেন) ইদং তু নিভৃতং শৃণু (এইগুহ্যকথাটী শ্রবণ কর) নিগমেষু (বেদাদি শাস্ত্রে) যদেব প্রণয়বস্তু প্রস্তূয়তে (যাঁহাকে প্রেমপদার্থ বলিয়া প্রস্তাবিত হয়) তৎপতিঃ (তাঁহার পতি অর্থাৎ বিষয়) অয়ং হি (নিশ্চয়ার্থে) পরং (কেবল) গৌরঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ। ওহে, তুমি শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়-ব্যতীত অপর কোনও সাধনে সহসা প্রবৃত্ত হইও না ; কৃষ্ণ-প্রেম-পীযূষ-রসপানে একান্ত উন্মাদ গৌরজনসমূহ তোমার ঐরূপ সর্ব্ববিধ উদ্যমকে উপহাস করেন। এখন অতি গোপনীয় একটী কথা শ্রবণ কর,—নিখিল-বেদাদি শাস্ত্রে প্রণয়-বস্তু বলিয়া যাহা প্রস্তাবিত হইয়াছে, নিশ্চয় জানিও, এই শ্রীগৌরাঙ্গই তাহার একমাত্র বিষয় ॥ ৮৩ ॥

শুদ্ধভক্তিরহিত অচিদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরও আরাধ্য শ্রীগৌরহরি—

জ্ঞানাদিবর্ত্ম বিরুচিং ব্রজনাথভক্তি-
রীতিং ন বেদ্মি ন চ সদ্গুরবো মিলন্তি।
হা হন্ত হন্ত মম কঃ শরণং বিমূঢ়
গৌরো হরিস্তব ন কর্ণপথং গতোঽস্তি ॥ ৮৪ ॥

অন্বয়। জ্ঞানাদিবর্ত্মবিরুচিং (জ্ঞান—নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান, আদি—নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্ম, অধ্যাত্মযোগ, শুষ্কবৈরাগ্যাদি, সেইসকল মার্গে বিরুচি-প্রদানকারিণী) ব্রজনাথভক্তিরীতিং (শ্রীকৃষ্ণের ভজনপরিপাটী) ন বেদ্মি

(জানি না) ন চ [মম] সদ্‌গুরবঃ মিলন্তি (অথবা আমার সদ্‌গুরুও লাভ হইতেছে না) মম কঃ শরণং [ভবিতা] (আমার উপায় কি) হা হন্ত হন্ত (হায় হায় !) [অরে] বিমূঢ় ! (অহে তুমি **একজন** বিশিষ্ট মূর্খ !) গৌরঃ হরিঃ (গৌরহরি) তব কর্ণপথং ন গতোঽস্তি (কি তোমার কর্ণপথে গমন করেন নাই ? অর্থাৎ শীঘ্র গৌরহরির উপাসনাকে তোমার কর্ণপথে আনয়ন কর, আর বিলম্ব করিও না) ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ। নির্ব্বেদব্রহ্মজ্ঞানাদি-পথে বিতৃষ্ণা-উৎপাদনকারিণী যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন-প্রণালী, তাহা ত' আমি জানি না ! সদ্‌গুরুগণের সহিতও ত' আমার সাক্ষাৎকার হইতেছে না ! (আমার এখন উপায় কি ?) আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিব ? হায়, হায়, অতি মূর্খ তুমি ! (এখনও তোমার শরণ্য কে, তাহাই স্থির করিতে পারিতেছ না ?) গৌরহরির নামটীও কি তোমার কর্ণপথে প্রবেশ করে নাই ? ৮৪ ॥

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বার্থসাধিকা গৌরকৃপাই প্রার্থনীয়—

বৃথাবেশং কর্ম্মস্বপনয়ত বার্ত্তামপি মনাক্
ন কর্ণাভ্যর্ণেঽপি ক্বচন নয়তাধ্যাত্মসরণেঃ ।
ন মোহং দেহাদৌ ভজত পরমাশ্চর্য্যমধুরঃ
পুমর্থানাং মৌলির্মিলতি ভবতাং গৌরকৃপয়া ॥ ৮৫ ॥

অন্বয়। কর্ম্মসু (নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে) বৃথাবেশং (বৃথা অভিনিবেশ) অপনয়ত (দূরে পরিত্যাগ কর), অধ্যাত্মসরণেঃ (অধ্যাত্ম— আরোহবাদীর 'নেতি' 'নেতি' বিচার, তাহার সরণি অর্থাৎ মার্গ, তাহার) মনাক্ বার্ত্তামপি (অল্পমাত্র বার্ত্তাও) ক্বচন (কোন সময়ে) কর্ণাভ্যর্ণেঽপি (কর্ণের অভ্যর্ণে অর্থাৎ সমীপেও) ন নয়ত (আনয়ন করিও না) দেহাদৌ (দেহাদিতে ; 'আদি' শব্দে তৎসম্বন্ধী স্ত্রীপুত্র দেশ-

সমাজ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুতে) মোহং ন ভজত (মোহ করিও না), [তদা —তাহা হইলে] পরমাশ্চর্য্যমধুরঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট চমৎকারকারী মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্যে আস্বাদ্য) পুমর্থানাং মৌলিঃ (পুরুষার্থশিরোমণি—পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমা) ভবতাং (তোমাদের) গৌরকৃপয়া (গৌরসুন্দরের কৃপায়) মিলতি (মিলিবে—বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্) ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ। নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে বৃথা অভিনিবেশ—দূরে পরিহার কর ; আরোহ-বিচারপথের অতি অল্পমাত্র কথাও কদাচ তোমার কর্ণদ্বারের নিকটেও আসিতে দিও না এবং দেহ ও তৎ-সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ে কখনও মোহপ্রাপ্ত হইও না ; তাহা হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তোমাদের পুরুষার্থশিরোমণি পরমাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য-ময় কৃষ্ণ-প্রেমা লাভ হইবে ॥ ৮৫ ॥

স্ত্রীসম্ভাষণ, স্বর্গাভিলাষ, শাস্ত্রাভ্যাস প্রভৃতির তুচ্ছত্ব ও
একমাত্র গৌরপদাশ্রয়ের শ্রেষ্ঠত্ব—

অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈরলমহহ তীর্থাটনিকয়া
সদা যোষিদ্ব্যাঘ্র্যাস্ত্রসত বিতথাং থূৎকুরু দিবম্।
তৃণম্মন্যা ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসিকপটং
নটন্তং গৌরাঙ্গং নিজরসমদাদম্বুধিতটে ॥ ৮৬॥

অন্বয়। অহহ সদা যোষিদ্-ব্যাঘ্র্যাঃ ত্রসত (সর্ব্বদা স্ত্রীরূপা ব্যাঘ্রীর নিকট হইতে সাবধান হও ; যদি প্রশ্ন হয়, 'যোষিৎকে ব্যাঘ্রীর সহিত তুলনা করায় 'স্ত্রীসম্ভাষণ' নিষিদ্ধ হইল, তাহা হইলে সস্ত্রীক-কৃত-যাগাদি-ধর্ম্মাচরণ-ব্যতীত কিরূপেই বা স্বর্গপদবী লাভ হইবে ?—এই প্রশ্নাশঙ্কায়ই বলিতেছেন—) বিতথাং (মিথ্যাভূতা অর্থাৎ নশ্বর) দিবং (স্বর্গকে) তৃণম্মন্যাঃ (তৃণপ্রায় তুচ্ছ মনে করিয়া) থূৎকুরু (তৎপ্রতি থূৎকার

নিক্ষেপ কর) [আচ্ছা, স্বর্গসুখ না হয় নশ্বর হইল, আমরা যোগশাস্ত্রাভ্যাস করিয়া যোগাদি সাধন করিব, তাহাতে ত' সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে —এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলিতেছেন] শাস্ত্রাভ্যাসৈঃ অলম্ (শাস্ত্রাভ্যাস বৃথা) [কারণ শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া যোগাভ্যাসকারিগণের সিদ্ধি ত' দূরের কথা, শ্রেষ্ঠ যোগারূঢ় ব্যক্তিগণের পর্য্যন্ত পতনের কথা শ্রুত হয়—যাহার সিদ্ধি বিষয়ে এইরূপ অনিশ্চয়তা এবং যাহার অভ্যাসও অত্যন্ত দুঃখজনক, সেইরূপ কার্য্যে প্রয়োজন কি ?] [যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তীর্থ-নিষেবন ত' অধিক সুখকর ? আমরা তীর্থসেবা করিয়া জ্ঞানাদি লাভ করিব এবং তৎ-ফলে মোক্ষের অধিকারী হইতে পারিব—এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলিতেছেন] তীর্থাটনিকয়া [চ] অলং (তীর্থপর্য্যটনে প্রয়োজন কি ?) [কারণ প্রথমতঃ তীর্থপর্য্যটনে পরিশ্রম, দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন কর্ম্মী ও জ্ঞানীর— ধামাপরাধ বর্ত্তমান থাকায় তাহাদিগের তীর্থভ্রমণ ইন্দ্রিয়তর্পণোত্থ বৃথা-চেষ্টা মাত্র—তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য, তাহাই এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন] ধন্যাঃ, (হে প্রেমধনপ্রাপ্তিযোগ্য পুরুষগণ,) [যূয়ং—তোমরা] নিজরস-মদাৎ অম্বুধিতটে (স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপের প্রেমরসোত্থ-আনন্দে নীলাচলে সাগর-কূলে) নটন্তং (নৃত্যশীল) সন্ন্যাসিকপটং (সন্ন্যাসলীলাভিনয়কারী) কিল (নিশ্চয়ার্থে) গৌরাঙ্গং শ্রয়ত (গৌরাঙ্গকেই আশ্রয় কর) ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ। বাঘিনী কামিনী-সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হও ; তৃণতুচ্ছ জ্ঞান করিয়া (কালবিপ্লুত) স্বর্গপদে থূৎকার প্রদান কর ; রাশি রাশি শাস্ত্রানুশীলনে কি প্রয়োজন ?—তাহাও ত্যাগ কর ; আর তীর্থ-পর্য্যটনেই বা কি লাভ ?—তাহা হইতেও বিরত হও। (ঐ দেখ) সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচল-নীলাম্বুধিতটে নিজ কৃষ্ণ-স্বরূপের প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন !—হে ভাগ্যবান্ ভক্তমণ্ডলি, (যাও, যাও) তোমরা তাঁহারই চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৮৬ ॥

কষ্টসাধ্য যোগাদিমার্গে বিফল-চেষ্টা-পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌরানুরক্তিই উপদেশসার—

কিং তাবদ্বত দুর্গমেষু বিফলং যোগাদিমার্গেম্বহো
ভক্তিং কৃষ্ণপদাম্বুজে বিদধতঃ সর্ব্বার্থমালুণ্ঠত।
আশা প্রেমমহোৎসবে যদি শিবব্রহ্মাদ্যলভ্যেঽদ্ভুতে
গৌরে ধামনি দুর্ব্বিগাহমহিমোদারে তদা রজ্যতাম্ ॥৮৭

অন্বয়। বত (খেদে) অহো (সম্বোধনে) [অহো ভ্রাতরঃ—হে ভ্রাতৃ-গণ,] দুর্গমেষু যোগাদিমার্গেষু (কৃচ্ছ্রসাধ্য অষ্টাঙ্গ-যোগাদি পন্থায়) কিং তাবৎ বিফলং [অনুসন্ধানং ক্রিয়তে !] (বৃথা ঘুরিয়া কি লাভ !) কৃষ্ণ-পদাম্বুজে ভক্তিং বিদধতঃ (কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিবিধানকারীর) সর্ব্বার্থং (সর্ব্বার্থশিরোমণি প্রেম অথবা সর্ব্ব-পদার্থের মধ্যে যাহা একমাত্র অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন যে প্রেমধন, তাহা) আলুণ্ঠত (বলপূর্ব্বক গ্রহণ কর ; সম্যক্‌রূপে লুটিয়া লও) শিবব্রহ্মাদ্যলভ্যে (শিব-ব্রহ্মাদির দুষ্প্রাপ্য) অদ্ভুতে প্রেমমহোৎসবে যদি আশা [বর্ত্ততে] (আশা থাকিয়া থাকে), তদা (তাহা হইলে) দুর্ব্বিগাহ মহিমোদারে গৌরে ধামনি (দুর্জ্ঞেয় মহিমা যাঁহার এবং যিনি উদার অর্থাৎ মহাবদান্য, সেইরূপ গৌরসুন্দরে) রজ্যতাম্ (অনুরক্ত হও) ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ। অহে ভ্রাতৃবৃন্দ, কৃচ্ছ্রসাধ্য অষ্টাঙ্গ-যোগাদি-পন্থার বৃথা অনুসন্ধান করিয়া কি ফল ! কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি-বিধান-কারীর সর্ব্বার্থ প্রেমধন লুণ্ঠন কর। শিব-ব্রহ্মাদিরও দুষ্প্রাপ্য পরমাশ্চর্য্য প্রেমানন্দোৎসবে যদি তোমার আশা থাকে, তাহা হইলে মহাবদান্য দুর্জ্ঞেয়-মহিম গৌরহরিতে অনুরক্ত হও ॥ ৮৭ ॥

গৌরভক্তির ফলই রাধাদাস্য—

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথাতথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাৎ রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ ॥

অন্বয়। কৃতপুণ্যরাশিঃ (পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষ) গৌর-পদারবিন্দে (শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে) যথা যথা (যেরূপ যেরূপ) ভক্তিং বিন্দেত (ভক্তিলাভ করেন), অকস্মাৎ [তস্য—তাঁহার] হৃদি (হৃদয়ে) তথা তথা (সেইরূপ সেইরূপ) রাধাপদাম্ভোজ-সুধাম্বুরাশিঃ (শ্রীরাধার পদরূপ অম্ভোজ—পদ্ম, তাহার সুধারূপ অম্বুরাশি—সমুদ্র অর্থাৎ শ্রীরাধা-পাদপদ্মসুধাসমুদ্র) উৎসর্পতি (উদ্গত হইয়া থাকে) ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ। পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষ শ্রীগৌরপদকমলে যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেমসুধা-সমুদ্রও তাদৃশভাবেই উদ্গত হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

গৌরচরণাশ্রয়ের উৎকর্ষতা—

অপারস্য প্রেমোজ্জ্বল-রসরহস্যামৃতনিধে-
র্নিধানং ব্রহ্মেশার্চ্চিত ইহ হি চৈতন্যচরণঃ।
অতস্তং ধ্যায়ন্তঃ প্রণয়ভরতো যান্তু শরণং
তমেব প্রোন্মত্তাস্তমিহ কিল গায়ন্তু কৃতিনঃ ॥ ৮৯ ॥

অন্বয়। চৈতন্যচরণঃ (চৈতন্যচরণ) হি (যেহেতু) ব্রহ্মেশার্চ্চিতঃ (শিববিরিঞ্চিরও আরাধ্য), অপারস্য (অপার) প্রেমোজ্জ্বলরসরহস্যামৃত-নিধেঃ (উজ্জ্বল প্রেমরসরহস্যরূপ অমৃত সাগরের) নিধানং (আধার), অতঃ (অতএব) কৃতিনঃ (সুকৃতিমান্ অর্থাৎ সারগ্রাহি-পুরুষগণ) ইহ (এই কলিকালে) প্রণয়ভরতঃ (প্রণয়ভরে) তং (সেই চৈতন্যচরণ) ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যান করিতে করিতে) তমেব (সেই চৈতন্যচরণেরই) শরণং যান্তু (শরণাগত হউন্), প্রোন্মত্তাঃ [সন্তঃ] (অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া) তং (চরণাম্বুজ-মহিমা) কিল (নিশ্চিত) ইহ (এইকালেই) গায়ন্তু (গান করুন্) ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যচরণ শিব-বিরিঞ্চিরও আরাধ্য, অপার-উন্নত-উজ্জ্বলরস-রহস্যামৃত-সাগরের আধার। অতএব এই কলিকালে

সারগ্রাহী সুকৃতিমান্ পুরুষগণ প্রণয়ভরে সেই চৈতন্যচরণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারই শরণাগত হউন্ এবং এইকালেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাই (চৈতন্যচরণ-মহিমাই) কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৮৯ ॥

ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর গৌরভক্তি-প্রচার-প্রণালী ; সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৌরচরণানুরক্তিই একমাত্র কর্ত্তব্য—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥ ৯০ ॥

অন্বয়। দন্তে তৃণকং নিধায় (দন্তে অতি ক্ষুদ্র তৃণ ধারণ-পূর্ব্বক ; ইহার দ্বারা কীর্ত্তনপ্রচারক ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর 'তৃণাদপি সুনীচতা' সূচিত হইতেছে, কারণ যে তৃণকে জগতের লোক পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়, সেই তৃণগণের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র তৃণটী তিনি তাঁহার দন্তে ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ উহাকেও শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করিতে-ছেন) পদয়োঃ নিপত্য (পদযুগলে পতিত হইয়া ; ইহা দ্বারা গৌরকথা-প্রচারক ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর 'অমানী'-ধর্ম্ম সূচিত হইতেছে—ব্রহ্মসন্ন্যাসীর ন্যায় তিনি অভিমানে মত্ত হইয়া নিজকে 'নারায়ণ' জ্ঞান করেন না অথবা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তকুলের বিচারের ন্যায় তিনি জগতের সর্ব্বজীবের স্বরূপদর্শন হইতে বঞ্চিত থাকিয়া ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদি স্থূললিঙ্গদেহের প্রাকৃত-বিচারে আবদ্ধ নহেন, তাই তিনি সকলের নিকটই 'অমানী' হইয়া সত্যকথা কীর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন) কাকুশতং কৃত্বা চ (শত শত কাকুবাদ সহকারে ; ইহা দ্বারা কীর্ত্তনপ্রচারক ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা' সূচিত হইতেছে ; জগতের বহির্ম্মুখ জনগণ কিছুতেই সত্যকথা শুনিবেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকেও ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিগণ

কাকুতি মিনতি করিয়া হরিকথা শ্রবণ করাইতে উৎসুক) এতৎ অহং ব্রবীমি (আমি ইহা বলিতেছি) হে সাধবঃ (হে সাধুগণ, ইহা দ্বারা কীর্ত্তন-প্রচারক ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর 'মানদ'-ধর্ম্ম সূচিত হইতেছে) সকলমেব বিহায় দূরাৎ (সকলই দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া ; আপনারা সাধু বটে, কিন্তু যে সকল বস্তু লইয়া আপনাদের অন্তরে 'সাধু'-অভিমান বা জগতের নিকট সাধু বলিয়া পরিচয়, সেই সকল কর্ম্ম, জ্ঞান, সাংখ্য-যোগ, ফল্গুবৈরাগ্য, চতুর্ব্বর্গ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন এবং যাবতীয় সৎ ও অসৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতিকূল-চেষ্টা বা বাসনা দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া) চৈতন্যচন্দ্রচরণে (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্মে) অনুরাগং কুরুত (অনুরাগ করুন্) ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ। হে সাধুগণ, আমি (ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) দন্তে তৃণ ধারণ-পূর্ব্বক আপনাদের পদযুগলে নিপতিত হইয়া শত শত কাকুতি-সহকারে এইমাত্র বলিতেছি (ভিক্ষা চাহিতেছি), আপনারা সমস্তই (আপনাদের মনঃকল্পিত সকল সাধুত্ব বা ধর্ম্মকেই) দূর হইতেই পরিত্যাগ-পূর্ব্বক (দুঃসঙ্গজ্ঞানে বর্জ্জন-পূর্ব্বক) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে অনুরাগবিশিষ্ট হউন্ ॥ ৯০ ॥

পরম-নিগূঢ় প্রেমামৃতাস্বাদরূপা গৌরকৃপা বৈকুণ্ঠেও দুর্ল্লভ—

অহো ন দুর্ল্লভা মুক্তি র্ন চ ভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।
গৌরচন্দ্র-প্রসাদস্তু বৈকুণ্ঠেঽপি সুদুর্ল্লভঃ ॥ ৯১ ॥

অন্বয়। [যদি প্রশ্ন হয়—মুক্তি, ভক্তি (ঐশ্বর্য্যময়ী বৈধী-ভক্তি) প্রভৃতি সকল ত্যাগ করিয়া কি জন্যই বা গৌরপাদপদ্মে অনুরাগবিশিষ্ট হইব ?—এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলিতেছেন] অহো, মুক্তিঃ ন দুর্ল্লভা (ওহে, সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় দুর্ল্লভ বস্তু নহে, কারণ উহা জ্ঞানমিশ্রা বৈধী-ভক্তি দ্বারাই সুলভ), ভক্তিশ্চ ন সুদুর্ল্লভা (ভক্তিও অত্যন্ত দুর্ল্লভ নহে ;

কারণ বৈধসাধন দ্বারা বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-সেবা লাভ হয়) গৌরচন্দ্র প্রসাদস্তু (কিন্তু গৌরচন্দ্রের প্রসন্নতা অর্থাৎ গৌরপ্রসাদ হইতে প্রকটী-ভূত পরম নিগূঢ় প্রেমামৃতাস্বাদ) বৈকুণ্ঠেঽপি সুদুর্ল্লভঃ (বৈকুণ্ঠেও সুদুর্ল্লভ) ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ। শুষ্কজ্ঞানসাধ্য ব্রহ্মসাযুজ্য অথবা জ্ঞানমিশ্রা বৈধী-ভক্তিসাধ্য সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় দুর্ল্লভ নহে। বৈধভক্তিসাধ্য নারায়ণ-সেবা সুদুর্ল্লভাও নহে। কিন্তু গৌরকৃপা (গৌরকৃপা ত্রিবিধা —(১) অনর্থনিবৃত্তিরূপা নির্ম্মলা, (২) ভক্তিসিদ্ধান্তরসপ্রাপ্তিরূপা রসদা, (৩) মাধুর্য্য-মর্য্যাদা-প্রাপ্তিরূপা মদদা) বৈকুণ্ঠেও সুদুর্ল্লভা। কেন না, বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণ-পার্ষদগণও গৌরকৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥

চৈতন্যভক্তেরই মধুর স্বভাব, জগৎ-পূজ্যত্ব, কারুণ্য ও
সহিষ্ণুতাদি জগদাকর্ষক-গুণাবলী সম্ভব—

ভজন্তু চৈতন্যপদারবিন্দং ভবন্তু সদ্ভক্তিরসেন পূর্ণাঃ।
আনন্দয়ন্তু ত্রিজগদ্বিচিত্রং মাধুর্য্য-সৌভাগ্য-দয়া-ক্ষমাদ্যৈঃ ॥৯২

অন্বয়। চৈতন্যপদারবিন্দং ভজন্তু (শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করুন্) সদ্ভক্তিরসেন চ পূর্ণাঃ ভবন্তু (সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্তিরসে অর্থাৎ অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বল-রসে আপ্লুত হউন্—চৈতন্যপাদপদ্ম আশ্রয়েই একমাত্র তাহা সম্ভব) মাধুর্য্যসৌভাগ্যদয়াক্ষমাদ্যৈঃ (মাধুর্য্য অর্থাৎ মধুর-স্বভাব, সৌভাগ্য অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমাস্বাদন, দয়া অর্থাৎ জীবমাত্রেই সেই প্রেমবিতরণ, ক্ষমাদ্যৈঃ তৃণাদপি সুনীচতা প্রভৃতি বৈষ্ণবগুণ দ্বারা) ত্রিজগৎ (ত্রিলোককে) বিচিত্রং (বিচিত্র প্রকারে) আনন্দয়ন্তু (আনন্দিত করুন্) ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ। আপনারা চৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম আশ্রয় করুন্, সর্ব্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বল-রসে আপ্লুত হউন এবং মাধুর্য্য (মধুর স্বভাব), সৌভাগ্য (সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমাস্বাদন), কারুণ্য (বহির্ম্মুখ-জীবকে কৃষ্ণোন্মুখী-করণ বা নাম-প্রচার), ক্ষমা (তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা) প্রভৃতি সদ্গুণ দ্বারা ত্রিভুবনকে আনন্দ-বৈচিত্র্য দান করুন্॥ ৯২॥

একমাত্র গৌরপদাশ্রয় ব্যতীত সংসারোত্তরণ, সঙ্কীর্ত্তন-রসাস্বাদন ও প্রেমসম্পত্তিলাভ অসম্ভব—

সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু॥ ৯৩॥

অন্বয়। যদি সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং স্যাৎ (যদি কাহারও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা থাকে অর্থাৎ 'সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে' ডুবিবার অভিলাষ থাকে) মনশ্চেৎ সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে (সঙ্কীর্ত্তনামৃত-রসমাধুরীতে যদি মন রমণ করিতে ইচ্ছা করে) যদি প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে চিত্তবৃত্তিঃ স্যাৎ (যদি প্রেমরসসাগরে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে) [তদা—তাহা হইলে] চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রয়াতু (শরণ গ্রহণ কর)॥ ৯৩॥

অনুবাদ। যদি সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার বাসনা থাকে, যদি সঙ্কীর্ত্তনামৃত-রস-মাধুরীতে রমণ করিতে মন হয়, যদি প্রেম-সমুদ্রে বিহার করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণাগত হও॥ ৯৩॥

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত, প্রেমভক্তি ও বৈরাগ্য গৌরভক্তগণেই আবদ্ধ—

জ্ঞানবৈরাগ্যভক্ত্যাদি সাধয়ন্তু যথা তথা।
চৈতন্যচরণাম্ভোজভক্তিলভ্যসমং কুতঃ॥ ৯৪॥

অন্বয়। জ্ঞানবৈরাগ্যভক্ত্যাদি (জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তি প্রভৃতি) যথাতথা (যে কোন প্রকারে) সাধয়ন্তু (সাধন বা উৎপাদন করুক্), [কিন্তু] চৈতন্যচন্দ্রচরণাম্ভোজভক্তিলভ্যসমং (চৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম-সেবা দ্বারা যে বিশেষ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি লভ্য হয় তাদৃশ অর্থাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণাশ্রিত ভক্তগণের ন্যায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্যতত্ত্বজ্ঞান, তৎফলে অন্যত্র বিরাগ এবং উন্নত-উজ্জ্বল-ভক্তিরস) কুতঃ (আর কোথায় ? অর্থাৎ আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না) ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ। (লোকে) জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি যে কোন প্রকারেই উৎপন্ন করুক্ না কেন, চৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম-সেবা দ্বারা যে বিশেষ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি লাভ হয়, সেরূপ আর কোথায় ? অর্থাৎ সেরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না ॥ ৯৪ ॥

চৈতন্যাভক্তের সংসারে গতাগতিমাত্রই লাভ—

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্ ।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥ ৯৫ ॥

অন্বয়। ইদং (এই পরিদৃশ্যমান) অচৈতন্যং (চেতনতা-রহিত অর্থাৎ স্বরূপানুভূতিরহিত বা বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিহীন) বিশ্বং (সমগ্র জগৎ) অমরোত্তমৈঃ (শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ দ্বারা) উপাস্যং (উপাস্য) চৈতন্যং ঈশ্বরং (চৈতন্য ঈশ্বরকে অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা চৈতন্যকে) যদি ন ভজেৎ (ভজনা না করে), [তদা—তাহা হইলে] সর্ব্বতঃ মৃত্যুঃ (সর্ব্বপ্রকারে মৃত্যু) [ভবতি—লাভ হইয়া থাকে] ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ। এই কৃষ্ণভক্তিহীন বহির্ম্মুখ জগৎ যদি শিব-বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবোত্তমগণেরও উপাস্য সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে

ভজনা না করে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকারে মরণমাত্রই লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা জন্ম-মরণের বশীভূত হইয়া সুখ-দুঃখাদি কর্ম্মফলভোগই করিতে থাকে ॥ ৯৫ ॥

চৈতন্যচন্দ্রে অত্যল্পভক্তিমান্ পুরুষও ইন্দ্রাদি দেবগণকে
দাসত্বে নিযুক্ত করিতে সমর্থ—

আশা যস্য পদদ্বন্দ্বে চৈতন্যস্য মহাপ্রভোঃ।
তস্যেন্দ্রো দাসবদ্ভাতি কা কথা নৃপকীটকে ॥ ৯৬ ॥

অন্বয়। চৈতন্যস্য মহাপ্রভোঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর) পদদ্বন্দ্বে (চরণযুগলে) যস্য আশা (যাঁহার আশা), তস্য (তাঁহার নিকট) ইন্দ্রঃ [অপি] দাসবৎ ভাতি (ইন্দ্রও দাসের ন্যায় প্রকাশিত হন) [অন্যে—অন্য] নৃপকীটকে (ক্ষুদ্র কীটতুল্য নৃপতি-সম্বন্ধে) কা কথা (কি কথা)! ৯৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণযুগলে যাঁহার আশা বর্ত্তমান, তাঁহার নিকট সুরপতিও দাসের ন্যায় প্রতিভাত হন, অন্য ক্ষুদ্র কীটতুল্য নৃপতির কথা কি ? ৯৬ ॥

গৌরভজন-চিন্তামণির মহাজনগণ নিজভরণপোষণচিন্তাশূন্য—

যস্যাশা কৃষ্ণচৈতন্যে নৃপদ্বারি কিমর্থিনঃ।
চিন্তামণিময়ং প্রাপ্য কো মূঢ়ো রজতং ব্রজেৎ ॥ ৯৭ ॥

অন্বয়। যস্য অর্থিনঃ (যে যাচকের) কৃষ্ণচৈতন্যে আশা [বর্ত্ততে] (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লাভের আশা আছে) [তস্য—তাহার] নৃপদ্বারি (রাজদ্বারে) কিং (প্রয়োজন কি ?) চিন্তামণিং প্রাপ্য (চিন্তামণি লাভ করিয়া) মূঢ়ঃ অয়ং কঃ (এমন মূঢ় কে ?) রজতং ব্রজেৎ (রজতের নিমিত্ত গমন করে) ? ৯৭ ॥

অনুবাদ। যে যাচকের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণ-ধনে অভিলাষ রহিয়াছে, রাজদ্বারে তাঁহার প্রয়োজন কি? চিন্তামণি লাভ করিয়াও রজতের নিমিত্ত (দূর দেশে) গমন করিয়া থাকে, এমন মূর্খ কে আছে? ৯৭॥

জগতে গৌরভক্তব্যতীত প্রেমোন্মত্তপুরুষ আর কেহ নাই—

ধ্যায়ন্তো গিরিকন্দরেষু বহবো ব্রহ্মানুভূয়াসতে
যোগাভ্যাসপরাশ্চ সন্তি বহবঃ সিদ্ধা মহীমণ্ডলে।
বিদ্যাশৌর্য্যধনাদিভিশ্চ বহবো জল্পন্তি মিথ্যোদ্ধতাঃ
কো বা গৌরকৃপাং বিনাদ্য জগতি প্রেমোন্মদো নৃত্যতি॥

অন্বয়। গিরিকন্দরেষু (পর্ব্বত-গুহায়) বহবঃ (বহু ব্যক্তি) ধ্যায়ন্তঃ (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে) ব্রহ্ম অনুভূয় (ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া) আসতে (অবস্থান করিতেছেন) চ (এবং) মহীমণ্ডলে (পৃথিবীমণ্ডলে) যোগাভ্যাসপরাঃ (অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসরত) বহবঃ সিদ্ধাঃ (অণিমাদি সিদ্ধিলব্ধ বহুব্যক্তি) সন্তি (বর্ত্তমান আছেন) বিদ্যাশৌর্য্য-ধনাদিভিঃ চ (এবং বিদ্যা-বল-ধনাদিদ্বারা) মিথ্যোদ্ধতাঃ (মিথ্যা বিষয়ে প্রমত্ত) বহবঃ (বহুব্যক্তি) জল্পন্তি (বৃথাজল্পনে প্রবৃত্ত আছেন), [কিন্তু] গৌরকৃপাং বিনা (গৌরকৃপা ব্যতীত) জগতি (জগতে) কঃ বা (কেই বা) অদ্য (আজ) প্রেমোন্মদঃ (প্রেমোন্মত্ত) [সন্—হইয়া] নৃত্যতি (নৃত্য করিতেছেন)? ৯৮॥

অনুবাদ। গিরিকন্দরে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রত বহু ধ্যান-তৎপর জ্ঞানযোগী ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং পৃথিবী-মণ্ডলে অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসপরায়ণ অণিমাদিসিদ্ধিলব্ধ বহুপুরুষ বর্ত্তমান আছেন, আরও বহুব্যক্তি প্রাকৃত বিদ্যা-বল-ধনাদি অসত্য-বিষয়েপ্রমত্ত হইয়া বৃথাপ্রজল্পে প্রবৃত্ত আছেন; কিন্তু গৌরহরির কৃপা ব্যতীত জগতে আজ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রেমোন্মদে নৃত্য করিতেছেন? ৯৮॥

গৌরভক্ত কাশীবাস-গয়াশ্রাদ্ধাদি তুচ্ছ-অভিলাষশূন্য—

কাশীবাসীনপি ন গণয়ে কিং গয়াং মার্গয়ামো
মুক্তিঃ শুক্তীভবতি যদি মে কঃ পরার্থপ্রসঙ্গঃ।
ত্রাসাভাসঃ স্ফুরতি ন মহারৌরবেঽপি ক্ব ভীতিঃ
স্ত্রীপুত্রাদৌ যদি কৃপয়তে দেবদেবঃ স গৌরঃ ॥ ৯৯ ॥

অন্বয়। যদি দেবদেবঃ (যদি দেবতাগণেরও উপাস্য) সঃ গৌরঃ (সেই গৌরসুন্দর) কৃপয়তে (কৃপা করেন), [তদা—তাহা হইলে] কাশীবাসীন্ অপি (কাশীবাসিগণকে অর্থাৎ যাঁহারা নির্ভেদমুক্তি লাভের জন্য কাশীবাস অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও) ন গণয়ে (গণনা করি না), কিং গয়াং মার্গয়াম (গয়াধামই বা কি নিমিত্ত অন্বেষণ করিব? অর্থাৎ ফলকামী কর্ম্মীর ন্যায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডাদি প্রদান করিবার জন্য গৌরভক্ত গয়া-শ্রাদ্ধাদির জন্য ব্যস্ত নহেন) যদি মে মুক্তিঃ (যদি আমার সম্বন্ধে মুক্তিই) শুক্তী-ভবতি (শুক্তি-তুল্য হয়) [তর্হি—তাহা হইলে] কঃ পরার্থপ্রসঙ্গঃ (অন্য ত্রিবর্গাদিফলের আর কথা কি!) মহারৌরবে অপি (আর মহারৌরবেও) [যদি] ত্রাসাভাসঃ ন স্ফুরতি (লেশমাত্রও ভয় না হয়), [তদা—তাহা হইলে] স্ত্রীপুত্রাদৌ (স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ে) ক্ব ভীতিঃ (ভয় কোথায়) ? ৯৯ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মশিবাদি দেবতাগণেরও প্রভু সেই শ্রীগৌরসুন্দর যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে কাশীবাসীদিগকেও গণনা করি না, গয়া-ধাম অন্বেষণই বা কি জন্য করিব? যদি মুক্তিই আমার নিকট শুক্তিতুল্য প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মার্থ-কাম এই ত্রিবর্গের কথা আর কি? আর মহারৌরবেও যদি লেশমাত্র ভয় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়েই বা ভীতি কোথায়? ৯৯ ॥

নবম বিভাগ

শ্রীচৈতন্যোৎকর্ষতা

(১০০—১০৯ শ্লোক)

গৌরহরির রূপ-গুণ-মাধুর্য্য-বীর্য্য-ঔদার্য্য দ্বারা সর্ব্বোৎকর্ষতা-বর্ণন—

মত্তকেশরিকিশোরবিক্রমঃ প্রেমসিন্ধুজগদাপ্লবোদ্যমঃ।
কোঽপি দিব্যনবহেমকন্দলীকোমলো জয়তি গৌরচন্দ্রমাঃ ॥

অন্বয়। মত্তকেশরিকিশোরবিক্রমঃ (মত্ত তরুণ সিংহের ন্যায় প্রভাবশালী অর্থাৎ কলিনিগ্রহে যিনি মত্ত সিংহযুবকের ন্যায় বিক্রমশালী), প্রেমসিন্ধু-জগদাপ্লবোদ্যমঃ (প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত করিয়া জগৎ প্লাবিত করিবার জন্য চেষ্টাযুক্ত), দিব্যনবহেমকন্দলীকোমলঃ (দিব্য—মনোহর, নবহেমকন্দলীকোমল—নবপ্রস্ফুটিত হেমকন্দলীর ন্যায় সুকোমল) কঃ অপি গৌরচন্দ্রমাঃ (কোনও অনির্ব্বচনীয় গৌরচন্দ্র) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন) ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ। কলিনিগ্রহে মত্ত তরুণ সিংহের ন্যায় প্রভাব-বিশিষ্ট মনোহর নব-প্রস্ফুটিত-সুবর্ণকলিকা হইতেও সুকোমল, প্রেম-সিন্ধুকে উদ্বেলিত করিয়া বিশ্বপ্লাবনে চেষ্টাবিশিষ্ট কোন অনির্ব্বচনীয় শ্রীগৌরচন্দ্রমা সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০০ ॥

রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাহ্লাদন-বাৎসল্যোদার্য্য-গাম্ভীর্য্য-মাধুর্য্যের সর্ব্বোৎকর্ষতা—

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটির্মধুরিমণি সুধাক্ষীরমাধ্বীককোটি-
র্গৌরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ ॥

অন্বয়। [যঃ—যিনি] সৌন্দর্য্যে (লাবণ্যে) কামকোটিঃ (কোটি কন্দর্প অর্থাৎ যাঁহার লাবণ্যরাশি অসংখ্য মদনকেও ধিক্কার করে) সকলজনসমাহ্লাদনে (সর্ব্বজীবের সুস্নিগ্ধতাবিধানে) চন্দ্রকোটিঃ (কোটি-চন্দ্র অর্থাৎ অগণিত চন্দ্রের স্নিগ্ধতাকেও তুচ্ছ করে) বাৎসল্যে (স্নেহে) মাতৃকোটিঃ (কোটি মাতা অর্থাৎ অসংখ্য মাতার বৎসলতাকেও খর্ব্ব করে) ঔদার্য্যসারে (বদান্যতার পরকাষ্ঠায়) ত্রিদশবিটপিনাং কোটিঃ (কোটি কল্পবৃক্ষ অর্থাৎ অগণিত কল্পতরুর বদান্যতাকেও ধিক্কার করে) গাম্ভীর্য্যে (গম্ভীরতায়) অম্ভোধিকোটিঃ (কোটিসমুদ্র অর্থাৎ যাঁহার গাম্ভীর্য্য সহস্র সহস্র সমুদ্রের গম্ভীরতাকেও পরাভূত করে) মধুরিমণি (মাধুর্য্যে) সুধাক্ষীরমাধ্বীককোটিঃ (কোটি অমৃতসার, দুগ্ধসার ও মধুসার ; 'মাধ্বীক'-শব্দে—মধুজাত সুরা, এইস্থানে 'সুধা'-শব্দ দ্বারা 'অমরত্ব' ও 'অপূর্ব্ব আস্বাদনত্ব', 'ক্ষীর'-শব্দ দ্বারা 'তুষ্টি' ও 'পুষ্টি' এবং 'মাধ্বীক'-শব্দ দ্বারা 'প্রেমোন্মত্ততা' সুচিত হইয়াছে) প্রণয়রসপদে (শৃঙ্গার-রসবিষয়ে) দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ (যিনি কোটি চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসকোবিদ-প্রদর্শিত শৃঙ্গার-রসমাধুর্য্য অপেক্ষা শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদর্শিত প্রণয়রস কোটিগুণে অধিক চমৎকারিতা-বিশিষ্ট) সঃ দেবঃ গৌরঃ (সেই লীলাময় গৌরসুন্দর) জীয়াৎ (জয়যুক্ত হউন্) ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ। যিনি সৌন্দর্য্যে কোটি কন্দর্প, সর্ব্বজীবের সুস্নিগ্ধতা-বিধানে কোটি চন্দ্র, স্নেহে কোটি মাতা, বদান্যতার পরাকাষ্ঠায় কোটি কল্পতরু, গাম্ভীর্য্যে কোটি সমুদ্র, মাধুর্য্যে কোটি অমৃতসার, কোটি দুগ্ধসার ও কোটি মধুসার, শৃঙ্গার-রসবিষয়ে কোটি চমৎকারিতা-(রসবৈচিত্র্য)-প্রদর্শক, সেই লীলাময় গৌরহরি জয়যুক্ত হউন্ ॥ ১০১ ॥

শিব-ব্রহ্মাদিরও বিস্ময়প্রদ স্বীয় ভক্তবৃন্দের নিকট নিজ-মহিমা-
প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরহরি—

স্বপাদাম্ভোজৈকপ্রণয়লহরীসাধনভৃতাং
শিবব্রহ্মাদীনামপি চ সুমহাবিস্ময়ভৃতাম্।
মহাপ্রেমাবেশাৎ কিমপি নটতামুন্মদ ইব
প্রভুর্গৌরো জীয়াৎ প্রকটপরমাশ্চর্য্যমহিমা ॥ ১০২ ॥

অন্বয়। স্বপাদাম্ভোজৈকপ্রণয়লহরীসাধনভৃতাং (স্বীয় পাদপদ্ম-যুগলের, একা—সর্ব্বোৎকর্ষিণী, প্রণয়লহরী—ভাবতরঙ্গ, হৃদয়ে তাহা প্রকট করিবার নিমিত্ত যে সাধন. সেই সাধনভক্তগণের অর্থাৎ স্বীয় পাদপদ্মযুগলের সর্ব্বোৎকর্ষিণী প্রেমলহরী হৃদয়ে প্রকট করিবার জন্য যে সকল সাধনভক্তগণ বিরাজিত, তাঁহাদের) শিবব্রহ্মাদীনাম্ অপি চ (শিব-ব্রহ্মাদিরও) সুমহাবিস্ময়ভৃতাং (নিরতিশয় বিস্ময়প্রদানকারী) মহা-প্রেমাবেশাৎ (মহাভাবে আবেশ নিবন্ধন) উন্মদঃ ইব (উন্মত্তের ন্যায়) কিমপি নটতাং (আশ্চর্য্য নৃত্যকারি-ভক্তগণের) প্রকটপরমাশ্চর্য্যমহিমা (পরমাশ্চর্য্যমহিমা যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই) প্রভুঃ (স্বতন্ত্র ঈশ্বর) গৌরঃ (গৌরসুন্দর) জীয়াৎ (জয়যুক্ত হউন্) ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ। স্বীয় পাদপদ্মযুগলের সর্ব্বোৎকর্ষিণী প্রেমভক্তি-লহরীপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সাধনভক্তিতে অবস্থিত ভক্তগণের এবং শিব-ব্রহ্মাদিরও অত্যন্ত বিস্ময়প্রদানকারী মহাভাবে আবেশ-নিবন্ধন উন্মত্তের ন্যায় চমৎকার নৃত্যশীল ভক্তগণের পরমাশ্চর্য্য-মহিমা যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করুন্ ॥ ১০২ ॥

অতিবিক্রম, তেজঃ, কান্তি, স্নিগ্ধতা, গতিমাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন-
পূর্ব্বক গৌরহরির উৎকর্ষতা বর্ণন—

মাত্তৎ কোটিমৃগেন্দ্রহুঙ্কৃতিরবস্তিগ্মাংশুকোটিচ্ছবিঃ
কোটীন্দূদ্ভটশীতলো গতিজিতপ্রোন্মত্তকোটিদ্বিপঃ।
নাম্না দুর্গতকোটিনিষ্কৃতিকরো ব্রহ্মাদিকোটীশ্বরঃ
কোট্যদ্বৈতশিরোমণির্ব্বিজয়তে শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ ॥ ১০৩ ॥

অন্বয়। মাত্তৎ কোটিমৃগেন্দ্রহুঙ্কৃতিরবঃ (কোটি মত্ত কেশরীর হুঙ্কারের ন্যায় যাঁহার শব্দ) তিগ্মাংশুকোটিচ্ছবিঃ (কোটি সূর্য্য অপেক্ষাও তেজোময় অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট) কোটীন্দূদ্ভটশীতলঃ (কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও অধিক সুশীতল) গতিজিতপ্রোন্মত্তকোটিদ্বিপঃ (কোটি মত্তহস্তীর গতি অপেক্ষাও সুন্দরগতিবিশিষ্ট) নাম্না ('হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি মহামন্ত্র অথবা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', 'বিশ্বম্ভর' প্রভৃতি নামের দ্বারা) দুর্গতকোটিনিষ্কৃতিকরঃ (কোটি দুর্দ্দশাগ্রস্তব্যক্তির নিস্তারক) ব্রহ্মাদিকোটীশ্বরঃ (কোটি কোটি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর) কোট্যদ্বৈতশিরোমণিঃ (কোটি কোটি অদ্বৈতবাদী-দিগের উপাস্য নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপ্রতীতির পরম পরাকাষ্ঠা পরমব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ঘনীভূত নরাকার পরব্রহ্ম) শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ (শ্রীশ্রীশচীনন্দন) বিজয়তে (সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করুন্)॥ ১০৩॥

অনুবাদ। কোটি মত্তকেশরীর হুঙ্কারের ন্যায় গম্ভীর স্বরযুক্ত, কোটি সূর্য্য অপেক্ষাও তেজোময় কান্তিধারী, কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও অধিক সুশীতল, কোটি মত্তগজেন্দ্র-গমন অপেক্ষা সুন্দর গতিবিশিষ্ট, 'হরেকৃষ্ণ'-প্রভৃতি নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা কোটি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির নিস্তারক, কোটি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর, কোটি অদ্বৈতবাদিগণের উপাস্য, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের পরম পরাকাষ্ঠা পরম ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতি-স্বরূপ শ্রীশ্রীশচীনন্দন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন্॥ ১০৩॥

হৃদয়ের অন্ধকার-নাশক নিগূঢ় প্রেম-রসাস্বাদনমার্গ-প্রকাশক
গৌরপ্রদীপ—

যো মার্গো দূরশূন্যো বত ইহ বলবৎকণ্টকো যোঽতিদুর্গো
মিথ্যার্থভ্রামকো যঃ সপদি রসময়ানন্দনিঃস্যন্দকো যঃ।
সদ্যঃ প্রদ্যোতয়ংস্তং প্রকটিতমহিমা স্নেহবান্ হৃদ্গুহায়াঃ
কোঽপ্যন্তর্ধ্বান্তহন্তা স জয়তি নবদ্বীপদীপ্যৎপ্রদীপঃ ॥১০৪॥

অন্বয়। ইহ (এই জগতে) যঃ দূরশূন্যঃ (যাহা 'দূর' অর্থাৎ প্রাকৃতবুদ্ধির অগোচর ও শূন্য অর্থাৎ কর্ম্মাদি চেষ্টার ন্যায় প্রাকৃত স্থূলভাব-রহিত) [যো বা—অথবা যাহা] বত (খেদে) বলবৎকণ্টকঃ (শুষ্কজ্ঞান ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাগ্রহরূপ কণ্টকে অবরুদ্ধ) [অতঃ—অতএব] যঃ অতিদুর্গঃ (যাহা দুষ্প্রবেশনীয়, দুর্গম) যঃ মিথ্যার্থভ্রামকঃ (মিথ্যার্থ—অসত্যবিষয়, তাহাতে সত্যস্বরূপে জ্ঞানোৎপাদক অর্থাৎ যাহা মিছাভক্তি বা ছলভক্তি প্রভৃতিকেই "ভক্তি" বলিয়া সূরিগণেরও ভ্রমোৎপাদন করে) যঃ সপদি রসময়ানন্দ-নিঃস্যন্দকঃ (যাহা আশু প্রেমানন্দরস-প্রবাহক) মার্গঃ (পন্থা) তং (সেই পন্থাকে) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রদ্যোতয়ন্ (প্রকৃষ্টরূপে উদ্দীপ্ত করিয়া) হৃদ্গুহায়াঃ (হৃদয়গুহার) অন্তর্ধ্বান্তহন্তা (অজ্ঞানান্ধকারনাশক) স্নেহবান্ (স্নেহপূর্ণ, দীপ পক্ষে—'স্নেহ' শব্দে তৈল) নবদ্বীপদীপ্যৎপ্রদীপঃ (নবদ্বীপে দীপ্যমান্ প্রদীপস্বরূপ) কোঽপি (কোনও এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ) সঃ জয়তি (জয়যুক্ত হউন) ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ। যে ভক্তিমার্গ প্রাকৃতবুদ্ধির অগোচর এবং কর্ম্মাদির ন্যায় বাহ্যাড়ম্বরশূন্য, হায়! যাহা শুষ্কজ্ঞান ও কর্ম্মাগ্রহরূপ কণ্টকে অবরুদ্ধ সুতরাং অতিশয় দুর্গম, যাহা মিথ্যাবিষয়ে সত্যস্বরূপে ভ্রমোৎপাদক এবং আশুপ্রেমানন্দরসপ্রবাহক, সেই ভক্তিমার্গকে যিনি সদ্য

উদ্দীপ্ত করিয়া চিত্তগুহার অন্তঃস্থলীয় অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করেন এবং যিনি ভক্তিমহিমা-প্রকটকারী, সেই স্নেহ-পূর্ণ নবদ্বীপ-প্রদীপ কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ জয়যুক্ত হউন্ ॥ ১০৪ ॥

নবদ্বীপ-প্রদীপ নিত্য জাজ্বল্যমান—

দূরাদেব দহন্ কুতর্কশলভান্ কোটীন্দুসংশীতলো
জ্যোতিঃ কন্দলসদ্মসন্মধুরিমা বাহ্যান্তরধ্বান্তহৃৎ।
সস্নেহাশয়বর্ত্তিদিব্যবিসরত্তেজাঃ সুবর্ণদ্যুতিঃ
কারুণ্যাদিহ জাজ্বলীতি স নবদ্বীপপ্রদীপোঽদ্ভুতঃ ॥ ১০৫ ॥

অন্বয়। কুতর্কশলভান্ (কুতর্করূপ পতঙ্গসকলকে) দূরাৎ এব (দূর হইতেই) দহন্ (দগ্ধ করিতে করিতে) কোটীন্দুসংশীতলঃ (কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল) জ্যোতিঃকন্দলসদ্ম (জ্যোতিঃপুঞ্জের আবাসস্থল) সৎ-মধুরিমা (সৎ—উৎকৃষ্ট, মধুরিমা—মাধুর্য্য অর্থাৎ অতিশয় মধুর) বাহ্যান্তরধ্বান্তহৃৎ (বাহ্য ও অভ্যন্তরের অন্ধকার-নাশক) সস্নেহাশয়বর্ত্তি-দিব্যবিসরত্তেজাঃ (সস্নেহ—স্নেহের সহিত বর্ত্তমান—অপরপক্ষে ঘৃতাদি দ্রববস্তুর সহিত বর্ত্তমান, যে আশয় অন্তঃকরণ—অপরপক্ষে আধার, তাহাই বর্ত্তি—শলাকা, তাহা হইতে 'দিব্যবিসরত্তেজঃ' দিব্য—সুন্দররূপে, 'বিসরৎ' নির্গত হইতেছে তেজঃ যাঁহার তিনি, অর্থাৎ স্নেহতৈলের সহিত বর্ত্তমান অন্তঃকরণরূপ বর্ত্তিকা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া যাঁহার তেজ নির্গত হইতেছে) সুবর্ণদ্যুতিঃ (সুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট) অদ্ভুতঃ (অপ্রাকৃত) সঃ নবদ্বীপপ্রদীপঃ (সেই নবদ্বীপ-প্রদীপ) কারুণ্যাৎ (করুণাবশতঃ) ইহ (এই প্রপঞ্চে) জাজ্বলীতি (দেদীপ্যমান্ আছেন) ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ। যে অপ্রাকৃত-প্রদীপ দূর হইতেই কুতর্করূপ পতঙ্গ-সমূহকে দগ্ধ করিতেছেন, যাহা কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল ও জ্যোতিঃ-পুঞ্জের আবাসস্থল, অতিশয় স্নিগ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তরের অন্ধকার-নাশক, স্নেহযুক্ত

অন্তঃকরণরূপ বর্ত্তিকা হইতে যাঁহার দিব্যতেজো বিনির্গত হইতেছে এবং যাঁহার কান্তি সুবর্ণের ন্যায়, সেই নবদ্বীপ-প্রদীপ (গৌরসুন্দর) কৃপাপূর্ব্বক এই প্রপঞ্চে দীপ্তি পাইতেছেন॥ ১০৫॥

বিভাবাদি সাত্ত্বিকভাব-শোভিত গৌরহরি—

চীৎকারৈর্দশদিঙ্মুখং মুখরয়ন্নট্টট্টহাসচ্ছটা-
বীচীভিঃ স্ফুটকুন্দকৈরবগণপ্রোদ্ভাসি কুর্ব্বন্নভঃ।
সর্ব্বাঙ্গং পবনোচ্চলচ্চলদলপ্রায়প্রকম্পং দধ-
ন্মত্তঃ প্রেমরসোন্মদাপ্লুতগতির্গৌরো হরিঃ শোভতে ॥১০৬॥

অন্বয়। চীৎকারৈঃ (চীৎকার দ্বারা—হর্ষবিষাদ জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত উচ্চারিত শব্দদ্বারা) দশদিঙ্মুখং (দশদিক্) মুখরয়ন্ (মুখরিত—প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে) অট্টট্টহাসচ্ছটাবীচীভিঃ (অট্ট-হাস্যের কান্তিলহরী দ্বারা) নভঃ (গগনমণ্ডলকে) স্ফুটকুন্দকৈরবগণ-প্রোদ্ভাসি কুর্ব্বন্ (প্রস্ফুটিত কুন্দ ও কুমুদ পুষ্প দ্বারা পরম উজ্জ্বল করিতে করিতে) পবনোচ্চলচ্চলদলপ্রায় প্রকম্পং (পবনোচ্চল—বায়ু দ্বারা চালিত, চলদল—অশ্বত্থবৃক্ষ, তৎপ্রায়—তাহার ন্যায়, প্রকম্পং—প্রকম্পিত) সর্ব্বাঙ্গং (সর্ব্বাঙ্গ) দধৎ (ধারণ করিয়া) প্রেমরসোন্মদাপ্লুতগতিঃ (প্রেমরসোন্মদ —প্রেমোত্থ হর্ষগর্ব্ব, তদ্দ্বারা আপ্লুতগতি—বিবিধ গতির মধ্যে উল্লম্ফন বা উদ্দণ্ড নৃত্যরূপ গতিবিশেষ অর্থাৎ প্রেমরসোত্থ-হর্ষগর্ব্বমদে মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যশীল) মত্তঃ গৌরঃ হরিঃ শোভতে (মত্ত গৌরহরি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন)॥ ১০৬॥

অনুবাদ। হর্ষবিষাদে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া, উচ্চ শব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে, অট্ট-অট্ট-হাস্যচ্ছটালহরী দ্বারা বিকসিত কুন্দ ও কুমুদ-কুসুমের ন্যায় গগনমণ্ডল পরম উজ্জ্বল করিতে করিতে, বায়ুচালিত চঞ্চল অশ্বত্থতরুর ন্যায় প্রকম্পিত অঙ্গসমূহ ধারণ-

পূর্ব্বক প্রেমরসোত্থ হর্ষগর্ব্বাদিমদে উদ্দণ্ড নৃত্যশীল মত্ত গৌরহরি সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০৬ ॥

শচীগর্ত্তসিন্ধুমাঝে উদিত নিষ্কলঙ্ক, প্রেমামৃত-বর্ষণকারী গৌরচন্দ্র—

নির্দ্দোষশ্চারুনৃত্যোবিধুতমলিনতা বক্রভাবঃ কদাচি-
ন্নিঃশেষপ্রাণিতাপত্রয়হরণমহাপ্রেমপীযূষবর্ষী।
উদ্ভূতঃ কোঽপি ভাগ্যোদয়রুচিরশচীগর্ত্তদুগ্ধাম্বুরাশে-
র্ভক্তানাং হৃচ্চকোরস্বাদিতপদরুচির্ভাতি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ ॥

অন্বয়। নির্দ্দোষঃ (নির্দ্দোষ—কলঙ্করহিত অথবা 'নির' নাই দোষা রাত্রির বা অন্ধকারের অপেক্ষা যাঁহার, তিনি—সদা প্রকাশমান) চারু-নৃত্যঃ (মনোহর নৃত্যশীল) বিধুতমলিনতা বক্রভাবঃ (মলিনতা ও বক্রভাবশূন্য) নিঃশেষ-প্রাণিতাপত্রয়হরণমহাপ্রেমপীযূষবর্ষী (সর্ব্বজীবের তাপত্রয় দূর করিবার নিমিত্ত প্রেম-পীযূষবর্ষণকারী) ভক্তানাং হৃচ্চকোরস্বাদিত-পদরুচিঃ (ভক্তদিগের চিত্তচকোর, তদ্দ্বারা আস্বাদিত পদ—কিরণ, রুচি—মাধুরী, অর্থাৎ ভক্তগণের চিত্তচকোর যাঁহার কিরণমাধুর্য্য আস্বাদন করে) কোঽপি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ (কোন অনির্ব্বচনীয় পুরুষ শ্রীগৌরচন্দ্র) ভাগ্যোদয়-রুচিরশচীগর্ত্তদুগ্ধাম্বুরাশেঃ (ভাগ্যোদয়—ভাগ্যের উদয়, রুচির—পরম-সুন্দরী, শচীদেবীর গর্ত্তরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে) উদ্ভূতঃ (উদিত) [সন্—হইয়া] ভাতি (দীপ্তিলাভ করিতেছেন) ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ। নিষ্কলঙ্ক সদোদিত, মনোহর নৃত্যশীল, মলিনতা ও বক্রভাবশূন্য, সর্ব্বজীবের তাপত্রয় দূরীকরণার্থ প্রেম-পীযূষবর্ষণকারী, ভক্তগণের চিত্তচকোরস্বাদিত-কিরণ-মাধুরী (অর্থাৎ ভক্তগণের চিত্তচকোর যাঁহার কিরণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন) কোন অনির্ব্বচনীয় শ্রীগৌরচন্দ্র ভাগ্যবতী ও পরমা সুন্দরী শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীরাব্ধি হইতে উদিত হইয়া দীপ্তিলাভ করিতেছেন ॥ ১০৭ ॥

সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভরসে বিহ্বলা শ্রীমতী রাধিকার ভাবে নিমগ্ন
শ্রীগৌরহরি—

সিঞ্চন্ সিঞ্চন্নয়নপয়সা পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তং
মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ প্রতিমুহুরহো দীর্ঘনিঃশ্বাসজাতম্।
উচ্চৈঃ ক্রন্দন্ করুণকরুণোদ্গীর্ণহাহেতি রাবো
গৌরঃ কোঽপি ব্রজবিরহিণীভাবমগ্নশ্চকাস্তি ॥ ১০৮ ॥

অন্বয়। ব্রজবিরহিণীভাবমগ্নঃ [সন্] (কৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীমতী রাধিকার মহাভাবামৃত-জলধিমগ্ন হইয়া) নয়নপয়সা (অশ্রুধারায়) পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তং (পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলের প্রান্তভাগকে) সিঞ্চন্ সিঞ্চন্ (পুনঃ পুনঃ সেচন করিতে করিতে) অহো ! (আহা !) দীর্ঘনিঃশ্বাসজাতং (দীর্ঘনিশ্বাসসমূহ) প্রতিমুহুঃ (প্রতিক্ষণে) মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ (বারম্বার পরিত্যাগ করিতে করিতে) উচ্চৈঃ ক্রন্দন্ (উচ্চক্রন্দন করিয়া) করুণ-করুণোদ্গীর্ণহাহেতি রাবঃ (যিনি অতি করুণ-রসসূচক 'হা' 'হা' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন) কঃ অপি গৌরঃ (কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর) চকাস্তি (নিজভাব প্রকাশ-পূর্ব্বক সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন) ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ। যিনি ব্রজে কৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীমতী রাধিকার মহা-ভাবামৃত-জলধিতে মগ্ন হইয়া নয়নজলে পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশের প্রান্ত-ভাগকে পুনঃ পুনঃ সিঞ্চন করিতেছেন, অহো !) যিনি মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে, অতি করুণ রসসূচক 'হা' 'হা' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, এতাদৃশ কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর নিজভাব প্রকাশ-পূর্ব্বক সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০৮ ॥

রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরহরি—

বিভ্রদ্বর্ণং কিমপি দহনোত্তীর্ণসৌবর্ণসারং
দিব্যাকারং কিমপি কলয়ন্ দৃপ্তগোপালবালঃ।
আবিষ্কুর্ব্বন্ ক্বচিদবসরে তত্তদাশ্চর্য্যলীলাং
সাক্ষাদ্রাধামধুরিপুবপুর্ভাতি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ ॥ ১০৯ ॥

অন্বয়। দহনোত্তীর্ণসৌবর্ণসারং (অগ্নি হইতে উত্থিত তপ্ত স্বর্ণসারের ন্যায়) কিং অপি বর্ণং (অনির্ব্বচনীয় বর্ণ) বিভ্রৎ (ধারণ করিয়া) দৃপ্তগোপালবালঃ [সন্] (দৃপ্ত—উদ্দীপ্ত অর্থাৎ প্রকাশিত, গোপাল-বাল—বালগোপাললীলা, অর্থাৎ বালগোপাললীলা প্রকাশ করিয়া) কিং অপি দিব্যাকারং (অনির্ব্বচনীয় চিন্ময়বিগ্রহ) কলয়ন্ (ধারণ করিয়া) ক্বচিৎ অবসরে (কোন সময়ে) তত্তদাশ্চর্য্যলীলাং (সেই সেই অতিশয় চমৎকারিণী লীলা) আবিষ্কুর্ব্বন্ (প্রকাশ করিয়া) সাক্ষাদ্রাধা-মধুরিপুবপুঃ (সাক্ষাৎ রাধামাধব-মিলিত-তনু) গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ (শ্রীগৌর-সুন্দর) ভাতি (পরমশোভায় শোভিত হইতেছেন) [শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামীও বলিয়াছেন,—রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হ্লাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্য-তত্ত্বরূপে প্রকট।] ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ। দহনোত্তীর্ণ-তপ্তকাঞ্চনসারের ন্যায় কোনও এক অনির্ব্বচনীয় বর্ণ ধারণ-পূর্ব্বক বালগোপাললীলাপ্রকাশ, কখনও বা কোন এক অনির্ব্বচনীয় চিন্ময়বিগ্রহে অতিশয় চমৎকারিণী কৈশোরলীলা আবিষ্কার-পূর্ব্বক সাক্ষাৎ রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ১০৯ ॥

দশম বিভাগ

অবতার-মহিমা

(১১০—১৩০ শ্লোক)

বজ্রতুল্য কঠিন হৃদয়কেও দ্রবকারী কৃষ্ণনামের সহিত অবতীর্ণ গৌরাবতারের মহিমা—

অকস্মাদেবাবির্ভবতি ভগবন্নামলহরী
পরীতানাং পাপৈরপি পুরুভিরেষাং তনুভৃতাম্ ।
অহো বজ্রপ্রায়ং হৃদপি নবনীতায়িতমভূ-
ন্নৃণাং লোকে যস্মিন্নবতরতি স গৌরো মম গতিঃ ॥ ১১০ ॥

অন্বয়। নৃণাং লোকে (মনুষ্যলোকে অর্থাৎ প্রপঞ্চে) যস্মিন্ অবতরতি [সতি] (যিনি অবতীর্ণ হইলে) অহো ! পুরুভিঃ পাপৈঃ (সুমহৎ পাপপুঞ্জ দ্বারা) পরীতানাং (পরিবৃত) এষাং তনুভৃতাং অপি (এই সকল দেহধারিগণের সম্বন্ধেও) ভগবন্নামলহরী (শ্রীকৃষ্ণের নাম-তরঙ্গ অর্থাৎ "হরেকৃষ্ণ" "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি শ্রীনাম-পরিপাটী) অকস্মাৎ এব (সহসাই) আবির্ভবতি (প্রকাশিত হইয়াছেন), বজ্রপ্রায়ং হৃৎ অপি (কর্ম্মজ্ঞানাদি অথবা নানাপ্রকার অনর্থ দ্বারা বজ্রের ন্যায় কঠিন হৃদয়ও) নবনীতায়িতং অভূৎ (নবনীতের ন্যায় স্নেহে কোমল ও দ্রবীভূত হইয়াছে), সঃ গৌরঃ (সেই গৌরসুন্দর) মম গতিঃ [ভবতু] (আমার গতি হউন্) ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ। মনুষ্যলোকে যিনি অবতীর্ণ হইলে, অহো ! সুমহৎ পাপপুঞ্জে পরিবৃত দেহধারিগণের সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণনাম-তরঙ্গ অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়াছেন এবং অপরাধ-কঠিন অশ্মসার হৃদয়ও নবনীতের ন্যায় স্নেহে দ্রবীভূত হইয়াছে, সেই গৌরসুন্দরই আমার একমাত্র গতি হউন্ ॥

গৌরাবতারে সাধনমাত্র-রহিত নিষিদ্ধাচাররত ব্যক্তিগণেরও
প্রেমানন্দ-প্রাপ্তি—

ন যোগো ন ধ্যানং ন চ জপতপস্ত্যাগনিয়মা
ন বেদা নাচারঃ ক্ব নু বত নিষিদ্ধাদ্যুপরতিঃ।
অকস্মাচ্চৈতন্যেঽবতরতি দয়াসারহৃদয়ে
পুমর্থানাং মৌলিং পরমিহ মুদা লুণ্ঠতি জনঃ ॥ ১১১ ॥

অন্বয়। অকস্মাৎ দয়াসারহৃদয়ে চৈতন্যে ইহ অবতরতি [সতি] (অকস্মাৎ ইহ-জগতে পরমদয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলে) [যস্য—যাঁহার] ন যোগঃ ন ধ্যানং ন চ জপতপস্ত্যাগনিয়মাঃ [সন্তি] (যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, ত্যাগ ও নিয়ম কিছুই নাই) ন বেদাঃ ন আচারঃ (বেদাধ্যয়ন ও সদাচারও নাই) নিষিদ্ধাদ্যুপরতিঃ বত ক্ব নু (হায়! নিষিদ্ধাদি কর্ম্মে নিবৃত্তিই বা কোথায়! অর্থাৎ যাঁহার পাপকর্ম্মে নিবৃত্তিও নাই) [তাদৃশঃ] জনঃ (তাদৃশ ব্যক্তি) পুমর্থানাং মৌলিং পরং (পুরুষার্থ-শিরোমণি উৎকৃষ্টপ্রেম) মুদা (হৃষ্টচিত্তে) লুণ্ঠতি (লুণ্ঠন করিতেছেন) ॥১১১॥

অনুবাদ। পরমদয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব ইহ-জগতে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইলে যাঁহার যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, ত্যাগ, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, সদাচার এই সকল কিছুই ছিল না, হায়! এমন কি, যাঁহার পাপাদি কর্ম্মে নিবৃত্তিও নাই, সেইরূপ ব্যক্তিও পরম হর্ষে পুরুষার্থ-শিরোমণি পরমপ্রেম লুণ্ঠন করিতেছেন! ১১১ ॥

কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত ও যোগীদিগের কঠিন চিত্তকেও দ্রবকারী
গৌরাবতারের মহিমা—

মহাকর্ম্মস্রোতো নিপতিতমপি স্থৈর্য্যময়তে
মহাপাষাণেভ্যোঽপ্যতিকঠিনমেতি দ্রবদশাম্।
নটত্যূর্দ্ধং নিঃসাধনমপি মহাযোগমনসাং
ভুবি শ্রীচৈতন্যেঽবতরতি মনশ্চিত্রবিভবে ॥ ১১২ ॥

অন্বয়। চিত্রবিভবে (চিত্র—আশ্চর্য্য, বিভব—সামর্থ্য যাঁহার, ভাবে সপ্তমী ; আশ্চর্য্যবিভবযুক্ত) শ্রীচৈতন্যে ভুবি অবতরতি [সতি] (শ্রীচৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে) [কর্ম্মিণাং—কর্ম্মিকুলের] মনঃ (মন) মহাকর্ম্মস্রোতোনিপতিতং অপি (মহাকর্ম্মরূপ প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও) স্থৈর্য্যং অয়তে (গৌরসুন্দরের প্রেম লাভ করিয়া স্থিরতাপ্রাপ্ত হইতেছে) [এবং] মহাপাষাণেভ্যঃ অতি কঠিনং অপি (মহাপাষাণ হইতেও অতিশয় কঠিন হইলেও) [মনঃ] দ্রবদশাং এতি (মন ভক্তিরস দ্বারা দ্রবতাপ্রাপ্ত হইতেছে), মহাযোগমনসাং অপি (মহাযোগাদিসাধনে মন অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যাঁহাদের, তাঁহাদিগেরও) [মনঃ—মন] নিঃসাধনং (যোগাদি হইতে বিরত হইয়া) ঊর্দ্ধং নটতি (ঊর্দ্ধে নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ যোগাদি অক্ষজসাধন পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ চিদ্বিলাসরাজ্যে প্রেমানন্দাস্বাদন করিতেছে) ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ। আশ্চর্য্যবিভবশালী শ্রীচৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, কর্ম্মিকুলের মন মহাকর্ম্ম-প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও, প্রেমলাভ করিয়া স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হইতেছে এবং মহাপাষাণ হইতেও অতিশয় কঠিন মনও ভক্তি-রসে দ্রবতা প্রাপ্ত হইতেছে। মহাযোগাদি-সাধনে চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও মন যোগাদি (অক্ষজ)-সাধন হইতে বিরত হইয়া ঊর্দ্ধে নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ অধোক্ষজ চিদ্বিলাস-রাজ্যে প্রেমাস্বাদন করিতেছে ॥ ১১২ ॥

গৌরাবতারে বিষয়ী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীদিগের নিজ-নিজ-ধর্ম্ম
পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রেমরসোন্মত্ততা—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥১১৩॥

অন্বয়। চৈতন্যচন্দ্রে পরাং ভক্তিযোগপদবীং আবিষ্কুর্ব্বতি [সতি] (শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রেষ্ঠা ভক্তিযোগপদবী অর্থাৎ রাগানুগীয় ভজনমার্গ আবিষ্কার করিলে) বিষয়িণঃ (প্রাকৃত-বিষয়রসে মগ্ন ব্যক্তিগণ) স্ত্রীপুত্রাদিকথাং (স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণসম্বন্ধিনী গ্রাম্যকথা) জহুঃ (ত্যাগ করিয়াছিলেন) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ অর্থাৎ দার্শনিক, আলঙ্কারিক, নৈয়ায়িক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ) শাস্ত্রপ্রবাদং (শাস্ত্রসম্বন্ধী বাদ-বিসম্বাদ) [জহুঃ—পরিত্যাগ করিয়াছিলেন], যোগীন্দ্রাঃ (যোগিশ্রেষ্ঠগণ) মরুন্নিয়মজং ক্লেশং (মরুৎ—পবন, নিয়ম—বশীকরণ, তজ্জন্য ক্লেশ অর্থাৎ প্রাণায়াম-কুম্ভকাদি দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণ-বায়ু নিরোধজন্য সাধন-ক্লেশ) বিজহুঃ (বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন) তাপসাঃ (তপস্বিগণ) তপঃ (তপস্যা) [জহুঃ—ত্যাগ করিয়াছিলেন], যতয়ঃ চ যতিগণও অর্থাৎ নির্ভেদজ্ঞানসন্ন্যাসিগণও) জ্ঞানাভ্যাসবিধিং (নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান) জহুঃ (পরিত্যাগ করিয়াছিলেন), [তদা—তখন] অন্যঃ রসঃ ন এব আসীৎ (ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন রসই ছিল না, অর্থাৎ বিষয়িগণের প্রাকৃত-রস, আলঙ্কারিক, দার্শনিক প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রাকৃত-শাস্ত্ররস, যোগিগণের পারমাত্মরস, নির্ভেদজ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরস—কোনটীই 'অদ্বয়জ্ঞানরসের' নিকট 'রস' বলিয়া বোধ হইল না; কারণ রতিরূপা ভগবৎসম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি বা স্থায়িভাব, 'বিভাব' 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর মিলনে যে চমৎকার ভক্তিরস উৎপাদন করে, তাহার নিকট অন্যান্য প্রাকৃত বা খণ্ডরস 'রস'-পদবাচ্যই হইতে পারে না) ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বি-

গণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই ॥ ১১৩ ॥

গৌরাবতারে বেদগুহ্য উন্নতোজ্জ্বল-রসপ্রচার ও সর্ব্ব-সাধারণের প্রেমপ্রাপ্তি—

অভূদ্‌গেহে গেহে তুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনরবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি ॥ ১১৪ ॥

অন্বয়। জগতি (জগতে) গৌরে অবতরতি [সতি] (গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইলে) গেহে গেহে (গৃহে গৃহে) তুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনরবঃ অভূৎ (তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছিল) দেহে দেহে (প্রতি শরীরেই) বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ (বিপুল অর্থাৎ পরিপুষ্ট, রোমাঞ্চ-অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিকবিকার, ব্যতিকর—সমূহ) বভৌ (শোভা পাইয়াছিল), স্নেহে স্নেহে (প্রেম-পরিপাকই স্নেহ ; প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে) আম্নায়াৎ অপি ('আম্নায়'-শব্দে শ্রুতি বা বেদ, তাহা হইতেও) দবীয়সী (অর্থাৎ সুদূরতরা) পরমমধুরোৎকর্ষ-পদবী অপি (পরমা ও মধুরা শ্রেষ্ঠা পদবীও) [প্রকটীভূতা—প্রকাশিতা হইয়াছে] ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছে, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রু-কদম্ব শোভা পাইয়াছে, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচর পরমা মধুরা শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিতা হইয়াছে ॥ ১১৪ ॥

প্রেম-রসবন্যায় ভুবন-প্লাবনকারী চৈতন্যাবতারের মহিমা—

অকস্মাদেবৈতদ্ভুবনমভিতঃ প্লাবিতমভূৎ
মহাপ্রেমাম্ভোধেঃ কিমপি রসবন্যাভিরখিলম্।
অকস্মাচ্চাদৃষ্টাশ্রুতচর বিকারৈরলমভূ-
চ্চমৎকারঃ কৃষ্ণে কনকরুচিরাঙ্গেঽবতরতি ॥ ১১৫ ॥

অন্বয়। কনকরুচিরাঙ্গে কৃষ্ণে অবতরতি [সতি] (সর্ব্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কনককান্তি ধারণ-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলে) মহাপ্রেমাম্ভোধেঃ (মহাপ্রেমবারিধির) কিমপি রসবন্যাভিঃ (রসবন্যা দ্বারা) অখিলং এতৎ ভুবনং (এই নিখিল-জগৎ) অভিতঃ (সর্ব্বদিকে) অকস্মাৎ এব প্লাবিতং অভূৎ (অকস্মাৎই প্লাবিত হইয়াছিল), অকস্মাচ্চ অদৃষ্টা-শ্রুতচরবিকারৈঃ (এবং অকস্মাৎ যাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট ও শ্রুত হয় নাই এবম্ভূত প্রেমবিকার দ্বারা) অলং (অত্যন্ত) চমৎকারঃ অভূৎ (চমৎকৃত হইয়াছিল) ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কনক-কান্তি ধারণ-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলে মহাপ্রেমবারিধির রসবন্যায় এই নিখিল-জগৎ অকস্মাৎ সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুত-চর প্রেম-বিকারদ্বারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল ॥ ১১৫ ॥

গৌরাবতারে পণ্ডিতাভিমানী কর্ম্মী, তপস্বীরও প্রেম-প্রাপ্তি—

উদ্‌গৃহ্ণন্তি সমস্তশাস্ত্রমভিতো দুর্ব্বারগর্ব্বায়িতা
ধন্যম্মন্যধিয়শ্চ কর্ম্মতপসাদ্যুচ্চাবচেষু স্থিতাঃ।
দ্বিত্রাণ্যেব জপন্তি কেচন হরের্নামানি বামাশয়াঃ
পূর্ব্বং সংপ্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ ॥১১৬॥

অন্বয়। দুর্ব্বার গর্ব্বায়িতাঃ [জনাঃ] (দুর্নিবার গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত ব্যক্তিগণ) সমস্তশাস্ত্রং (সমগ্র শাস্ত্র) অভিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) উদ্‌গৃহ্ণন্তি (সংগ্রহ করিতেন অথবা আমরা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে ?—এইরূপ অহঙ্কার করিতেন) ধন্যম্মন্যধিয়ঃ চ (এবং যাঁহারা নিজ নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন) কর্ম্মতপসা-দ্যচ্চাবচেষু স্থিতাঃ (স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম তথা তপস্যা সাংখ্যযোগাদিমার্গে উচ্চনীচভাবে অবস্থিত) কেচন (কোন কোন ব্যক্তি) দ্বিত্রাণ্যেব (দুইতিনবার মাত্র) হরেঃ নামানি (হরির নামাবলী) জপন্তি (জপ করিতেন), [তত্রাপি তে—তত্রাপি তাঁহারা] বামাশয়াঃ (কুটিলচিত্ত অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে রত) [আসন্—ছিলেন] [এবং] সর্ব্বং পূর্ব্বম্ [আসীৎ] (পূর্ব্বে এই সকল অবস্থা ছিল) সম্প্রতি (এখন) গৌরচন্দ্রে উদিতে [সতি] (গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে) প্রেমাপি সাধারণঃ [অভূৎ] (প্রেমও সাধারণ হইল অর্থাৎ আপামর সর্ব্বজনে প্রেম প্রাপ্ত হইল)॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ। কোন কোন ব্যক্তি দুর্নিবার গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সমগ্রশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে সংগ্রহ করিতেন, অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি কেহ নাই'—এইরূপ মনে করিতেন। কেহ কেহ বা নিজেই নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল কৃতার্থম্মন্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, তথা তপস্যা, সাংখ্য-যোগাদিমার্গে উচ্চনীচভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ দুই তিনবারমাত্র হরির নামাবলী জপ করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত কৈতবপূর্ণই ছিল। পূর্ব্বের অবস্থা এই প্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে 'প্রেম'ও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ আপামর সর্ব্বসাধারণেই প্রেম প্রাপ্ত হইল ॥ ১১৬ ॥

গৌরাবতারে বালক, বৃদ্ধ, জড়মতি, অন্ধ, বধির প্রভৃতিরও
প্রেম-রসোন্মত্ততা—

দেবে চৈতন্যনামন্যবতরতি সুরপ্রার্থ্যপাদাব্জসেবে
বিশ্বদ্রীচীঃ প্রবিস্তারয়তি সুমধুরপ্রেমপীযূষবীচীঃ।
কো বালঃ কশ্চ বৃদ্ধঃ ক ইহ জড়মতিঃ কা বধূঃ কো বরাকঃ
সর্ব্বেষামৈকরস্যং কিমপি হরিপদে ভক্তিভাজাং বভূব ॥১১৭॥

অন্বয়। সুরপ্রার্থ্যপাদাব্জসেবে (সুরগণ যাঁহার পাদপদ্ম-সেবা-বাঞ্ছা করেন, সেই) চৈতন্যনামনি (চৈতন্যনামধেয়) দেবে (লীলাময়-পুরুষ অথবা যিনি রাধিকার ভাবাঙ্গীকার-পূর্ব্বক স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে অভিলাষ করেন,) অবতরতি [সতি] (অবতীর্ণ হইলে) বিশ্বদ্রীচীঃ (বিশ্বব্যাপিনী) সুমধুর-প্রেমপীযূষবীচীঃ (অতি সুমধুর প্রেমপীযূষলহরী) প্রবিস্তারয়তি [সতি] (প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে কঃ বালঃ কশ্চ বৃদ্ধঃ (কি বালক, কি বৃদ্ধ) কঃ জড়মতিঃ কা বধূঃ (কি জড়মতি, কি স্ত্রীলোক) কঃ বরাকঃ (কি শোচনীয় নীচ ব্যক্তি) ইহ (সংসারে) সর্ব্বেষাং ভক্তিভাজাং (সর্ব্বভক্তিভাজনদিগের) হরিপদে (শ্রীহরিচরণে) কিমপি ঐকরস্যং বভূব (কি প্রকার অপূর্ব্ব প্রেমরস হইয়াছিল অর্থাৎ সকলেরই শ্রীহরি-চরণে এক অপূর্ব্ব অদ্বয়জ্ঞান-রস উদিত হইয়াছিল) ॥১১৭॥

অনুবাদ। সুরগণ যাঁহার পাদপদ্ম-সেবা বাঞ্ছা করেন, সেই লীলাময় পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বব্যাপিনী সুমধুর প্রেমপীযূষলহরী (সর্ব্বত্র) প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি জড়মতি, কি শোচনীয় নীচব্যক্তি—এই সংসারে সকলেরই ভক্তিলাভে যোগ্যতা এবং শ্রীহরির চরণে কোনও এক অপূর্ব্ব চমৎকারময় অদ্বয়জ্ঞানরস উদিত হইয়াছিল ॥ ১১৭ ॥

গৌরাবতারে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ-বর্গের আবির্ভাব—

সর্ব্বে শঙ্করনারদাদয় ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি
প্রাপ্তা দেবহলায়ুধোঽপি মিলিতো জাতাশ্চ তে বৃষ্ণয়ঃ ॥
ভুয়ঃ কিং ব্রজবাসিনোঽপি প্রকটা গোপালগোপ্যাদয়ঃ
পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরেঽবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥ ১১৮ ॥

অন্বয়। পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরে শ্রীগৌরচন্দ্রে (প্রেমরসরসিক-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র) ভুবি (পৃথিবীতে) অবতরতি [সতি] (অবতীর্ণ হইলে) সর্ব্বে শঙ্করনারদাদয়ঃ (শঙ্কর, নারদাদি সকলেই অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি-রূপে) ইহ (এই প্রপঞ্চে) আয়াতাঃ (আগমন করিয়াছিলেন), স্বয়ং শ্রীঃ অপি (স্বয়ং লক্ষ্মীও শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া-রূপে) প্রাপ্তা (আবির্ভূতা হইয়াছিলেন), দেবহলায়ুধঃ অপি (স্বয়ং ভগবান্ হইতে অভিন্ন তদীয় প্রকাশস্বরূপ বলদেবও) মিলিতঃ (নিত্যানন্দস্বরূপে বিরাজ করিতেছিলেন) তে বৃষ্ণয়শ্চ (যাদবগণও শচী, জগন্নাথমিশ্র প্রভৃতি-রূপে) জাতাঃ (অবতীর্ণ হইয়াছিলেন) কিং ভূয়ঃ (আর অধিক কি বলিব) ব্রজবাসিনঃ গোপালগোপ্যাদয়ঃ অপি (নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি দাসগণ, সুবলাদি-প্রমুখ সখিগণ, ব্রজগোপীগণ এবং 'আদি' শব্দে যোগমায়া প্রভৃতি শক্তিগণ সকলেই) প্রকটাঃ (প্রকটিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণ সকলেই গৌরলীলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন) ॥ ১১৮ ॥

অনুবাদ। প্রেমরসরসিক-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, শঙ্কর, নারদাদি সকলেই (অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তরূপে) আগমন করিয়াছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীও (শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে) আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; স্বয়ং ভগবান্ হইতে

অভিন্ন তদীয় প্রকাশস্বরূপ বলদেব (পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়-রূপে) বিরাজ করিতেছিলেন। যাদবগণও (শচী, জগন্নাথ প্রভৃতিতে) প্রকাশিত হইয়াছিলেন, আর অধিক কি বলিব, নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি দাসগণ, সুবলাদি-প্রমুখ সখাসকল এবং গোপী-প্রমুখ শক্তিগণ কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১১৮ ॥

গৌরাবতারে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদবর্গের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেমানন্দপ্রাপ্তি—

ভৃত্যাঃ স্নিগ্ধা অতিসুমধুরপ্রোজ্জ্বলোদারভাজ-
স্তৎ পাদাব্জদ্বিতয়সবিধে সর্ব্ব এবাবতীর্ণাঃ।
প্রাপুঃ পূর্ব্বাধিকতর মহাপ্রেমপীযুষলক্ষ্মীং
স্বপ্রেমাণং বিতরতি জগত্যদ্ভুতং হেমগৌরে ॥ ১১৯ ॥

অন্বয়। হেমগৌরে (তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর) অদ্ভুতম্ স্বপ্রেমাণং (অলৌকিক স্বীয় প্রেম) জগতি (পৃথিবীতে) বিতরতি [সতি] (বিতরণ করিলে) ভৃত্যাঃ (দাসগণ) স্নিগ্ধাঃ (সখিগণ) অতিসুমধুরপ্রোজ্জ্বলোদারভাজঃ (অতি সুমধুর—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরহিত মাধুর্য্য-ময়, প্রোজ্জ্বল—উন্নত-উজ্জ্বল, উদার—মনোহর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য কেবল মাধুর্য্যময় উন্নত-উজ্জ্বল মনোহর রসের সেবিকা প্রেয়সীবর্গও) সর্ব্বে এব (সকলেই) তৎপাদাব্জদ্বিতয়সবিধে (তাঁহার পাদপদ্মযুগল সন্নিধানে) অবতীর্ণাঃ [সন্তঃ] (অবতীর্ণ হইয়া) পূর্ব্বাধিকতরমহাপ্রেম-পীযূষলক্ষ্মীং (কৃষ্ণলীলার প্রেম হইতেও অধিকতর মহাভাবরূপ প্রেমামৃত-সম্পত্তি) প্রাপুঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ। তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয় অলৌকিক প্রেম বিতরণ করিলে, দাস, সখা ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল

মধুর রসের নিত্যসিদ্ধসেবিকা প্রেয়সীবর্গ,—ইঁহারা সকলেই গৌরপাদপদ্ম সন্নিধানে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বের (কৃষ্ণলীলার) প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও মহাপ্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন ॥ ১১৯ ॥

কুবিষয়নিষ্ঠ কঠিনহৃদয় ব্যক্তি ও অজ্ঞজনের প্রেমপ্রাপ্তি বর্ণন-
পূর্ব্বক গৌরাবতার-মহিমাসার-বর্ণন—

হসন্ত্যুচ্চৈরুচ্চৈরহহ কুলবধ্বোঽপি পরিতো
দ্রবীভাবং গচ্ছন্ত্যপি কুবিষয়গ্রাবঘটিতাঃ ।
তিরস্কুর্ব্বন্ত্যজ্ঞা অপি সকল শাস্ত্রজ্ঞসমিতিং
ক্ষিতৌ শ্রীচৈতন্যেঽদ্ভুতমহিমসারেঽবতরতি ॥ ১২০ ॥

অন্বয়। অদ্ভুত মহিমসারে (অতি অলৌকিক পরম মহিমান্বিত) শ্রীচৈতন্যে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) ক্ষিতৌ (পৃথিবীতে) অবতরতি [সতি] (অবতীর্ণ হইলে) অহহ (অহো) কুলবধ্বঃ অপি (কুলবধূগণও) উচ্চৈঃ উচ্চৈঃ হসন্তি (অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে), কুবিষয়-গ্রাবঘটিতাঃ অপি (কুৎসিৎ বিষয়, গ্রাব—পাষাণ, ঘটিতাঃ—তদ্দ্বারা নির্ম্মিতহৃদয়, অর্থাৎ ভোগপর কুৎসিত বিষয়-শিলাঘটিত কঠিন হৃদয়ও) পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) দ্রবীভাবং গচ্ছন্তি (দ্রবীভূত হইতেছে) অজ্ঞাঃ অপি (অজ্ঞব্যক্তিগণও) সকলশাস্ত্রজ্ঞসমিতিং (সকলশাস্ত্রজ্ঞ সমাজকে) তিরস্কুর্ব্বন্তি (তিরস্কার করিতেছে) ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ। অতি অলৌকিক পরম-মহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কুলবধূগণও (লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রেমে) অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে, ইন্দ্রিয়তর্পণপর কুবিষয়-পাষাণ-নির্ম্মিত কঠিনহৃদয়ও সর্ব্বতোভাবে দ্রবীভূত হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণও (চৈতন্যকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) সকল শাস্ত্রজ্ঞ

সমাজকেও ধিক্কার করিতেছে (অর্থাৎ অপরাবিদ্যানিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানীদিগের শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্কার প্রদান করিতেছে) ॥ ১২০ ॥

চৈতন্যাবতারের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের উন্নতোজ্জ্বল-রসের অপ্রাপ্তি—

**প্রায়শ্চৈতন্যমাসীদপি সকলবিদাং নেহ পূর্ব্বং যদেষাং
খর্ব্বা সর্ব্বার্থসারেঽপ্যকৃত নহি পদং কুণ্ঠিতা বুদ্ধিবৃত্তিঃ।
গম্ভীরোদারভাবোজ্জ্বলরসমধুরপ্রেমভক্তিপ্রবেশঃ
কেষাং নাসীদিদানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে॥**

অন্বয়। ইহ (এই প্রপঞ্চে) পূর্ব্বং (চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে) সকলবিদাং অপি (সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগেরও) **প্রায়ঃ** চৈতন্যং (চেতনের বৃত্তি কৃষ্ণসেবারূপ চৈতন্য) ন আসীৎ (ছিল না) যৎ (যেহেতু) এষাং (ইহাদের) খর্ব্বা কুণ্ঠিতা [চ] (অল্পা ও সন্দেহপ্রবণা) বুদ্ধিবৃত্তিঃ (বুদ্ধিবৃত্তি) সর্ব্বার্থসারেঽপি (সর্ব্ব—সকল, **অর্থ**—পুরুষার্থের বা চতুর্ব্বর্গের সার পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমেও) পদং (বিষয় **অর্থাৎ** মতি) ন হি অকৃত (করেন নাই), [কিন্তু] ইদানীং (সম্প্রতি) গৌরচন্দ্রে (চৈতন্যচন্দ্র) করুণয়া (কৃপাপূর্ব্বক) জগতি (জগতে) অবতীর্ণে [সতি] (অবতীর্ণ হওয়ায়) কেষাং (কাহাদের) গম্ভীরোদার-ভাবোজ্জ্বলরস-মধুরপ্রেমভক্তিপ্রবেশঃ (গম্ভীর—সুদুর্ব্বোধ, উদার—পরম চমৎকারকারী, ভাব—বিভাব ও অনুভাব, উজ্জ্বলরস—শৃঙ্গাররস, মধুর-প্রেমভক্তি, তাহাতে প্রবেশ অর্থাৎ সুদুর্ব্বোধ পরমচমৎকার বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রী-পুষ্টা উন্নত-উজ্জ্বল-মধুর-রসময়ী প্রেমভক্তিতে **প্রবেশ**) ন আসীৎ (না হইয়াছে) ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে এই প্রপঞ্চে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমানীদিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চেতন-বৃত্তি আচ্ছাদিত প্রায় হইয়াছিল। ইঁহারা সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেন নাই,

যেহেতু ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি সামান্যা ও সন্দেহপ্রবণা। কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক জগতে উদিত হওয়ায় সুদুর্ব্বোধ, পরমচমৎকার-বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীপুষ্টা উন্নতোজ্জ্বল মধুররসময়ী প্রেমভক্তিতে কাহাদেরই বা প্রবেশ না হইয়াছে! ১২১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ও রাধারস-বিস্তারের নিমিত্ত গৌরাবতার—

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধারতিকেলি-নাগররসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং
তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌর-বপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ ॥ ১২২ ॥

অন্বয়। শ্রীবৈয়াসকিনা অপি (বৈয়াসকি শ্রীল শুকদেবকর্ত্তৃকও) যত্র রাসপ্রসঙ্গে (রাসলীলা-প্রসঙ্গে) শ্রীমদ্ভাগবতস্য (শ্রীমদ্ভাগবতের) যৎ পরমং তাৎপর্য্যং (শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় লীলারসের পরম তাৎপর্য্য যে প্রেম) দুরন্বয়তয়া (দুরবগাহ্যতাহেতু অর্থাৎ সেই লীলারসাস্বাদন ও তত্তত্ত্ববেদন-পাত্রাভাবনিবন্ধন) উট্টঙ্কিতং (আভাসমাত্র দেওয় হইয়াছে, বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই) যৎ [চ] রাধারতিকেলি-নাগররসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং (শ্রীমতীরাধিকার রতিকেলি—নিকুঞ্জ-সুরতলীলায়, নাগর—পরমরসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার রাসাদি লীলামাধুরী আস্বাদনের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র) তদ্বস্তুপ্রথনায় (এই দুই বস্তু বিস্তার করিবার নিমিত্ত) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) গৌর-বপুষা (গৌর কলেবরে) লোকে (ইহ-জগতে) অবতীর্ণঃ (অবতীর্ণ হইয়াছেন) ॥

অনুবাদ। বৈয়াসকি শ্রীল শুকদেবও কেবল শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা প্রাপ্য নহে বলিয়া রাসলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং নিকুঞ্জ-সুরত-লীলায় পরমরসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি

লীলা-মাধুরী-আস্বাদনের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র—এই দুই বস্তু বিস্তার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে গৌরকলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥১২২॥

গৌরাবতারে সকলের দাস্য-সখ্যাদি প্রেম-সম্পত্তি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাধাদাস্য-প্রাপ্তি—

কেচিদ্দাস্যমবাপুরুদ্ধবমুখাঃ শ্লাঘ্যং পরে লেভিরে
শ্রীদামাদিপদং ব্রজাম্বুজদৃশাং ভাবাঞ্চ ভেজুঃ পরে।
অন্যে ধন্যতমা ধয়ন্তি সুধিয়ো রাধাপদাম্ভোরুহং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্য কাঃ সম্পদঃ ॥১২৩॥

অন্বয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর) করুণয়া (কৃপা দ্বারা অর্থাৎ কৃপায়) লোকস্য কাঃ সম্পদঃ (লোকের কোন্ কোন্ সম্পদ) [ন বভূবুঃ—না হইয়াছে ?] উদ্ধবমুখাঃ কেচিৎ দাস্যং অবাপুঃ (উদ্ধবপ্রমুখ ভক্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ রক্তক, পত্রকাদির ন্যায় দাস্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন) পরে (অন্য কেহ কেহ) শ্লাঘ্যং শ্রীদামাদিপদং লেভিরে (প্রশংসনীয় শ্রীদামাদির সখ্যপদ লাভ করিয়াছেন), পরে চ ব্রজাম্বুজদৃশাং ভাবান্ (এবং কেহ কেহ ব্রজগোপীদিগের ভাব) ভেজুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন), অন্যে ধন্যতমাঃ সুধিয়ঃ (অন্য ধন্যতম সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ) রাধাপদাম্ভোরুহং (শ্রীরাধাপাদপদ্মমাধুরী) ধয়ন্তি (আস্বাদন করিতেছেন)॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপায় লোকের কোন্ কোন্ সম্পদ্ই বা লাভ না হইয়াছে ? উদ্ধবপ্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে (কৃষ্ণলীলার উদ্ধব-প্রমুখ ভক্তগণ সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়া) কেহ কেহ রক্তক, পত্রকাদির ব্রজদাস্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ বা প্রশংসনীয় শ্রীদামাদির বিশ্রম্ভ সখ্যপদ এবং কেহ কেহ বা ব্রজগোপীদিগের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু অপর ধন্যতম সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ রাধাপাদপদ্মমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন ॥ ১২৩ ॥

মুনিগণ-প্রচারিত মনোধর্ম্মোত্থ-মতবাদ এবং ভগবৎ-প্রণীত ও প্রচারিত
ভক্তিধর্ম্ম বা বাস্তব-সত্যে পার্থক্য ; গৌর-প্রচারিত
প্রেম-ভক্তিই বেদপ্রতিপাদ্য পরমার্থ—

সর্ব্বজ্ঞৈর্ম্মুনিপুঙ্গবৈঃ প্রবিততে তত্তন্মতে যুক্তিভিঃ
পূর্ব্বং নৈকতরত্র কোঽপি সুদৃঢ়ং বিশ্বস্ত আসীজ্জনঃ।
সংপ্রত্যপ্রতিমপ্রভাব উদিতে গৌরাঙ্গচন্দ্রে পুনঃ
শ্রুত্যর্থো হরিভক্তিরেব পরমঃ কৈর্বা ন নির্দ্ধার্য্যতে ॥ ১২৪ ॥

অন্বয়। সর্ব্বজ্ঞৈঃ (সর্ব্বজ্ঞ) মুনিপুঙ্গবৈঃ (মুনিশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা) তত্তন্মতে (তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত) যুক্তিভিঃ (যুক্তিতর্কদ্বারা) প্রবিততে [সতি] (প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে) পূর্ব্বং (পূর্ব্বে) কঃ জনঃ অপি (কোন ব্যক্তিও) একতরত্র (একদেশী সিদ্ধান্তে) সুদৃঢ়ং বিশ্বস্তঃ (সুদৃঢ় বিশ্বাসী) ন আসীৎ (ছিলেন না), সম্প্রতি (ইদানীং) অপ্রতিম-প্রভাবে গৌরাঙ্গচন্দ্রে (অতুল প্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র) উদিতে [সতি] (উদিত হইলে) পুনঃ (পুনরায়) পরমঃ শ্রুত্যর্থঃ (শ্রুতি-সকলের প্রতিপাদ্য পরমার্থ) হরিভক্তিঃ এব (একমাত্র হরিভক্তিই) কৈর্বা (কাহাদিগের দ্বারাই বা) ন নির্দ্ধার্য্যতে (নির্দ্ধারিত হয় নাই ?) [অর্থাৎ মুনিগণের মনোধর্ম্মোত্থ পরস্পর বিবদমান মতবাদ-সমূহ হৈতুক-তর্কাদি দ্বারা স্থাপিত হইলেও তাহারা নিজেরাই নিজ-নিজ-মতে সন্দিগ্ধ-চিত্ত ; কিন্তু সনাতনপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত সনাতন-ভক্তি-ধর্ম্ম শ্রুতিসিদ্ধ নিরস্তকুহক বাস্তব-সত্য] ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ। সর্ব্বজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত করিলেও কোন ব্যক্তিই পূর্ব্বে সেই সকল পক্ষপাতিনী যুক্তিতে সুদৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্প্রতি অপ্রতিম-প্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে পুনরায় একমাত্র হরিভক্তিই যে বেদ-প্রতিপাদ্য পরমার্থ, তাহা কাহারাই বা নিশ্চয় না করিয়াছে ? ১২৪ ॥

প্রেমরস-সুধানিধি ও প্রেমবন্যায় বিশ্ব-নিমজ্জনকারী গৌরহরির মহিমা—

বিশ্বং মহাপ্রণয়সাধুসুধারসৈক-
পাথোনিধৌ সকলমেব নিমজ্জয়ন্তম্।
গৌরাঙ্গচন্দ্রনখচন্দ্রমণিচ্ছটায়াঃ
কঞ্চিদ্বিচিত্রমনুভাবমহং স্মরামি ॥ ১২৫ ॥

অন্বয়। গৌরাঙ্গচন্দ্রনখচন্দ্রমণিচ্ছটায়াঃ (গৌরাঙ্গচন্দ্রের নখরূপ চন্দ্রকান্ত-মণির ছটার) মহাপ্রণয়সাধুসুধারসৈকপাথোনিধৌ (প্রেম-পরিপাক ক্রমে স্নেহ, মান ও প্রণয় হইয়া থাকে, প্রণয় বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ রাগ, অনুরাগ, ভাব ও অনুভাব হইয়া থাকে, অতএব 'মহাপ্রণয়' বলিতে 'মহাভাবরূপ প্রেম', সাধু—উৎকৃষ্ট, সুধারস—অমৃতরস, এক—প্রধান, পাথোনিধি—সমুদ্র অর্থাৎ মহাপ্রণয়রূপ উৎকৃষ্ট সুধাসিন্ধুতে) সকলমেব বিশ্বং (সমগ্র বিশ্বকে) নিমজ্জয়ন্তং (নিমজ্জন করিতে করিতে অর্থাৎ নিমজ্জনকারী) কঞ্চিৎ (অনির্ব্বচনীয়) বিচিত্রং (আশ্চর্য্য) অনুভাবং (অনুভাব—প্রভাব) অহং (আমি) স্মরামি (স্মরণ করিতেছি) ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ। যাহা সমগ্র বিশ্বকে মহাপ্রণয়রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুধারসসিন্ধুতে নিমগ্ন করিতেছে, আমি সেই গৌরচন্দ্রের নখরূপ চন্দ্রকান্ত-মণির ছটার অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য প্রভাব স্মরণ করিতেছি ॥ ১২৫ ॥

প্রেমবন্যায় জগৎ-প্লাবনকারী একমাত্র শ্রীগৌরহরি—

অতিপুণ্যৈরতিসুকৃতৈঃ কৃতার্থীকৃতঃ কোঽপি পূর্ব্বৈঃ।
এবং কৈরপি ন কৃতং যৎ প্রেমাব্ধৌ নিমজ্জিতং বিশ্বম্ ॥১২৬॥

অন্বয়। অতিপুণ্যৈঃ (অতিশয় পুণ্যবান্ অর্থাৎ সদাচারী) অতিসুকৃতৈঃ (বিশেষ সুকৃতিশালী, সুকৃত অর্থাৎ ধর্ম্ম আছে যাঁহাদের) পূর্ব্বৈঃ (এইরূপ প্রাচীন মহাপুরুষগণ দ্বারা) কঃ অপি [জনঃ] (কোন ব্যক্তি) কৃতার্থীকৃতঃ (কৃতার্থ হইয়াছেন অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন) [চৈতন্যচন্দ্রেণ—চৈতন্যচন্দ্রের দ্বারা] যৎ বিশ্বং (যেরূপ বিশ্ব) প্রেমাব্ধৌ (প্রেম-সমুদ্রে) নিমজ্জিতং (নিমজ্জিত হইয়াছে), এবং (এইরূপ) [প্রাক্—পূর্ব্বে] কৈঃ অপি ন কৃতং (আর কাহারও দ্বারা কৃত হয় নাই) ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ। বিশেষ সদাচারী ও পরম ধার্ম্মিক প্রাচীন মহাপুরুষ-গণের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছেন, পূর্ব্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই ॥ ১২৬ ॥

নীচ, অযোগ্যজনে অযাচিতভাবে প্রেমপ্রদাতা গৌরহরির

কৃপা-মহিমা—

ধর্ম্মে নিষ্ঠাং দধদনুপমাং বিষ্ণুভক্তিং গরিষ্ঠাং
সংবিভ্রাণো দধদিহ হি হৃত্তিষ্ঠতীবাশ্মসারম্।
নীচো গোঘ্নাদপি জগদহো প্লাবয়ত্যশ্রুপূরৈঃ
কো বা জানাত্যহহ গহনং হেমগৌরাঙ্গরঙ্গম্ ॥ ১২৭ ॥

অন্বয়। ধর্ম্মে (ধর্ম্মবিষয়ে) অনুপমাং (অতুলনীয়) নিষ্ঠাং (নৈরন্তর্য্য বা বিশ্বাস) দধৎ [অপি] (ধারণ করিয়াও), গরিষ্ঠাং (শ্রেষ্ঠা) বিষ্ণুভক্তিং (শ্রীবিষ্ণুবিষয়িণী ভক্তি বা সেবাপ্রবৃত্তি) সংবিভ্রাণঃ [অপি] (সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়াও) অশ্মসারং ইব (লৌহের ন্যায় সুকঠিন) হৃৎ (হৃদয়) দধৎ (ধারণ-পূর্ব্বক) ইহ (এই

প্রপঞ্চে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করে) ; [অথচ গৌরকৃপয়া—কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায়] গোঘ্নাৎ অপি নীচঃ [জনঃ] (গোঘাতী অপেক্ষাও নীচ অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি) অহো ! অশ্রুপূরৈঃ (অশ্রুপ্রবাহ দ্বারা) জগৎ প্লাবয়তি (বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছে) অহহ ! (আহা !) কঃ বা (কেই বা) গহনং হি হেমগৌরাঙ্গরঙ্গং (কাঞ্চন-কান্তি শ্রীগৌর-সুন্দরের দুর্ব্বিগাহ রঙ্গ) জানাতি (জানিতে পারে !) ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্মবিষয়িণী অতুলনীয়া নিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠা ভক্তি সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়াও লোকে লৌহের ন্যায় সুকঠিন হৃদয় ধারণ-পূর্ব্বক পৃথিবীতে অবস্থান করে ; (কিন্তু শ্রীগৌরহরির কৃপায়) অহো ! গোঘাতী অপেক্ষাও পাপীয়ান্ ব্যক্তি (পাপপ্রবৃত্তি হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া) অশ্রুপ্রবাহ দ্বারা বিশ্ব প্লাবিত করিতেছে। আহা ! কেই বা কাঞ্চনকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের দুর্ব্বিগাহ রঙ্গ জানিতে পারে ! ১২৭ ॥

বাল্য, পৌগণ্ডাদি লীলা এবং বিপ্রলম্ভ-রস-মগ্ন শ্রীরাধিকার ভাবপ্রকাশ-পূর্ব্বক জগৎ-বিস্মাপক শ্রীগৌরহরি—

ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নটতি বহুভঙ্গীমভিনয়ন্
ক্বচিদ্রাধাবিষ্টো হরিহরিহরীত্যার্ত্তিরুদিতঃ।
ক্বচিদ্রিঙ্গন্ বালঃ ক্বচিদপি চ গোপালচরিতো
জগদ্গৌরো বিস্মাপয়তি বহুগম্ভীরমহিমা ॥ ১২৮ ॥

অন্বয়। বহুগম্ভীরমহিমা (বহু—বিপুল, গম্ভীর—দুস্তর্ক্য বা দুরব-গাহ, এতাদৃশ মহিমা অর্থাৎ প্রভাব যাঁহার) [সঃ—সেই] গৌরঃ (গৌর-সুন্দর) জগৎ বিস্মাপয়তি (জগৎকে বিস্ময়াপন্ন করিতেছেন), কৃষ্ণাবেশাৎ (শ্রীকৃষ্ণ আবেশ-হেতু) ক্বচিৎ (কখনও) বালঃ [সন্] (বালক হইয়া) রিঙ্গন্ (জানু দ্বারা চঙ্ক্রমণ করিয়া), ক্বচিৎ অপি চ (কখনও বা) গোপাল-

চরিতঃ [সন্] (গোপালকের চরিত্র প্রকাশ করিয়া), ক্বচিৎ (কখনও বা) বহুভঙ্গীং (বহুপ্রকার ভঙ্গী) অভিনয়ন্ (অভিনয় করিয়া) নটতি (নৃত্য করিতেছেন), ক্বচিৎ (কখনও) রাধাবিষ্টঃ [সন্] (কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া) হরিহরিহরীত্যার্ত্তিরুদিতঃ ('হরি' 'হরি' 'হরি' এইরূপ উক্তি-পূর্ব্বক বিরহ-পীড়াজনিত আর্ত্তিসহকারে ক্রন্দন করিতেছেন) ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ। বিপুলতুরবগাহ-প্রভাব শ্রীগৌরসুন্দর বিশ্বকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণাবেশ-হেতু কখনও বালকৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিয়া জানু দ্বারা চঙ্ক্রমণ করিতেছেন, কখনও বা গোপালকের চরিত্র প্রকাশ করিয়া, কখনও বা বহুভঙ্গী অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া "হরি" ! "হরি" !! "হরি" !!!—এইরূপ বিরহপীড়াজনিত আর্ত্তি-সহকারে রোদন করিতেছেন ॥ ১২৮ ॥

উন্নতোজ্জ্বলরসে জগৎ নিমজ্জনকারী গৌরহরির প্রতি নিষ্ঠা—

বেলায়াং লবণাম্বুধের্ম্মধুরিমপ্রাগ্ভাবসারস্ফুর-
ল্লীলায়াং নববল্লবীরসনিধেরাবেশয়ন্তী জগৎ।
খেলায়ামপি শৈশবে নিজরুচা বিশ্বৈকসংমোহিনী-
মূর্ত্তিঃ কাচন কাঞ্চনদ্রবময়ী চিত্তায় মে রোচতে ॥ ১২৯ ॥

অন্বয়। লবণাম্বুধেঃ (লবণ-সমুদ্রের) বেলায়াং (তীরদেশে), শৈশবে অপি খেলায়াং (শৈশব-ক্রীড়াতেও) নিজরুচা (স্বীয় কান্তি দ্বারা) বিশ্বৈকসংমোহিনী (বিশ্বের একমাত্র সম্মোহন-কারিণী) নববল্লবীরসনিধেঃ ('নববল্লবী' শব্দে নবীনা গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা, তাঁহার রসনিধি অর্থাৎ রসের আধারস্বরূপ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের) মধুরিমপ্রাগ্ভাবসারস্ফুরল্লীলায়াং (মধুরিমণি অর্থাৎ মাধুর্য্যে যে প্রাগ্ভাব—

পূর্ব্বভাব অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকার যে পরম-চমৎকারময় প্রেম, তাহার সার, তাহা দ্বারা স্ফূর্ত্তিমতী যে লীলা অর্থাৎ রসরাজ মহাভাবময় কৃষ্ণের শ্রীরাধাভাবে যে দিব্যোন্মাদ-লীলা, তাহাতে) জগৎ আবেশয়ন্তী (আশ্রয়-জগৎকে আবিষ্ট করিতেছেন), কাচন কাঞ্চনদ্রবময়ী (এবম্বিধা এক অপূর্ব্বা গলিতকাঞ্চনময়ী) মূর্ত্তিঃ (মূর্ত্তি) মে (আমার) চিত্তায় রোচতে (চিত্তের রুচির বিষয় হইতেছেন)॥

অনুবাদ। গৌরহরির যে মূর্ত্তি স্বকান্তি-প্রভাবে শৈশব-ক্রীড়াতেও আশ্রিত-বিশ্বের একমাত্র সম্মোহনকারিণী এবং যে শ্রীমূর্ত্তি কিশোরীশ্রেষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীর রসের আধার রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পূর্ব্বভাবের অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকার যে পরমচমৎকারময় প্রেম, তাহার) সার দ্বারা স্ফূর্ত্তিমতী লীলায় (অর্থাৎ রসরাজ মহাভাবময় কৃষ্ণের রাধাভাবে দিব্যোন্মাদ-লীলায়) আশ্রয়-জগৎকে আবিষ্ট করেন, লবণ-জলধির তীরে সেই গলিতকাঞ্চনময়ী এক অপূর্ব্বা শ্রীমূর্ত্তি আমার রুচির বিষয় হইতেছেন ॥ ১২৯ ॥

উজ্জ্বলরস, বৃন্দাবন-মাধুরী ও রাধামহিমার একমাত্র প্রকাশক শ্রীগৌরহরি--

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥ ১৩০ ॥

অন্বয়। প্রেমা নাম (প্রেম নামক) অদ্ভুতার্থঃ (পরম-পুরুষার্থ) [প্রাক্—ইতঃপূর্ব্বে] কস্য (কাহার) শ্রবণপথগতঃ (শ্রবণের গোচরীভূত হইয়াছিল ?) কঃ [বা] নাম্নাং মহিম্নঃ (নামের মহিমা ; কর্ম্মে ৬ষ্ঠী)

বেত্তা [স্যাৎ] (জ্ঞাতা ছিলেন ?) বৃন্দাবন-বিপিন-মহামাধুরীষু (বৃন্দা-বনের বিপিনা, অর্থাৎ গহনা—দুষ্প্রবেশ্যা যে সকল মহতী মাধুরী, সেই সমুদয়ে) কস্য প্রবেশঃ (কাহারই বা প্রবেশ ছিল ?) কো বা (কেই বা) পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমাং রাধাং (অধিরূঢ়-মহাভাব-রূপ শ্রেষ্ঠরস, তাহার যে চমৎকার মাধুর্য্য, তাহার সীমা অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা যাঁহাতে, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময়ী পরম-চমৎকারিণী সর্ব্বোত্তমাবস্থা বা বিপ্রলম্ভে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থা পরিপূর্ণভাবে একমাত্র শ্রীমতীতেই প্রকাশিত, সেই শ্রীরাধাকে উপাস্য-বিষয়রূপে) জানাতি (জানিত ?) একঃ চৈতন্যচন্দ্রঃ (একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ; 'চন্দ্র' শব্দের দ্বারা কৈতবরূপ তমো-বিনাশকত্ব এবং প্রেমামৃতবর্ষিত্ব সূচিত হইয়াছে) পরম-করুণয়া (পরম-ঔদার্য্য বশতঃ) সর্ব্বং আবিশ্চকার (এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন) [শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদের উপসংহারে এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন, "অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণরস এ জগতে জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেবই আনিয়াছেন, পূর্ব্বে কেহ আনেন নাই, ইহা প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর এই শ্লোকের অবতারণা"] ॥ ১৩০ ॥

অনুবাদ। 'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল ? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত ? কাহারই বা বৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল ? কেই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ়মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে (উপাস্য-বস্তুরূপে) জানিত ? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন ॥ ১৩০ ॥

একাদশ বিভাগ

শ্রীগৌর-রূপোল্লাস-নৃত্যাদি

(১৩১—১৩৬ শ্লোক)

ব্রহ্মাদির বন্দ্য, তর্কের অগোচর, বেদগুহ্য, অপূর্ব্ব-নৃত্যশীল,
পরম-ব্রহ্ম শ্রীগৌরহরি—

**পূর্ণপ্রেমরসামৃতাব্ধিলহরী-লোলাঙ্গগৌরচ্ছটা
কোট্যাচ্ছাদিতবিশ্বমীশ্বরবিধিব্যাসাদিভিঃ সংস্তুতম্।
দুর্লক্ষ্যাং শ্রুতিকোটিভিঃ প্রকটয়ন্মূর্ত্তিং জগন্মোহিনী-
মাশ্চর্য্যং লবণোদরোধসি পরংব্রহ্ম স্বয়ং নৃত্যতি॥ ১৩১॥**

অন্বয়। পূর্ণপ্রেমরসামৃতাব্ধিলহরী-লোলাঙ্গগৌরচ্ছটাকোট্যাচ্ছাদিতবিশ্বং (পরিপূর্ণ-প্রেমরসামৃতসমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা লোল অর্থাৎ কম্পযুক্ত যে অঙ্গ, তাহার যে গৌরচ্ছটাকোটি অর্থাৎ গৌরকান্তিকোটি, তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে বিশ্ব যে পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক সেই পুরুষ) ঈশ্বরবিধিব্যাসাদিভিঃ সংস্তুতং ('ঈশ্বর' শব্দে দেবাদিদেব মহেশ্বর, 'বিধি' শব্দে ব্রহ্মা এবং ব্যাসাদি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে স্তুত) শ্রুতিকোটিভিঃ দুর্লক্ষ্যাং (শ্রুতিসমূহ দ্বারা দুর্লক্ষ্য অর্থাৎ শ্রুতিগুহ্য) জগন্মোহিনীং মূর্ত্তিং (ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি) প্রকটয়ৎ (প্রকটিত করিয়া) আশ্চর্য্যং পরং ব্রহ্ম (লোকবিস্ময়কর পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্) লবণোদরোধসি (লবণ-সমুদ্রের তটদেশে) স্বয়ং নৃত্যতি (স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন)॥ ১৩১॥

অনুবাদ। যিনি পরিপূর্ণ-প্রেম-রস-সুধা-সমুদ্র-তরঙ্গ-কম্পিত-গৌরকান্তিকোটি দ্বারা বিশ্বকে আবৃত করিয়াছেন এবং যাঁহাকে শিব-

বিরিঞ্চি-ব্যাসাদি মনীষিগণ নিরন্তর স্তব করিতেছেন, সেই আশ্চর্য্য পরম-ব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর শ্রুতিকোটি-গুহ্য ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি প্রকট করিয়া স্বয়ং লবণাম্বুধিতটে নৃত্য করিতেছেন ॥ ১৩১ ॥

নিজ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনসহ নৃত্যশীল শ্রীগৌরকৃষ্ণ—

কোঽয়ং পট্টধটীবিরাজিতকটিদেশঃ করে কঙ্কণং
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্ব্বিভ্রৎ পদে নূপুরম্ ।
ঊর্দ্ধীকৃত্য নিবদ্ধকুন্তলভরপ্রোৎফুল্লমল্লীস্রগা-
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ ॥ ১৩২ ॥

অন্বয়। পট্টধটীবিরাজিতকটিদেশঃ (যাঁহার কটিদেশে পট্ট বস্ত্র বিরাজিত) করে কঙ্কণং (হস্তে কঙ্কণ) বক্ষসি হারং (বক্ষঃস্থলে হার) শ্রবণয়োঃ কুণ্ডলং (শ্রবণযুগলে কুণ্ডল) পদে নূপুরং (চরণে নূপুর) বিভ্রৎ (ধারণ করিয়া), ঊর্দ্ধীকৃত্য নিবদ্ধকুন্তলভরপ্রোৎফুল্লমল্লীস্রগাপীড়ঃ (ঊর্দ্ধ-ভাবে নিবদ্ধ কুঞ্চিত কেশসমূহে প্রফুল্ল-মল্লিকা-মালা-শোভিত-চূড়া যাঁহার, তাদৃশ) কঃ অয়ং গৌরনাগরবরঃ (কোন্ অনির্ব্বচনীয় এই 'গৌর'—গৌর-বর্ণ, 'নাগরবর'-শব্দে পরমরসিকশিরোমণি ; অর্থাৎ আশ্রয়জাতীয় লীলা-ভিনয়কারী রসিক-শিরোমণি কৃষ্ণই গৌর) নিজৈঃ নামভিঃ (নিজ-নাম-কীর্ত্তনের সহিত) নৃত্যন্ (নৃত্য করিতে করিতে) ক্রীড়তি (ক্রীড়া করিতেছেন) ॥ ১৩২ ॥

অনুবাদ। কটিদেশে পট্টবস্ত্র, করযুগলে কঙ্কণ, বক্ষঃস্থলে হার, কর্ণদ্বন্দ্বে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, ঊর্দ্ধভাবে নিবদ্ধ কুঞ্চিত কেশদামে প্রফুল্ল-মল্লিকামালা-রচিত চূড়া ধারণ করিয়া কে এই অপূর্ব্বাবতার পরমরসিক-শিরোমণি গৌরবর্ণ পুরুষ নিজ নামকীর্ত্তনের সহিত নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছেন ? ১৩২ ॥

গৌরহরির নৃত্য—দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধগণেরও হর্ষ-বিস্ময়োৎপাদক—

দেবা দুন্দুভিবাদনং বিদধিরে গন্ধর্ব্বমুখ্যা জগুঃ
সিদ্ধাঃ সন্ততপুষ্পবৃষ্টিভিরিমাং পৃথ্বীং সমাচ্ছাদয়ন্।
দিব্যস্তোত্রপরা মহর্ষিনিবহাঃ প্রীত্যোপতস্থুর্নিজ-
প্রেমোন্মাদিনি তাণ্ডবং রচয়তি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥ ১৩৩ ॥

অন্বয়। নিজপ্রেমোন্মাদিনি শ্রীগৌরচন্দ্রে (নিজপ্রেমে উন্মত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র) ভুবি (পৃথিবীতে) তাণ্ডবং (নৃত্য) রচয়তি [সতি] (রচনা অর্থাৎ প্রকাশ করিলে) দেবাঃ (দেবতাগণ) দুন্দুভিবাদনং (দুন্দুভি-বাদন) বিদধিরে (করিয়াছিলেন), গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ (প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বসকল) জগুঃ (গান করিয়াছিলেন), সিদ্ধাঃ (সিদ্ধগণ) সন্ততপুষ্পবৃষ্টিভিঃ (নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা) ইমাং পৃথ্বীং (এই পৃথিবীকে) সমাচ্ছাদয়ন্ (সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন), দিব্যস্তোত্রপরাঃ (মনোহর স্তোত্রপাঠে নিপুণ) মহর্ষিনিবহাঃ (মহর্ষিসকল) প্রীত্যা, (প্রীতি-সহকারে) উপতস্থুঃ (স্তব করিয়াছিলেন) ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ। নিজ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে উদ্দণ্ড-নৃত্য আরম্ভ করিলে দেবতাগণ দুন্দুভি-বাদন করিতে লাগিলেন প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, সিদ্ধগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন, মনোহর স্তোত্র-পাঠকুশল-মহর্ষিবৃন্দ প্রীতির সহিত স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৩ ॥

মহাভাবোন্মত্ত শ্রীগৌরহরি—

ক্ষণং হসতি রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্চ্ছতি
ক্ষণং লুঠতি ধাবতি ক্ষণমথ ক্ষণং নৃত্যতি।
ক্ষণং শ্বসিতি মুঞ্চতি ক্ষণমুদার হাহা রুতিং
মহাপ্রণয়সাধুনা বিহরতীহ গৌরো হরিঃ ॥ ১৩৪ ॥

অন্বয়। মহাপ্রণয়সীধুনা গৌরো হরিঃ (মহাপ্রণয়—মহাভাব, সীধু—অমৃতরস, তদুপলক্ষিত অর্থাৎ মহাভাবযুক্ত গৌরহরি ; উপলক্ষণে তৃতীয়া) ইহ (এই প্রপঞ্চে) বিহরতি (বিহার করিতেছেন) ; ক্ষণং হসতি (ক্ষণে হাস্য করিতেছেন), ক্ষণং রোদিতি (ক্ষণে রোদন করিতেছেন) অথ ক্ষণং মূর্চ্ছতি (কখনও মূর্চ্ছিত হইতেছেন) ক্ষণং লুঠতি (কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন), ক্ষণং ধাবতি (কখনও ধাবিত হইতেছেন অথ ক্ষণং নৃত্যতি (কখনও নৃত্য করিতেছেন), ক্ষণং শ্বসিতি (কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন) ক্ষণং উদার হা হা রুতিং মুঞ্চতি (কখনও 'হা' 'হা' এইরূপ মহৎ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন) ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরহরি মহাভাবামৃতরসে মগ্ন হইয়া কখনও হাস্য করিতেছেন, কখনও রোদন করিতেছেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, কখনও দ্রুতগমন করিতেছেন, আবার কখনও নৃত্য করিতেছেন, কখনও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কখনও বা 'হা' 'হা' এইরূপ মহৎ শব্দ করিতেছেন, (এইরূপ নানাভাবে) প্রপঞ্চে বিহার করিতেছেন ॥ ১৩৪ ॥

রাধাদাস্যে সর্ব্বজীবের অনুরাগোৎপাদনকারী শ্রীগৌরহরি—

অশ্রূণাং কিমপি প্রবাহনিবহৈঃ ক্ষৌণীং পুরঃ পঙ্কিলাং
কুর্ব্বন্ পাণিতলে নিধায় বদরাপাণ্ডুং কপোলস্থলীম্ ।
আশ্চর্য্যং লবণোদরোধসি বসন্ শোণং দধানোহংশুকং
গৌরীভূয় হরিঃ স্বয়ং বিতনুতে রাধাপদাব্জে রতিম্ ॥ ১৩৫

অন্বয়। লবণোদরোধসি (লবণ-সমুদ্রের উপকূলে) বসন্ (উপবেশন করিয়া) আশ্চর্য্যং (অদ্ভুত) শোণং অংশুকং ('শোণ'—রক্তবর্ণ, অংশুক—বস্ত্র) দধানঃ (ধারণ করিয়াছেন ; শ্রীমতী রাধিকাতেও কৃষ্ণানুরাগরূপ অরুণবর্ণ বসনধারণের বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে)

পাণিতলে (করতলে) বদরাপাণ্ডুং (বদরফলের ন্যায় ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ) কপোলস্থলীং (গণ্ডস্থল) নিধায় (স্থাপন করিয়া) অশ্রূণাং (নয়নজলের) কিং অপি প্রবাহনিবহৈঃ (কিরূপ আশ্চর্য্য প্রবাহসমূহ দ্বারা) পুরঃ ক্ষৌণীং (সম্মুখস্থ ভূমিকে) পঙ্কিলাং (কর্দ্দমাক্ত) কুর্ব্বন্ (করিয়া) স্বয়ং হরিঃ (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) গৌরীভূয় (গৌরাঙ্গ হইয়া) রাধাপদাব্জে (রাধাপাদপদ্মে) রতিং বিতনুতে (রতি বিস্তার করিতেছেন)॥

অনুবাদ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় ভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক গৌরাঙ্গরূপে লবণ-জলধির উপকূলে উপবেশনপূর্ব্বক গৈরিক বসনধারণ ও করতলে বদরফলের ন্যায় ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ বিবর্ণ (বৈবর্ণ্যভাব-দ্যোতক) গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া নয়নজলপ্রবাহে সম্মুখস্থ ভূমি কর্দ্দমাক্ত করিতে করিতে রাধাপাদপদ্মে রতি বিস্তার করিতেছেন॥ ১৩৫ ॥

অট্টহাস্য প্রভৃতি নানা অনুভাব প্রকাশ-পূর্ব্বক উদ্দণ্ড-নৃত্যশীল শ্রীগৌরহরি—

পাদাঘাতরবৈর্দ্দিশো মুখরয়ন্ নেত্রাম্ভসাং বিন্দুভিঃ
ক্ষৌণিং পঙ্কিলয়ন্নহো বিষদয়ন্নট্টট্টহাসৈর্নভঃ।
চন্দ্রজ্যোতিরুদারসুন্দরকটিব্যালোলশোণাম্বরঃ
কো দেবো লবণোদকূলকুসুমোদ্যানে মুদা নৃত্যতি ॥১৩৬॥

অন্বয়। অহো ! পাদাঘাত রবৈঃ (পাদাঘাত রবে অর্থাৎ নৃত্যানুভাব দ্বারা) দিশঃ মুখরয়ন্ (দশদিক্ মুখরিত করিয়া) নেত্রাম্ভসাং (নেত্রজলের) বিন্দুভিঃ (বিন্দুদ্বারা) ক্ষৌণীং (পৃথ্বীতল) পঙ্কিলয়ন (কর্দ্দমাক্ত করিয়া) অট্টট্টহাসৈঃ (অট্ট অট্ট হাস্য দ্বারা) নভঃ (নভোমণ্ডল) বিষদয়ন্ (শুক্লবর্ণ করিতে করিতে) চন্দ্রজ্যোতিঃ (চন্দ্রের ন্যায় গৌরকান্তি) উদারসুন্দরকটিব্যালোলশোণাম্বরঃ (সুন্দর কটিদেশে লম্বমান্ মনোহর গৈরিকবসনধারী) লবণোদকূলকুসুমোদ্যানে (লবণ-সমুদ্রতীর-

বর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে) কঃ দেবঃ (কোন্ লীলাপরায়ণ পুরুষ) মুদা (আনন্দ-সহকারে) নৃত্যতি (নৃত্য করিতেছেন) ॥ ১৩৬ ॥

অনুবাদ। অহো ! পদাঘাত-রবে দশদিক মুখরিত, অশ্রুবিন্দু-দ্বারা পৃথ্বীতল কর্দ্দমাক্ত এবং অট্ট-অট্ট-হাস্যে নভোমণ্ডলের শুভ্রতা সম্পাদন করিতে করিতে চন্দ্রের ন্যায় গৌরকান্তিবিশিষ্ট, রুচির কটিতটে লম্বমান্ মনোহর গৈরিক বসনধারী কোন্ লীলাময় পুরুষ লবণ-জলধির উপকূলস্থ পুষ্পোদ্যানে নৃত্য করিতেছেন ॥ ১৩৬ ॥

দ্বাদশ বিভাগ

শোচক

(১৩৭—১৪৩ শ্লোক)

উপনিষদাদির অনুসন্ধেয়, শ্রীব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি চারি সম্প্রদায়েরও
দুর্জ্ঞেয়-প্রেম গৌরভক্তের অনায়াস-লভ্য—

সর্ব্বৈরাম্নায়চূড়ামণিভিরপি ন সংলক্ষ্যতে যৎস্বরূপং
শ্রীশব্রহ্মাদ্যগম্যা সুমধুরপদবী কাপি যস্যাতিরম্যা।
যেনাকস্মাজ্জগৎ শ্রীহরিরসমদিরামত্তমেতদ্ব্যধায়ি
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রঃ স কিমু মম গিরাং গোচরশ্চেতসো বা ॥১৩৭॥

অন্বয়। সর্ব্বৈঃ আম্নায়চূড়ামণিভিঃ অপি (নিখিল শ্রুতি-মৌলি-রত্নমালা অর্থাৎ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহের দ্বারাও) যৎস্বরূপং (যাঁহার স্বরূপ) ন সংলক্ষ্যতে (সম্যগ্রূপে জানা যায় না,) যস্য (যাঁহার) কাপি (অনর্পিতচরী) সুমধুরপদবী (অত্যাস্বাদনীয়া পদবী অর্থাৎ উপদেশমার্গ) শ্রীশব্রহ্মাদ্যগম্যা ('শ্রী'-শব্দে লক্ষ্মী অর্থাৎ শ্রীসম্প্রদায়ের মূল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপাস্য, 'ঈশ' শব্দে রুদ্র

অর্থাৎ রুদ্র-সম্প্রদায়ের মূলগুরু শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর উপাস্য, 'ব্রহ্মা'—ব্রহ্মসম্প্রদায়ের মূলগুরু অর্থাৎ শুদ্ধদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উপাস্য, 'আদি'-শব্দে চতুঃসন-সম্প্রদায়ের মূলগুরু সনক-সনন্দনাদি অর্থাৎ নিম্বাদিত্যের ইষ্টদেব, তাঁহাদের দ্বারাও অগম্যা অর্থাৎ তাঁহারাও যে পদবীতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই), [অথচ] অতিরম্যা (সুখসেব্যা অর্থাৎ গৌর-ভক্তজনে সুলভ), যেন (যে গৌরসুন্দরের দ্বারা) অকস্মাৎ (অপ্রত্যাশিতভাবে) এতৎ জগৎ (এই বিশ্ব) শ্রীহরিরসমদিরামত্তং ব্যধায়ি ('শ্রী'-শব্দে সর্ব্বলক্ষীস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকা, 'হরি' শব্দে কৃষ্ণ; শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-মদিরায় মত্ত হইয়াছে), সঃ শ্রীমৎ চৈতন্যচন্দ্র মম গিরাং চেতসঃ বা (আমার বাক্যসমূহের ও চিত্তের) গোচরঃ কিমু [স্যাৎ] (কি গোচরীভূত হইবেন ?) ॥ ১৩৭ ॥

অনুবাদ। নিখিল-শ্রুতিমৌলি রত্নমালা যাঁহার স্বরূপ সম্যগ্ রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, যাঁহার অনর্পিতচরী অত্যাস্বাদনীয়া পদবী শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্রাদিরও দুর্জ্ঞেয়া অর্থাৎ শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাদি-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ দূরে থাকুন, তাঁহাদের মূলগুরুবর্গও যে উন্নতোজ্জ্বল প্রেমপদবীর কথা জানেন না, অথচ যাহা তাঁহার কৃপাকটাক্ষপাত্রগণের অতি সুখসেব্যা অর্থাৎ গৌরভক্তগণের নিকট অতিসুলভ এবং যিনি অকস্মাৎ এই জগৎকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-মদিরায় মত্ত করিয়াছেন, সেই পরম-শোভাবিকাশী চৈতন্যচন্দ্রমা কি আমার বাক্য ও মনের গোচরীভূত হইবেন ? ১৩৭ ॥

গৌরহরির লীলা সঙ্গোপনে পুনরায় ভক্তিমার্গের বিশৃঙ্খলতা—

জাড্যং কর্ম্মসু কুত্রচিজ্জপতপো যোগাদিকং কুত্রচিদ্
গোবিন্দার্চ্চনবিক্রিয়ঃ কচিদপি জ্ঞানাভিমানঃ কচিৎ।
শ্রীভক্তিঃ কচিদুজ্জ্বলাপি চ হরের্বাঙ্মাত্র এব স্থিতা
হা চৈতন্য কুতো গতোহসি পদবী কুত্রাপি তে নেক্ষ্যতে ॥

অন্বয়। হা চৈতন্য (হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) কুতঃ গতোঽসি (তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে ?) তে (তব) পদবী (শুদ্ধ নিগূঢ় পরমোজ্জ্বলরস-ভক্তিমার্গ) কুত্রাপি (কোন সম্প্রদায় মধ্যে) ন ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয় না); কুত্রচিৎ (কোন সম্প্রদায়ে) কর্ম্মসু জাড্যং (কর্ম্মজড়তা), কুত্রচিৎ জপতপঃ যোগাদিকং (কোন সম্প্রদায়ে তপ, জপ, যোগাদি), ক্বচিদপি গোবিন্দার্চ্চনবিক্রিয়ঃ (কোন সম্প্রদায়ে অর্চ্চনমার্গে গোবিন্দপূজন-বিধি) ক্বচিৎ জ্ঞানাভিমানঃ (কোন সম্প্রদায়ে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি) ক্বচিৎ চ হরেঃ (এবং কোথায়ও শ্রীহরির) উজ্জ্বলাপি শ্রীভক্তিঃ (উজ্জ্বলভক্তি) বাঙ্‌মাত্রে এব স্থিতা (বাক্যমাত্রেই অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ কেহই ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছেন না) ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ। হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে ! তোমার শুদ্ধ নিগূঢ় উন্নতোজ্জ্বলরস-ভক্তিমার্গ আর কোন সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হয় না। কোন সম্প্রদায়ে কর্ম্মজড়তা, কোন সম্প্রদায়ে তপ, জপ, যোগাদি, কোন সম্প্রদায়ে অর্চ্চনমার্গে গোবিন্দ-পূজন-বিধি, কোন সম্প্রদায়ে জ্ঞান-মিশ্রভক্তি এবং কোথায়ও বা উজ্জ্বলভক্তি আচারবিহীন বাক্যমাত্রেই অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩৮ ॥

গৌরহরির লীলা-সঙ্গোপনে ভক্তগণের হৃদয়-বেদনা—

অভিব্যক্তো যত্র দ্রুতকনকগৌরো হরিরভূ-
ন্মহিম্না তস্যৈব প্রণয়রসমগ্নং জগদভূৎ।
অভূদুচ্চৈরুচ্চৈস্তুমুলহরিসংকীর্ত্তনবিধিঃ
স কালঃ কিং ভূয়োঽপ্যহহ পরিবর্ত্তেত মধুরঃ ॥ ১৩৯ ॥

অন্বয়। যত্র (যে কালে) দ্রুত-কনকগৌরো হরিঃ (গলিত স্বর্ণকান্তির ন্যায় গৌরবর্ণ শ্রীহরি) অভিব্যক্তঃ অভূৎ (প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছিলেন,) [তদা—সেইকালে] তস্যৈব মহিম্না (তাঁহার মহিমা-

দ্বারাই) জগৎ (ভূমণ্ডল) প্রণয়রসমগ্নং অভূৎ (প্রণয়রসে মগ্ন হইয়াছিল) উচ্চৈঃ উচ্চৈঃ তুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনবিধিঃ [চ] অভূৎ (এবং উচ্চৈঃস্বরে তুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তন-প্রণালীও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল) অহহ (হায়) সঃ মধুরঃ কালঃ (সেই মধুর কাল) অপি কিং ভূয়ঃ পরিবর্ত্তেত (পুনরায় কি আসিবে) ? ১৩৯ ॥

অনুবাদ। যে-কালে গলিত-কনককান্তি গৌরতনু শ্রীহরি প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রভাবে পৃথিবী প্রণয়রসে মগ্ন এবং উচ্চৈঃস্বরে তুমুল কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-প্রণালীও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। হায় ! সেই মধুরকাল আর কি পুনরায় ফিরিয়া আসিবে ? ১৩৯॥

শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীহরিনাম প্রভৃতি গৌরহরির ভাবোদ্দীপক
বস্তু-দর্শনে ভক্তহৃদয়ে গৌরবিরহ—

সৈবেয়ং ভুবি ধন্যগৌড়নগরী বেলাপি সৈবাম্বুধেঃ
সোহয়ং শ্রীপুরুষোত্তমো মধুপতেস্তান্যেব নামানি তু।
নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরিহরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো
হা চৈতন্য কৃপানিধান তব কিং বীক্ষ্যে পুনর্বৈভবম্ ॥ ১৪০ ॥

অন্বয়। ভুবি (পৃথ্বীতলে) সৈব ইয়ং ধন্য-গৌড়নগরী (সেই এই ধন্যা গৌড়নগরী) সৈব অম্বুধেঃ বেলাপি (সেই এই সমুদ্রের উপবনাদিযুক্ত-তীর), সঃ অয়ং (সেই এই) শ্রীপুরুষোত্তমঃ (শ্রীজগন্নাথদেব), মধুপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) তানি এব নামানি তু ('হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি সেই সকল নামও) [বর্ত্ততে—বর্ত্তমান রহিয়াছেন], 'হরি' ! 'হরি' ! (খেদে) কুত্রাপি (কোথাও) তাদৃশঃ প্রেমোৎসবঃ (তাদৃশ প্রেমানন্দোৎসব) নো নিরীক্ষ্যতে (দৃষ্ট হইতেছে না !) হা চৈতন্য ! [হা] কৃপানিধান ! (হা চৈতন্য ! হা কৃপানিধে !) তব বৈভবং (তোমার ঐশ্বর্য্য) পুনঃ কিং বীক্ষ্যে (পুনর্ব্বার কি দর্শন করিতে পাইব) ? ১৪০ ॥

অনুবাদ। পৃথিবীতে সেই এই ধন্যা গৌড়নগরী, সেই এই সমুদ্রের উপবনাদিযুক্ত-তীর, সেই এই শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল 'হরেকৃষ্ণাদি' নামও বর্ত্তমান, হরি ! হরি !! কিন্তু কোথাও ত' তাদৃশ প্রেমানন্দোৎসব দৃষ্ট হইতেছে না। হা চৈতন্য, হা কৃপানিধে, তোমার বৈভব পুনরায় কি আমার নয়নগোচর হইবে ? ১৪০ ॥

শ্রীগৌরহরিই পরতত্ত্ব

গৌরহরি অংশ নহেন, কিন্তু পূর্ণ স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন—

যদি নিগদিতমীনাদ্যংশবদ্‌গৌরচন্দ্রো
ন তদপি স হি কশ্চিচ্ছক্তিলীলাবিকাশঃ।
অতুলসকলশক্ত্যাশ্চর্য্যলীলাপ্রকাশৈ-
রনধিগতমহত্ত্বঃ পূর্ণ এবাবতীর্ণঃ ॥ ১৪১ ॥

অন্বয়। নিগদিত-মীনাদ্যংশবদ্ গৌরচন্দ্রঃ যদি অপি [স্যাৎ] (যদি গৌরচন্দ্রকে শ্রুতিকথিত মীন, বরাহ প্রভৃতি অংশাবতারের ন্যায় বল) তৎ ন হি (তাহা তিনি নিশ্চয়ই নহেন,) সঃ (মৎস্যাদি অংশাবতার) কশ্চিৎ শক্তিলীলাবিকাশঃ (কোন এক বিশেষ শক্তি ও লীলার প্রকাশ) [অয়ং গৌরচন্দ্রঃ—এই গৌরচন্দ্র] অনধিগতমহত্ত্বঃ (যাঁহার মহত্ত্ব অবিদিত, সেই) অতুলসকলশক্ত্যাশ্চর্য্যলীলাপ্রকাশৈঃ (অতুল— অসমোর্দ্ধ, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত আশ্চর্য্য লীলাপ্রকাশের দ্বারা) পূর্ণঃ এব (নিশ্চয়ই পরিপূর্ণরূপে) অবতীর্ণঃ (আবির্ভূত হইয়াছেন) ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ। যদি বল গৌরচন্দ্র শ্রুত্যুক্ত মীনাদি অংশাবতারের ন্যায়, বস্তুতঃ তাহা তিনি নহেন ; কেননা, মৎস্যাদি-অংশাবতার কোন এক বিশেষ শক্তি ও লীলার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু এই অবিদিত-মহিম গৌরচন্দ্র অপ্রতিম-সর্ব্বশক্তিসমন্বিত আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ করিয়া নিশ্চয়ই পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ ॥ ১৪১ ॥

উপসংহার

স্বয়ংভগবান্ গৌরহরি শিব-ব্রহ্মাদিরও আদি ও অচিন্ত্য শক্তিমান্—

ব্রহ্মেশাদিমহাশ্চর্য্যমহিমাপি মহাপ্রভুঃ।
মুগ্ধবালোদিতং শ্রুত্বা স্নিগ্ধোঽবশ্যং ভবিষ্যতি ॥ ১৪২ ॥

অন্বয়। ব্রহ্মেশাদিমহাশ্চর্য্যমহিমাপি (ব্রহ্মা ও মহেশ্বর তাঁহাদের আদি 'শ্রীনারায়ণ', তাহা অপেক্ষাও পরম-চমৎকারকারী অসমোর্দ্ধ প্রভাব যাঁহার সেই) মহাপ্রভুঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভু) মুগ্ধবালোদিতং (মূঢ় বালকোচিত বাক্য) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) অবশ্যং (নিশ্চয়ই) স্নিগ্ধঃ ভবিষ্যতি (স্নিগ্ধ হইবেন অর্থাৎ কৃপা-পূর্ব্বক আমার প্রতি স্নেহবিধান করিবেন)॥

অনুবাদ। শিব-বিরিঞ্চিরও আদি অর্থাৎ কারণ শ্রীনারায়ণ হইতেও অধিক চমৎকারকারী, অসমোর্দ্ধ প্রভাবশালী শ্রীমন্মহাপ্রভু এই মূঢ়-বালকোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই স্নিগ্ধ হইবেন অর্থাৎ কৃপা-করিয়া আমার প্রতি স্নেহবিধান করিবেন ॥ ১৪২ ॥

গৌরহরির কৃপাই একমাত্র প্রার্থনীয়—

দৃষ্টং ন শাস্ত্রং গুরবো ন দৃষ্টা বিবেচিতং নাপি বুধৈঃ সুবুদ্ধ্যা।
যথা তথা জল্পতু বালভাবাত্তথৈব মে গৌরহরিঃ প্রসীদতু ॥

ইতি ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিকুলমুকুটমণি-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-
গৌরপার্ষদপ্রবর-শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-পাদ-
বিরচিত-দ্বাদশ-বিভাগাত্মক-শ্রীশ্রীচৈতন্য-
চন্দ্রামৃতং সমাপ্তম্।

অন্বয়। [ময়া] শাস্ত্রং ন দৃষ্টং (আমি শাস্ত্রাদি দর্শন করি নাই,) গুরবঃ (বহুসম্প্রদায়ের বহু উপদেষ্টাকে) ন দৃষ্টাঃ (দর্শন করি নাই অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করি নাই,) সুবুদ্ধ্যা (সুবুদ্ধি দ্বারা) বুধৈঃ অপি (শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত ও) ন বিবেচিতং (বিচার করি নাই), [তথাপি শ্রীগৌরহরিবিষয়ার্থা মম বাণী—তথাপি গৌরহরি-সম্বন্ধীয় আমার বাক্য] বালভাবাৎ (মূর্খত্ব প্রযুক্ত) যথা তথা [বা] জল্পতু (যাহা তাহা বলুক), গৌরহরিঃ (গৌরসুন্দর) তথৈব (তাহাতেই) মে প্রসীদতু (আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্) ॥ ১৪৩ ॥

অনুবাদ। আমি শাস্ত্রাদি দর্শন করি নাই, বহু উপদেষ্টার নিকটও উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিতও শাস্ত্রালাপ করি নাই, তথাপি মূর্খত্ব-প্রযুক্ত আমার বাক্য গৌরহরি সম্বন্ধে যে কোনরূপেই বর্ণন করুক্ না কেন, তাহাতেই শ্রীগৌরহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ১৪৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য সম্পূর্ণ ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ।

যস্য শ্রীমন্মথমণি-সুধারশ্মি-রম্যপ্রকাশৈ-
স্ত্রৈলোক্যান্তর্জটিত-জড়িমক্ষালনায়োন্মিষদ্ভিঃ।
স্বীয় প্রেমাম্বুধিলহরিকাপূরপূরেণ ভূয়ো
জাড্যং চক্রে তমিহ তদহো সেবতাং জীবলোকঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যম্।

ওঁ নমঃ শ্রীমন্নবদ্বীপ-চন্দ্রায়

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

নবধা ভক্তিযোগে নবদ্বীপচন্দ্রের বন্দনা-রূপ মঙ্গলাচরণ—

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরটরুচিরং ভাববলিতং
মৃদঙ্গাদ্যৈর্যন্ত্রৈঃ স্বজনসহিতং কীর্ত্তনপরম্ ।
সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ কলিমলহরং ভক্তসুখদং
ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণমননাদ্যর্চ্চন-বিধৌ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। যিনি রাধা-ভাব-বিভাবিত, পুরটসুন্দর-কান্তি-সুবলিত, নবদ্বীপে মৃদঙ্গাদি যন্ত্রসহযোগে-স্বগণ-সহ কীর্ত্তনপরায়ণ, যিনি সকল জীবের নিত্যোপাস্য, সেই কলিমলবিনাশী, ভক্তসুখপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে মননাদি অর্চ্চন-বিধিক্রমে (নবধা ভক্তিদ্বারা) আমরা ভজন করি ॥ ১ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত (৮।১।১) "ব্রহ্মপুরই" চিচ্ছক্তি-
প্রকটিত শ্রীধাম-নবদ্বীপ—

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্ ।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। 'ছান্দোগ্য' নামক উপনিষদে যাহা 'পরব্রহ্মপুর' নামে উক্ত, স্মৃতি যাঁহাকে 'বিষ্ণুসদন-বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন,

অপরাপর মহাজন যাঁহাকে ‘শ্বেতদ্বীপ’ এবং বিরল-রসিক-ভক্ত যাঁহাকে ‘ব্রজবন’ নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত পরম-সুখদ শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

(১) অন্তর্দ্বীপ—শ্রীধাম মায়াপুর

অন্তর্দ্বীপ-ভ্রমণ-লালসা—

কদা নবদ্বীপ-বনান্তরেষ্বহং
পরিভ্রমন্ গৌরকিশোরমদ্ভুতম্ ।
মুদা নটন্তং নিতরাং সপার্ষদং
পরিস্ফুরন্ বীক্ষ্য পতামি মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। কবে আমি শ্রীনবদ্বীপের বনের অন্তরভাগে অর্থাৎ শ্রীঅন্তর্দ্বীপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অদ্ভুত শ্রীগৌরকিশোরকে পার্ষদগণ-সহ অতিশয় প্রেমভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব ?

শ্রীমায়াপুর-দ্বেষী খলব্যক্তিগণ অসম্ভাষ্য—

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেঽপি যায়াদহো
শ্রীগৌরাঙ্গপুরস্য যত্র মহিমা নাত্যদ্ভুতঃ শ্রূয়তে ।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতামাপ্নুয়ু-
র্যে মায়াপুর-বৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ ॥৪॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরধামের অত্যদ্ভুত মহিমা যে শাস্ত্রে শ্রুত হয় না, অহো ! সেই অসৎশাস্ত্র স্বপ্নেও যেন আমার শ্রুতিপথে আগমন না করে ; যে সকল খল-ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিংবা সম্ভাষণের বিষয় না হয় ॥ ৪ ॥

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্দ্বীপ
শ্রীমায়াপুরই একমাত্র আশ্রয়ণীয়—

অলমলমিহ যোষিদ্‌গর্দ্দভী সঙ্গরঙ্গৈ-
রলমলমিহ বিত্তাপত্য-বিদ্যা-যশোভিঃ।
অলমলমিহ নানা-সাধনায়াস-দুঃখৈ-
র্ভবতু ভবতু চান্তর্দ্বীপমাশ্রিত্য ধন্যঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। এই প্রপঞ্চে যোষিদ-গর্দ্দভী-সঙ্গরঙ্গে আর প্রয়োজন কি? প্রাকৃত-সম্পৎ, সন্তান, বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠাদির আর আবশ্যকতা কি? আর নানাবিধ প্রাকৃত সাধনায়াসজনিত ক্লেশেরই বা প্রয়োজন কি? মানব শ্রীঅন্তর্দ্বীপ আশ্রয় করিয়া ধন্য হউক ॥ ৫ ॥

শ্রীমায়াপুরই গৌরকিশোরের ক্রীড়া-নিকেতন—

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানাচিত্রমনোহরং খগমৃগাদ্যাশ্চর্য্য-রাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
স্তন্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনং মায়াপুরং জীবনম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। যে স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বলরত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে ধাম বিচিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশু-পক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্যপ্রীতিতে আবদ্ধ, অথবা যে ধাম পশুপক্ষিকুলের আশ্চর্য্যনিনাদে মুখরিত, যে স্থানে কুসুমফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুতা শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়াবিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরই আমার জীবন ॥ ৬ ॥

(২) গোদ্রুমদ্বীপ

গোদ্রুম-ধাম-বাস-নিষ্ঠা—

মিলন্তু চিন্তামণিকোটি-কোটয়ঃ
স্বয়ং বহির্দৃষ্টিমুপৈতু বা হরিঃ।
তথাপি তদ্‌গোদ্রুম-ধূলি-ধূসরং
ন দেহমন্যত্র কদাপি যাতু মে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। অপরে কোটি কোটি চিন্তামণি লাভ করুক আর যাহাই করুক, অথবা বহির্দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির নিকট স্বয়ং শ্রীহরির আগমন হউক আর যাহাই হউক। অর্থাৎ বহিঃ প্রজ্ঞাচালিত অক্ষজ-জ্ঞানী স্বয়ং-শ্রীহরিকে পাইয়াছে বলিয়া মনে করুক আর যাহাই করুক। কিন্তু তথাপি শ্রীগোদ্রুম-ধাম-ধূলি-ধূসরিত আমার দেহ যেন কখনও সেই শ্রীধাম ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও না যায় ॥ ৭ ॥

(৩) মধ্যদ্বীপ

গৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-লীলাস্থল মধ্যদ্বীপ বর্ণন—

কৃপয়তু ময়ি মধ্যদ্বীপলীলা বিচিত্রা
কৃপয়তু ময়ি মূঢ়ে ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থম্।
ফলতু তদনুকম্পা-কল্পবল্লী তথৈব
বিহরতি জনবন্ধু র্যত্র মধ্যাহ্নকালে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচিত্র মধ্যদ্বীপলীলা আমার উপর কৃপা বর্ষণ করুন্। আমার মত মূঢ়ের প্রতি ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থ কৃপা-বিতরণ করুন্। যথায় বিশ্বজনবন্ধু শ্রীবিশ্বম্ভর মধ্যাহ্নকালে বিহার করেন, সেই পরমতীর্থের কৃপাকল্পলতিকা আমাতে তেমনই ফলবতী হউন্ ॥ ৮ ॥

(৪) কোলদ্বীপ

গঙ্গার উপকূলস্থ 'কোলদ্বীপ' বা 'কুলিয়া'—

জয়তি জয়তি কোলদ্বীপকান্তাররাজী
সুরসরিদুপকণ্ঠে দেবদেবপ্রণম্যা।
খগ-মৃগ-তরুবল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-
স্থল-গিরি-হ্রদিনীনামদ্ভুতৈঃ সৌভগাদ্যৈঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। পশু, পক্ষী, তরুলতাকুঞ্জ, দীর্ঘিকা, সরোবর, উপত্যকা, পর্ব্বত এবং হ্রদসমূহের অদ্ভুত সৌন্দর্য্যাদিগুণে উদ্ভাসিত গঙ্গার উপকণ্ঠস্থ সর্ব্বদেব-প্রণম্যা শ্রীকোলদ্বীপ-কান্তার-রাজি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন্ ॥৯॥

(৫) ও (৬) রুদ্রদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ধাম-সেবালালসা—

রুদ্রদ্বীপে চর চরণ! দৃক্! পশ্য মোদদ্রুমশ্রী-
জিহ্বে! গৌরস্থলগুণগণান্ কীর্ত্তয় শ্রোত্রগৃহ্যান্ ॥
গৌরাটব্যা ভজ পরিমলং ঘ্রাণ! গাত্র! ত্বমস্মিন্
গৌড়ারণ্যে লুঠ পুলকিতং গৌরকেলিস্থলীষু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। হে চরণ! তুমি রুদ্রদ্বীপে বিচরণ কর; হে লোচন! তুমি মোদদ্রুমদ্বীপের সৌন্দর্য্য দর্শন কর; হে রসনে! তুমি শ্রুতিপথগত শ্রীগৌরধাম-গুণাবলী অনুকীর্ত্তন কর; হে নাসিকে! তুমি শ্রীগৌর-বনের সুরভি আঘ্রাণ কর; হে গাত্র! তুমি এই গৌড়ারণ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের ক্রীড়াস্থলীসমূহে পুলকিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হও ॥ ১০ ॥

প্রাকৃত-দৃষ্টির অগোচর বেদগুহ্য নবদ্বীপ-ধাম-নিষ্ঠা—

ইহ ভ্রামং ভ্রামং জগতি নহি গন্ধোঽপি কলিতো
যদীয়স্তত্রৈবাখিলনিগম-দুর্ল্লক্ষ্য-সরণৌ।

নবদ্বীপারণ্যে বত মহিম-পীযূষ-জলধৌ
মহাশ্চর্য্যোন্মীলন্ মধুরিমণি চিত্তং লগতু মে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। এই জগতে ভ্রমণ করিতে করিতে যাহার গন্ধলেশও পাওয়া যায় না, যাহার পথ নিখিলবেদ-দুর্লক্ষ্য, যাহার মধুরিমা মহাশ্চর্য্য-বিকাশী, অহো! যাহা অমিত মহিমার অমিয়সিন্ধুস্বরূপ, সেই নবদ্বীপ-বনেই আমার চিত্ত সংলগ্ন হউক্ ॥ ১১ ॥

রসপীঠ গৌরবন—

মহোজ্জ্বল-রসোন্মদ-প্রণয়-সিন্ধু-নিস্যন্দিনী
মহামধুর-রাধিকারমণ-খেলনানন্দিনী।
রসেন সমধিষ্ঠিতা ভুবনবন্দ্যয়া রাধয়া
চকাস্তু হৃদি মে হরেঃ পরমধাম গৌড়াটবী ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। পরমোজ্জ্বল-রসোদ্বেলিত-প্রণয়জলধির প্রস্রবণস্বরূপ শ্রীরাধারমণের পরমমধুর ক্রীড়ারঙ্গে আনন্দদায়ক, রসে সম্যক্ অধিষ্ঠিতা (রসপীঠ) শ্রীহরির পরমধাম গৌড়কানন ভুবনপূজ্যা শ্রীমতী রাধা সহ আমার হৃদয়ে প্রোদ্ভাসিত হউন্ ॥ ১২ ॥

(৭) জহ্নুদ্বীপ

জন্ম-জন্ম তরুগুল্মরূপে জহ্নুদ্বীপ-বাস-লালসা—

জন্মনি জন্মনি জহ্ন্বাশ্রমভুবি বৃন্দারকেন্দ্র-বন্দ্যায়াম্।
অপি তৃণগুল্মকভাবে ভবতু মমাশাসমুল্লাসঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। নবদ্বীপের যে স্থানে জহ্নুমুনির আশ্রম বিরাজিত, সেই দেবেন্দ্র-বন্দিতা পবিত্রভূমি শ্রীজহ্নুদ্বীপে জন্ম-জন্ম তৃণ-গুল্মভাবেও আমার আশার সমুল্লাস হউক্ ॥ ১৩ ॥

(৮) সীমন্তদ্বীপ

সীমন্তদ্বীপ-সেবাফলে আশু শ্রীরাধাকৃপা-প্রাপ্তি—

রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং সদ্ধর্ম্মনীতায়ুষাং
নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাং বৈরাগ্যসীমস্পৃশাম্।
হন্তৈকান্তরসপ্রবিষ্ট-মনসামপ্যস্তি যদ্দূরত-
স্তদ্রাধাকরুণাবলোকমচিরাদ্বিন্দন্তু সীমন্তকে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীরাধাবল্লভ-পাদপল্লব-সেবারত থাকিয়া, আজীবন শুদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, বৈষ্ণব-চরণ-রজের নিত্য সেবা করিয়া, বৈরাগ্যের পারগামী (চরমসীমা প্রাপ্ত) হইয়া, এবং একান্ত প্রেমরসে চিত্ত নিমগ্ন করিয়াও হায় ! শ্রীরাধার যে করুণা লাভ হয় না, আজ নবদ্বীপান্ত সীমন্ত-দ্বীপের সেবা করিয়া (সৌভাগ্যবান্ জীবের) সেই সুদুর্ল্লভ রাধাকৃপা-কটাক্ষ সত্বর লাভ হউক্ ॥ ১৪ ॥

"নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়"—

বিশুদ্ধাদ্বৈতৈকপ্রণয়রসপীযূষ-জলধেঃ
শচীসূনোর্দ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো।
মিথঃ প্রেমোদঘূর্ণদ্রসিকমিথুনাক্রীড়মনিশং
তদেবাধ্যাসীনং প্রবিশতি পদে ক্বাপি মধুরে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। বিশুদ্ধাদ্বৈত অর্থাৎ (শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবন-নায়ক) শ্রীরাধাগোবিন্দের একাত্ম-স্বরূপে যে অপূর্ব্ব সম্মিলন (বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত) তাহাই এবার একমাত্র মূর্ত্তবিগ্রহ-রূপে প্রণয়-রসামৃত-সিন্ধু শ্রীশচীনন্দন কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র। কি আশ্চর্য্য ! তিনি কোনও এক মধুর দ্বীপাধিষ্ঠানে স্বীয়ধামে শ্রীবৃন্দাবনকেও কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত করাইলেন ! সেই অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন-ধাম পরস্পর প্রেমবশে নিরন্তর

প্রেমন্ত (পরাশক্তি ও শক্তিমদ্-বিগ্রহ) শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিল্লীলা-সম্ভোগ-ক্রীড়াভূমি। উহা (তদভিন্ন-স্বরূপ) শ্রীনবদ্বীপেই অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহাতেই এবার প্রবিষ্ট (নিহিত) হইল ॥ ১৫ ॥

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ-রম্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ—

নাহং বেদ্মি কথং নু মাধব-পদাম্ভোজদ্বয়ী ধ্যায়তে
কা বা শ্রীশুকনারদাদিকলিতে মার্গেঽস্তি মে যোগ্যতা।
তস্মাদ্ভদ্রমভদ্রমেব যদি বা মাস্তাং মমৈকঃ পরো
রাধা-কেলিনিকুঞ্জমঞ্জুলতরঃ শ্রীগোদ্রুমো জীবনম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। কিরূপে শ্রীমাধবের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিতে হয়, তাহা আমি জানি না; শ্রীশুক-নারদাদি মহাভাগবতগণ-সেবিতমার্গে ভজন করিবার আমার যোগ্যতাই বা কোথায়! অতএব, আমার শুভাশুভ যাহাই হউক, শ্রীরাধিকার কেলিনিকুঞ্জদ্বারা অতি রমণীয় একমাত্র পরমধাম "শ্রীগোদ্রুম"ই আমার জীবন ॥ ১৬ ॥

শিব-ব্রহ্মাদিরও দুর্জ্ঞেয় বেদগুহ্য রাধারমণপ্রিয়
শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-বাস-লালসা—

যৎসীমানমপি স্পৃশেন্ন নিগমো দূরাৎ পরং লক্ষ্যতে
কিঞ্চিদ্ গূঢ়তয়া যদেব পরমানন্দোৎসবৈকাবধিঃ।
যন্মাধুর্য্যকলাপ্যবেদি ন শিব-স্বায়ম্ভুবাদ্যৈরহং
তচ্ছ্রীমন্নবখণ্ডধামরসদং বিন্দামি রাধাপতেঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। বেদ যাঁহার সীমাও স্পর্শ করিতে পারেন না, পরন্তু দূর হইতে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন মাত্র, যে স্থানে অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ-মহোৎসবের একান্ত অবধি নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত, শিব-স্বয়ম্ভূ প্রভৃতি

দেবগণ যাঁহার মাধুর্য্যের কণামাত্রও অবগত নহেন, শ্রীরাধিকা-রমণের সেই প্রেমপ্রদ নবদ্বীপধাম কবে আমি লাভ করিব ? ১৭ ॥

শ্রীগোদ্রুম-ধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

ছিদ্যেত খণ্ডশ ইদং যদি মে শরীরং
ঘোরা বিপদ্বিততয়ো যদি বা পতন্তি।
হা হন্ত হন্ত ন তথাপি মমেহ ভূয়াৎ
শ্রীগোদ্রুমাদিতর-তীর্থপদে পিপাসা ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। যদি আমার এই দেহ খণ্ড-খণ্ডরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিম্বা যদি বিষম-বিপত্তিজালও আমার উপর পতিত হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু হায় ! তথাপি ইহ-জীবনে শ্রীগোদ্রুম ভিন্ন অন্য তীর্থপদের জন্য যেন কদাচ আমার অভিলাষ না হয় ॥ ১৮ ॥

প্রাকৃত-ভোগলালসা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাধাগোবিন্দের মধুর-লীলা-দর্শন-বাসনার সহিত শ্রীনবদ্বীপ-বাস-লালসা—

স্বয়ং-পতিত-পত্রকাণ্যমৃতবৎ ক্ষুধা ভক্ষয়ন্
তৃষা ত্রিদিববন্দিনী-শুচিপয়োঽঞ্জলীভিঃ পিবন্।
কদা মধুর-রাধিকা-রমণ-রাস-কেলিস্থলীং
বিলোক্য রসমগ্নধীরধিবসামি গৌরাটবীম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। কবে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত পত্ররাজি অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিব ? কবে অঞ্জলি অঞ্জলি সুরধুনীর পূতবারি পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিব ? আর কবেই বা শ্রীরাধিকা-রমণের মধুর রাসকেলি-স্থান দর্শন-পূর্ব্বক প্রেমরসে চিত্ত মগ্ন করিয়া গৌরাটবীতে বাস করিব ? ১৯ ॥

ব্রহ্মাদিরও প্রণম্য নবদ্বীপ-বাসীরই পুরুষার্থ-চিন্তামণি করগত—

তেনাকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্ম্মোঽপি তেনাদ্ভুতঃ
সর্ব্বস্মাৎ পুরুষার্থতোঽপি পরমঃ কশ্চিৎ করস্থীকৃতঃ।
তেনাধায়ি সমস্তমূর্দ্ধনি পদং ব্রহ্মাদয়স্তং নম-
স্ত্যাদেহান্তমধারি যেন বসতৌ খণ্ডেনবে নিশ্চয়ঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। তিনিই সমস্ত ভগবদ্ধর্ম্মের আচরণ করিয়াছেন, তিনিই নিখিল-পুরুষার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতম কোন অপূর্ব্ব বস্তু করতলগত করিয়াছেন (অর্থাৎ নিখিল-পুরুষার্থ-শিরোমণি অনর্পিতচর প্রেমসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন), তিনিই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি-দেবগণ তাঁহারই নিকট অবনত হন, যিনি দেহান্তকাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপে বাসবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

পশুপক্ষীকেও প্রেম-প্রদানকারী নবদ্বীপধামের প্রতি নমস্কার—

খগবৃন্দং পশুবৃন্দং দ্রুমবৃন্দমুন্মদপ্রেম্নঃ।
শ্রীণয়দমৃতরসৈর্নবদ্বীপাখ্যং বনং নমত ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। যে নবদ্বীপ-বন হর্ষগর্ব্বান্বিত প্রেম-পীযূষরস-কদম্ব দ্বারা মৃগ-বিহগ-বিটপীকুলকে প্রেমোন্মত্ত করিতেছেন, সেই নবদ্বীপ-বনকে নমস্কার কর ॥ ২১ ॥

পণ্ডিতগণের অন্যতীর্থে অভিলাষ থাকিলেও সুপণ্ডিত ও সুদার্শনিক গৌরভক্তগণের রাধামাধব-প্রিয় নবদ্বীপধামাশ্রয়েই অভিরুচি—

ভক্ত্যৈকয়ান্যত্র কৃতার্থমানিনো ধীরাস্তদেতন্ন বয়ন্তু বিজ্ঞঃ।
শ্রীরাধিকামাধববল্লভং নঃ সদা নবদ্বীপবনন্তু সংশ্রয়ঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নবদ্বীপ ব্যতীত অন্যতীর্থের মানসে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে

পারি না। অনন্যভক্তিদ্বারা শ্রীরাধামাধবপ্রিয় (লীলাশক্তিরূপ-শ্রীধাম) "নবদ্বীপ-বনই" আমাদিগের নিত্য আশ্রয়স্থল ॥ ২২ ॥

উন্নতোজ্জ্বল-ভক্তিসারবীজ গৌরবন-সেবায়ই জীব পরিপূর্ণকাম—

দোষাকরোঽহং গুণলেশহীনঃ সর্ব্বাধমো দুর্ল্লভবস্তুকাঙ্ক্ষী।
গৌরাটবীমুজ্জ্বলভক্তিসারবীজং কদা প্রাপ্য ভবামি পূর্ণঃ ॥২৩

অনুবাদ। (সর্ব্ব) দোষের আকর, গুণলেশশূন্য, সর্ব্বাপেক্ষা অধম হইয়াও দুর্ল্লভ বস্তুলাভে অভিলাষী—আমি কবে উজ্জ্বলভক্তিসার-বীজ গৌরাটবী আশ্রয় করিয়া পূর্ণকাম হইব? ২৩ ॥

গৌরবনের স্বরূপ—

শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেমরসামৃতাব্ধেরনন্তপারস্য কিমপ্যুদারম্।
রাধাপ্রদত্তং যদপূর্ব্বসারং তদেব গৌরাঙ্গবনং গতির্মে ॥২৪॥

অনুবাদ। বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ও অনন্তপার প্রেমরস-সুধাসিন্ধুর শ্রীরাধাপ্রদত্ত কোন অনির্ব্বচনীয় ঔদার্য্য-রসময় অপূর্ব্ব সার শ্রীগৌরাঙ্গ-কাননই আমার একমাত্র গতি (হউক) ॥ ২৪ ॥

নিরপরাধে একান্তভাবে নবদ্বীপধামসেবাফলে সর্ব্বসাধনবিহীনেরও পরমপ্রয়োজন লাভ—

সর্ব্বসাধনহীনোঽপি নবদ্বীপৈক-সংশ্রয়ঃ।
যঃ কোঽপি প্রাপ্নুয়াদেব রাধাপ্রিয়-রসোৎসবম্ ॥২৫॥

অনুবাদ। সর্ব্বসাধনহীন হইয়াও যে কোনও ব্যক্তি যদি শ্রীধাম-নবদ্বীপকেই একান্তভাবে (ধামাপরাধশূন্য হইয়া) আশ্রয় করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি শ্রীবার্ষভানবীর প্রিয় রাসোৎসব প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

নবদ্বীপাশ্রয়-নিষ্ঠা—

ত্যজন্তু স্বজনাঃ কামং দেহবৃত্তিশ্চ যাঽস্তু বা।
ন নবদ্বীপ-সীমাতঃ পদং মে চলতু ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। আমার স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করুক্, অথবা আমার দেহবৃত্তিই অচল হউক্, তথাপি নবদ্বীপ-সীমা হইতে আমার পদ যেন কুত্রাপি গমন না করে ॥ ২৬ ॥

নবদ্বীপধাম-সেবার প্রতিকূলাচরণকারী নিজজনও পর, সুতরাং দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাজ্য—

স। মে ন মাতা স চ মে পিতা ন
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।
স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুর্ন-
যো মে ন রাধাবনবাসমিচ্ছেৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। আমার সেই 'পিতা' 'পিতা' নহে, সেই 'মাতা' 'মাতা' নহে, সেই 'বন্ধু' 'বন্ধু' নহে, সেই 'সখা' (হিতৈষী) 'সখা' নহে, সেই 'মিত্র' (উপকারক) 'মিত্র' নহে, সেই 'গুরু' 'গুরু' নহে, যে আমার "রাধাবন" শ্রীনবদ্বীপ-বাসের প্রতিকূল ॥ ২৭ ॥

জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত শ্রীগোদ্রুম-বাস-সৌভাগ্য-লালসা—

কিমেতাদৃগ্ ভাগ্যং মম কলুষমূর্ত্তেরপি ভবে-
ন্নিবাসো দেহান্তাবধির্যদিহ তদ্ গোদ্রুমভুবি।
তয়োঃ শ্রীদম্পত্যো র্নব-নব-বিলাসৈ বিহরতোঃ
পদজ্যোতিঃপূরৈরপি তু মম সঙ্গোঽপি ভবিতা ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। আমার মত পাপ-প্রতিমূর্ত্তির কি এমন ভাগ্য হইবে যে, দেহান্ত পর্য্যন্ত সেই গোদ্রুমস্থলীতেই বাস করিতে পারিব? সেই গোদ্রুমে নবনব-বিলাসে বিহরণ-শীল ব্রজনব-যুবদ্বন্দের শ্রীচরণজ্যোতিঃ-প্রবাহের সহিত কি আমার সঙ্গ (সম্বন্ধ) ঘটিবে? ২৮ ॥

মায়াঞ্জনাবৃতচক্ষু গৌরবনসম্বন্ধি-বস্তুকে জড়প্রায় দেখিলেও ধামের
স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় বস্তুই চিদানন্দময়—

ভূতং স্থাবরজঙ্গমাত্মকমহো যত্র প্রবিষ্টং কিম-
প্যানন্দৈকঘনাকৃতিস্বমহসা নিত্যোৎসবং ভাসতে।
মায়ান্ধীকৃতদৃষ্টিভিস্তু কলিতং নানাবিরূপাত্মকং
তদ্গৌরাঙ্গপুরং কদাধিবসতঃ স্যান্মে তনুশ্চিন্ময়ী ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। অহো! স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতনিবহ যে স্থানে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কি এক অনির্ব্বচনীয় ঘনানন্দস্বরূপ স্বানন্দে বিভোর হইয়া নিত্যোৎসবে ভাসমান্ হইতে থাকে, মায়ামোহান্ধ চক্ষুর নিকট যে স্থান (চিন্ময়ধাম নানাবিধ জড়ময়) বিরূপাত্মক বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই শ্রীগৌরাঙ্গপুরে বাস করিয়া কবে আমার চিন্ময়ী তনু লাভ হইবে? ২৯ ॥

সম্বন্ধ-কৌশলের সহিত ধামপ্রবেশকারী জীবমাত্রেরই সচ্চিদানন্দরূপতা-
প্রাপ্তি ; উহা বহির্ম্মুখ-দৃষ্টির অগোচর—

যত্র প্রবিষ্টঃ সকলোঽপি জন্তুঃ সর্ব্বঃ পদার্থোঽপ্যবুধৈরদৃশ্যঃ।
সানন্দ-সম্বিদ্-ঘনতামুপৈতি তদেব গৌরাঙ্গপুরং শ্রয়ামি ॥ ৩০

অনুবাদ। যে স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবই আনন্দ-সম্বিত চিদ্ঘনতা (সম্বিতের সার, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে, যে স্থানের পদার্থনিচয় বহির্ম্মুখজনগণের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, আমি সেই 'শ্রীগৌরাঙ্গপুর'কেই আশ্রয় করি ॥ ৩০ ॥

নিরপরাধে ধামাশ্রিত জীবগণের নিন্দাকারী শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী,
সুতরাং বঞ্চিত—

যে শ্রীনবদ্বীপগতেষু দোষান্ আরোপয়ন্তি স্থিরজঙ্গমেষু।
আনন্দমূর্ত্তিষ্বপরাধিনস্তে শ্রীরাধিকামাধবয়োঃ কথং স্যুঃ ॥ ৩১॥

অনুবাদ। যাহারা সম্বন্ধজ্ঞানাশ্রিত শ্রীধাম-নবদ্বীপের আনন্দময় স্বরূপ স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি দোষারোপ করে, সেই অপরাধী ব্যক্তিগণ কিরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ লাভ করিবে ? ৩১ ॥

নিরপরাধে ধামাশ্রিত পুরুষের নিন্দাকারী, শ্রীমায়াপুরের বিরোধী, গোদ্রুমের সহিত অন্যতীর্থের সাম্যবুদ্ধিকারী ও ধামসেবানন্দকে জড়ানন্দ-জ্ঞানকারী ব্যক্তি দুঃসঙ্গজ্ঞানে অসম্ভাষ্য—

যে গৌর স্থলবাসিনিন্দনরতা যে বা ন মায়াপুরং
শ্লাঘন্তে তুলয়ন্তি যে চ কুধিয়ঃ কেনাপি তং গোদ্রুমম্ ।
যে মোদদ্রুমমত্র নিত্যসুখচিদ্রূপং সহন্তে ন বা
তৈঃ পাপিষ্ঠনরাধমৈর্ন ভবতু স্বপ্নেঽপি মে সঙ্গতিঃ ॥৩২॥

অনুবাদ। যাহারা গৌরস্থলবাসিজনগণের নিন্দায় রত থাকে, অথবা যাহারা মায়াপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, কিম্বা যে সকল দুর্ব্বুদ্ধি-জন "গোদ্রুমের" সহিত অন্যস্থানের তুলনা করে এবং "মোদ-দ্রুমকে" এই প্রপঞ্চে প্রকটিত নিত্য-চিৎসুখস্বরূপ মনে না করে, সেই সকল পাপিষ্ঠ নরাধমের সহিত স্বপ্নেও যেন আমার সঙ্গ না ঘটে ॥ ৩২ ॥

পাপাচার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৌরধামাশ্রয়কারী পুরুষেরই বৃন্দাবনসম্পত্তি-প্রাপ্তি—

পরধন-পরদার-দ্বেষ-মাৎসর্য্য-লোভা-
নৃত-পরুষ-পরাভিদ্রোহ-মিথ্যাভিলাপান্ ।
ত্যজতি য ইহ ভক্তঃ শ্রীনবদ্বীপধাম্নি
ন খলু ভবতি বন্ধ্যা তস্য বৃন্দাবনাশা ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। পরধন, পরদার, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, লোভ, মিথ্যা ও কর্কশভাষণ, পরদ্রোহ এবং তোভ বা বৃথালাপাদি পরিত্যাগ করিয়া যে

ব্যক্তি শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ভজনা করেন, তাঁহার বৃন্দাবন-লাভের আশা কখনও বন্ধ্যা (বিফলা) হয় না ॥ ৩৩ ॥

গৌরধামবাসনিষ্ঠার অনুকূল কার্য্যই ভক্তি, তৎপ্রতিকূল যাবতীয় তথাকথিত ধর্ম্মও অধর্ম্ম বা পাপ —

কুরু সকলমধর্ম্মং মুঞ্চ সর্ব্বং স্বধর্ম্মং
ত্যজ গুরুমপি গৌড়ারণ্যবাসানুরোধাৎ ।
স তব পরমধর্ম্মঃ সা চ ভক্তির্গুরূণাং
স কিল কলুষরাশির্যদ্ধি বাসান্তরায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। 'নবদ্বীপ'-বাসের অনুরোধে অশেষ অধর্ম্মেরই (অর্থাৎ লৌকিক বা অক্ষজবিচারে যাহা অধর্ম্ম বলিয়া বিচারিত) অনুষ্ঠান কর, কিম্বা সকল স্বধর্ম্ম (বর্ণাশ্রমাদি) এমন কি গুরুজনকেও (পিতামাতা প্রভৃতি লৌকিকগুরু) যদি ত্যাগ কর, তবে তাহা তোমার পরমধর্ম্ম বলিয়া গণ্য, এবং তাহাই গুরুজনের প্রতি ভক্তি বলিয়াও গ্রাহ্য ; পরন্তু নবদ্বীপবাসের যাহা অন্তরায়, তাহাই পাপরাশি বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩৪ ॥

ঔদার্য্যধাম গৌরবনাশ্রয়ে জীবের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী—

নির্ম্মর্য্যাদাশ্চর্য্য-কারুণ্যপূর্ণং
গৌরারণ্যং য নবদ্বীপ-ধাম ।
য কোঽপ্যস্মিন্ যাদৃশস্তাদৃশো বা
দেহস্যান্তে প্রাপ্নুয়াদেব সিদ্ধিম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। যাহা "নবদ্বীপ-ধাম" বলিয়া আখ্যাত, সেই অসীম ও আশ্চর্য্য-কারুণ্যপূর্ণ গৌরারণ্যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাবেই (ধামাপরাধশূন্য হইয়া) অবস্থান করুন্ না কেন, দেহান্তে তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

লৌকিক ও বৈদিকধর্ম্মকাননে ক্ষত বিক্ষত না হইয়া অবিলম্বে
দীনতার সহিত শ্রীগোদ্রুমবন আশ্রয় করাই বুদ্ধিমত্তা—

ন লোকবেদোদিত-মার্গভেদৈ-
রাবিশ্য সংক্লিশ্যত রে বিমূঢ়াঃ।
হঠেন সর্ব্বং পরিহৃত্য গৌড়ে
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটীং কুরুধ্বম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। ওহে মূঢ় জীবগণ! তোমরা বৈদিক ও লৌকিক-ভেদে বিভিন্ন মার্গসমূহ আশ্রয় করিয়া (বৃথা) ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছ, বলপূর্ব্বক (অর্থাৎ হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া চিদ্বলে বলী হইয়া) সকল পরিত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে "শ্রীগোদ্রুম"-স্থলীতে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৬ ॥

নানা মনোধর্ম্মোত্থ-মতবাদ তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক
ঔদার্য্যধাম গৌরধামাশ্রয়নিষ্ঠা—

যত্তজ্জল্পন্তু শাস্ত্রাণ্যহহ! জনতয়া গৃহ্যতাং যত্তদেব
স্বং স্বং যত্তন্মতং স্থাপয়তু লঘুমতিস্তর্কমাত্রে প্রবীণঃ।
অস্মাকন্তূজ্জ্বলৈকোন্মদ-বিমলরসপ্রেমপীযূষমূর্ত্তে
রাধাভাবাপ্তলীলাটবিমিহ ন বিনান্যত্র নির্য্যাতি চেতঃ ॥৩৭

অনুবাদ। অহো! শাস্ত্রসমূহ নানাবিধ জল্পনাই করুক, (অতাত্ত্বিক) জনসমূহ সেই সকল গ্রহণই করুক, শুষ্কতর্কমাত্রে প্রবীণ ক্ষুদ্র-বুদ্ধি (হৈতুক) তার্কিককুল নিজ নিজ মত স্থাপনই করুক, আমাদের চিত্ত কিন্তু উন্নতোজ্জ্বল, হর্ষ-গর্ব্বাদি অপ্রাকৃতভাব-সমন্বিত বিমল প্রেম-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের রাধাভাবসম্বন্ধি লীলাকানন ব্যতীত অন্যত্র যাইতে চায় না ॥ ৩৭ ॥

অনর্গলপ্রেমামৃতাকর-গৌরবনে রতিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা—

অপার-করুণাকরং ব্রজবিলাসিনীনাগরং
মুহুঃ সুবহু কাকুভির্নতিভিরেতদভ্যর্থয়ে।
অনর্গলবহন্মহাপ্রণয়সীধুসিন্ধৌ মম
ক্বচিজ্জনুষি জায়তাং রতিরিহৈব খণ্ডে নবে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। অপার করুণানিধান সেই ব্রজবিলাসিনী-নাগর শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে বারম্বার কাকুবাক্যে নত হইয়া এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, যেখানে অনর্গল মহাপ্রেমামৃত-সিন্ধু প্রবাহিত হইতেছে, একমাত্র সেই নবদ্বীপেই যেন কোন না কোন জন্মে আমার রতি উৎপন্ন হয় ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমায়াপুর-ধাম-সেবাফলে সুদুরাচারেরও সর্ব্বসাধুত্ব প্রাপ্তি—

নানামার্গরতোঽপি দুর্ম্মতিরপি ত্যক্তস্বধর্ম্মোঽপি হি
স্বচ্ছন্দাচরিতোঽপি দূরভগবৎসম্বন্ধগন্ধোঽপি চ।
কুর্ব্বন্ যত্র চ কামলোভবশতো বাসং সমস্তোত্তমং
যায়াদেব রসাত্মকং পরমহং তন্নৌমি মায়াপুরম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। নানামার্গরত অর্থাৎ মনোধর্ম্মাশ্রয়-হেতু চঞ্চলমতি, অতি দুর্ম্মতি, স্বধর্ম্মাচার-বিরত, স্বেচ্ছাচারী, ভগবৎ-সম্বন্ধগন্ধ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তিগণও কামলোভবশে যে নবদ্বীপে বাস করিয়া সর্ব্বোত্তমত্ব প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সর্ব্বদোষ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বভক্তিগুণাকর হয়), সেই পরমশ্রেষ্ঠ রস-নিলয় শ্রীমায়াপুরকে আমি স্তব করি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীনবদ্বীপেই ভক্তিসুখমাধুরীর পরাকাষ্ঠা বিরাজিত—

ইহ সকলসুখেভ্যঃ সূত্তমং ভক্তিসৌখ্যং
তদপি চরমকাষ্ঠাং সম্যগাপ্নোতি যত্র।
তদপি পরমপুংসঃ শ্রীনবদ্বীপধাম
নিখিল-নিগম-গূঢ়ং মূঢ়বুদ্ধি র্ন বেদ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। এই সংসারে সর্ব্বপ্রকার সুখ হইতে ভক্তিসুখই শ্রেষ্ঠতম; তাহাও আবার শ্রীধাম নবদ্বীপেই চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের এই নিখিল বেদগুহ্য নবদ্বীপধাম-তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না॥ ৪০॥

অচিন্ত্যশক্তিশালী অপরাধভঞ্জনক্ষেত্র, প্রেমরসদ কোলদ্বীপ—

ভজন্তমপি দেবতান্তরমথাক্ষর-ব্রহ্মণি
স্থিতং পশুবদেব বা বিষয়-ভোগ-মাত্রে রতম্।
অচিন্ত্য-নিজশক্তিতঃ স্বগত-রাধিকা-মাধব-
প্রগাঢ়রসমোহিতং কুরুত এব কোলাটবী॥ ৪১॥

অনুবাদ। কেহ অন্য দেবতার ভজনাই করুন, অথবা অক্ষর-ব্রহ্মেই অবস্থিত থাকুন, কিম্বা পশুর ন্যায় একমাত্র বিষয়ভোগেই বা রত হউন, তাঁহাকে নবদ্বীপান্তর্গত (গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্ত্তী) কোলাটবী নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বগত রাধামাধবের নিগূঢ় প্রেমরসে নিশ্চয়ই মোহিত করিয়া থাকেন॥ ৪১॥

বেদাতীত অচিন্ত্যাদ্ভুত-স্বরূপ শ্রীগোদ্রুমধাম-স্বরূপ-দর্শন-লালসা—

যৎ কোট্যংশমপি স্পৃশেন্ন নিগমো যন্ন বিদুর্যোগিনঃ
শ্রীশ-ব্রহ্ম-শুকার্জ্জুনোদ্ধবমুখাঃ পশ্যন্তি যন্ন ক্বচিৎ।
অন্যৎ কিং ব্রজবাসিনামপি ন যদ্দৃশ্যং কদা লোকয়ে
তচ্ছ্রীগোদ্রুমরূপমদ্ভুতমহং রাধাপদৈকাশ্রয়ঃ॥ ৪২॥

অনুবাদ। বেদ যাঁহার কোটি অংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারেন না; যোগিগণও যাহা অবগত হইতে পারেন না; লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুকদেব, অর্জ্জুন ও উদ্ধবপ্রমুখ ভক্তগণও কখনও যাহা দর্শন করেন নাই; অথবা, অন্যের কথা কি, ব্রজবাসিগণেরও যাহা নয়নগোচর

হয় নাই, সেই অদ্ভুত গোদ্রুমধামের স্বরূপ একমাত্র রাধা-চরণযুগল আশ্রয় করিয়া কবে আমি দর্শন করিব ! ৪২ ॥

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা—

দুর্ব্বাসনা সুদৃঢ়রজ্জুশতৈর্নিবদ্ধং
আকৃষ্য সর্ব্বত ইদং স্ববলেন গৌর।
রাধাবনে বিহরতঃ সহ রাধয়া তে
পাদারবিন্দ-সবিধং নয় মানসং মে ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। দুর্ব্বাসনারূপ সুদৃঢ় রজ্জুশতদ্বারা আমার চিত্ত নিবদ্ধ। হে গৌরচন্দ্র, তুমি নিজশক্তিবলে আমার এই চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া রাধার সহিত রাধাবনে ক্রীড়াশীল তোমার পাদপদ্ম-সন্নিধানে উপনীত কর ॥ ৪৩ ॥

নবদ্বীপচন্দ্রে বিজ্ঞপ্তি—

বশীকর্ত্তুং শক্যো ন হি ন হি মনাগিন্দ্রিয়গণো
গুণোঽভূন্নৈকোঽপি প্রবিশতি সদা দোষনিচয়ঃ।
ক্ব যামঃ কিং কুর্ম্মো হরি হরি ময়ীশোঽপ্যকরুণো
নবদ্বীপে বাসং বত বিতর মানন্যগতিকম্ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। আমার ইন্দ্রিয়গণকে আমি কিঞ্চিৎ মাত্রও স্ববশে আনয়ন করিতে পারিতেছি না। আমাতে একটীমাত্র গুণও বিদ্যমান নাই, (অথচ) দোষসমূহ সর্ব্বদা আমাতে প্রবেশ করিতেছে ! আমি কোথায় যাইব ! কি করিব ! হরি ! হরি ! (হায়, হায় !) ভগবান্‌ও আমার প্রতি নির্দ্দয় ! অহো অনন্যগতি আমি, (হে নবদ্বীপচন্দ্র) আমাকে শ্রীধাম-নবদ্বীপে বসতি বিতরণ কর ॥ ৪৪ ॥

নবদ্বীপধামবাস-নিষ্ঠাপ্রার্থনা—

জাতি-প্রাণ-ধনানি যান্তু সুযশোরাশিঃ পরিক্ষীয়তাং
সদ্ধর্ম্মা বিলয়ং প্রয়ান্তু সততং সর্ব্বৈশ্চ নির্ভৎর্স্যতাম্ ।
আধিব্যাধিশতেন জীর্য্যতু বপুর্ল্লুপ্তপ্রতীকারতঃ
শ্রীগৌরাঙ্গপুরং তথাপি ন মনাক্ ত্যক্তুং মমাস্তাং মতিঃ ॥

অনুবাদ। আমার জাতি, প্রাণ ও ধনসমূহ নষ্ট হউক্, সুযশোরাশি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হউক্, আমার আচরিত সদ্ধর্ম্মসমূহ বিলয়-প্রাপ্ত হউক্, সকলে আমাকে নিরন্তর তিরস্কার করুক্ এবং শত শত মানসিক ও শারীরিক পীড়ায় প্রতিকারাভাবে আমার দেহ জীর্ণ হউক্, তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গপুর অর্থাৎ নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে যেন একবারও আমার মতি না হয় ॥ ৪৫ ॥

নবদ্বীপৈকানুরক্ত পুরুষগণের বন্দনা—

গৌরারণ্যাদন্যৎ প্রকৃতেরন্তর্ব্বহির্ব্বাপি ।
নৈবাস্তি মধুরাবস্থিত্যবকলিতং যৈ র্নমস্তেভ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। প্রকৃতির অন্তরে ও বাহিরে, নবদ্বীপ ব্যতীত আর অন্য মধুর বসতিস্থল নিশ্চয়ই নাই,—এইরূপ সিদ্ধান্ত যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥

গৌরসেবারতা শ্রীলীলাশক্তির জয়—

বিভ্রাজত্তিলকা গিরীন্দ্রতনয়া-নীরৌঘ-শুক্লাম্বরো-
দঞ্চৎ কাঞ্চন-চম্পকচ্ছবিরহো নানারসোল্লাসিনী ।
কৃষ্ণপ্রেমপয়োধরেণ রসদেনাত্যন্ত-সম্মোহিনী
শ্রীমিশ্রাত্মজবল্লভা বিজয়তে গৌড়ে তু গৌরাটবী ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। অহো! তিলক-সুশোভিতা, জাহ্নবীজলরাশি দ্বারা (প্রক্ষালনহেতু) শুভ্রবসন-পরিহিতা, কাঞ্চন চম্পক (গৌর)-বর্ণ কোন পুরুষের পূজানিরতা (সেবাতাৎপর্য্যময়ী), নানারসে উল্লসিতা, (আনন্দ)-রস-বর্ষণরত কৃষ্ণপ্রেমপয়োধর দ্বারা সৌন্দর্য্যময়ী, জগন্নাথ-মিশ্রতনয় শ্রীগৌরসুন্দরের অতিপ্রিয়তমা, গৌড়দেশান্তর্গত গৌরাটবী (শ্বেতদ্বীপ) সর্ব্বতোভাবে বিজয় লাভ করুন্ ॥ ৪৭ ॥

পরমবৈভবশালী নবদ্বীপ নিত্যসেব্য—

যস্মিন্ কোটি-সুরেন্দ্রবৈভবযুতা ভূমীরুহাঃ পোষকাঃ
ভক্তিঃ সদ্বনিতা মহারসময়ী যত্র স্বয়ং শ্লিষ্যতি।
যত্র ব্রহ্মপুরাদি তীর্থনিচয়া ভ্রাজন্তি নানাস্থলে
তদ্দ্বীপং নবসংখ্যকং সুখময়ং কো নাম নালম্বতে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। যে স্থানে বৃক্ষগণ কোটি কোটি সুরেন্দ্রতুল্য বৈভবযুক্ত হইয়া শোভা সম্পাদন করিতেছেন; যে স্থানে মহারসময়ী ভক্তিরূপা সাধ্বীবনিতা স্বয়ং (অযাচিতভাবে) আলিঙ্গন করিতেছেন এবং যে স্থানে ব্রহ্মপুরাদি তীর্থসমূহ নানাস্থলে দীপ্তিমান্ হইয়া শোভা পাইতেছেন, সেই সুখময় শ্রীধাম-নবদ্বীপকে কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আশ্রয় না করেন? ৪৮ ॥

নবদ্বীপবাসনিন্দকের কৃষ্ণপ্রেমভক্তিলাভ অসম্ভব—

নিন্দন্তি যাবন্নবখণ্ড-বাসং বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-কন্দে।
তাবন্ন গোবিন্দ-পদারবিন্দে স্বচ্ছন্দ-সদ্ভক্তি-রহস্যলাভঃ ॥৪৯॥

অনুবাদ। জীবকুল যতদিন নবদ্বীপবাসকে নিন্দা করিবে, ততদিন তাহাদের শ্রীধাম-বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-মূল শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দে সুষ্ঠু প্রেমভক্তি লাভ হইবে না ॥ ৪৯ ॥

সৌভাগ্যবানের নবদ্বীপবনে ভ্রমণ-প্রকার—

স্মারং স্মারং নবজলধরশ্যামলধাম বিদ্যুৎ-
কোটি-জ্যোতি-স্তনুলতিকয়া রাধয়া শ্লিষ্যমানম্ ।
উচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসসরসং কাকুভির্জ্জল্পমানঃ
প্রেমাবিষ্টো ভ্রমতি সুকৃতী কোঽপি গৌরস্থলীষু ॥৫০॥

অনুবাদ। কোটী-সৌদামিনী-প্রভাময়ী শ্রীরাধিকার তনু-লতিকা দ্বারা আলিঙ্গিত নব-জলধর-শ্যামলকান্তি শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে সর্ব্বাঙ্গাবৃত রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপকে স্মরণ করিতে করিতে, ঐকান্তিক ভক্তিরসযুক্ত কাকুক্তি দ্বারা তারস্বরে (হা গৌরাঙ্গ, তুমি কি আমাকে কৃপা করিবে,—এইরূপ) বলিতে বলিতে, প্রেমাবিষ্ট হইয়া, কোন সুকৃতিশালী ব্যক্তি শ্রীগৌরস্থলী নবদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

গৌরপদাঙ্কিত গৌরধামে প্রেমলালসা—

বিশ্বম্ভরস্য পাদসরোজোপেতস্থলীষু নির্ভরপ্রেম্না হরি হরি ।
কদা লুঠামি প্রতিপদ-গলদশ্রুরুল্লসৎ পুলকঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। হরি ! হরি ! কবে আমি গাঢ়প্রেমবশে উল্লাস-পুলকিতাঙ্গে প্রতিপদে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে বিশ্বম্ভরের পাদসরোজসংযুক্তা (পূত) ভূমিতে লুণ্ঠন (অঙ্গ পরিবর্ত্তন বা গড়াগড়ি) করিতে থাকিব ? ৫১ ॥

রাধাভাবসুবলিতকৃষ্ণের ধাম-আশ্রয়কারী পুরুষেরই নিগূঢ়
প্রেমসম্পত্তি প্রাপ্তি—

পূর্ণোজ্জ্বলৎ প্রেমরসৈক-মূর্ত্তির্যত্রৈব রাধাবলিতো হরির্মে ।
তদেব গৌরস্থলমাশ্রিতানাং ভবেৎ পরং ভক্তি-রহস্যলাভঃ ॥

অনুবাদ। পূর্ণোজ্জ্বল-প্রেমরসের অখণ্ড-মূর্ত্তি-স্বরূপ শ্রীহরি আমার যে-স্থানে রাধাভাববিভাবিত হইয়া বিরাজ করেন, সেই গৌরস্থল যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদেরই পরম-নিগূঢ় ভক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

বহির্ম্মুখ-লোকের শত চীৎকারেও ধামসেবানন্দীর উদ্বেগহীনতা—

চাণ্ডাল-শ্বখরাদিবৎ যদি জনাঃ কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে তির-
স্কারং দুর্ব্বিষহঞ্চ তেন ন হি মে খেদোঽস্ত্যণীয়ানপি।
শ্রীকৃষ্ণ-শ্রবণাদিকা তু নবধা রাগানুগা চাত্মদা
ভক্তির্যদ্ গ্রহসংখ্যকে বিজয়তে তত্রৈব খণ্ডে স্থিতিঃ ॥৫৩॥

অনুবাদ। লোকসকল চণ্ডাল, কুকুর ও গর্দ্দভাদির ন্যায় জ্ঞান করিয়া আমাকে দুঃসহ তিরস্কার করিলেও, তাহাতে আমার অণুমাত্রও দুঃখ নাই, যদি আমার সেই শ্রীধাম-নবদ্বীপে (গ্রহসংখ্যক—নব, খণ্ডে—দ্বীপে) অবস্থিতি হয়, যথায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদি আত্ম-নিবেদন পর্য্যন্ত নবধা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৫৩ ॥

দেহধর্ম্ম-মনোধর্ম্মোত্থ যাবতীয় সাধনপরিত্যাগপূর্ব্বক
ধামসেবাই সর্ব্বমঙ্গলাকর—

ভ্রাতঃ সমস্তান্যপি সাধনানি বিহায় গৌরস্থলমাশ্রয়স্ব।
যথা তথা প্রাক্তন-বাসনাতঃ শরীর-বাণী-হৃদয়ানি কুর্য্যুঃ ॥৫৪॥

অনুবাদ। প্রাক্তন-বাসনাবশতঃ তোমার শরীর, বাক্য ও মন যেরূপই আচরণ করুক্ না কেন,—হে ভ্রাতঃ, (তুমি) সমস্ত সাধন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর-স্থলই আশ্রয় কর ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধামসেবার্থ নবদ্বীপের শ্বপচগৃহে ভিক্ষা দ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ সর্ব্বাংশে শ্লাঘনীয়—

নবদ্বীপে রম্যে বরমিহ করে খর্পরভৃতো
ভ্রমামো ভৈক্ষার্থং শ্বপচ-গৃহবীথীষু দিনশঃ।
তথাপি প্রাচীনৈঃ পরমস্বুকৃতৈরত্র মিলিতং
ন নেষ্যাম্যন্যত্র ক্বচিদপি কথঞ্চিদ্ বপুরিদম্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। আমি করে ভিক্ষাপাত্র বহন করিয়া বরং এই রম্য নবদ্বীপ-ধামে চণ্ডালাদির দ্বারে দ্বারেও প্রত্যহ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিব, তথাপি পূর্ব্বকৃত-পরমসুকৃতিলব্ধ এই (সুদুর্ল্লভ মানব)-দেহকে কোনও ভাবে অন্য আর কোথায়ও লইয়া যাইব না ॥ ৫৫ ॥

সাধক-দেহোচিত শ্রীগৌরবনবাস-লালসা—

জরৎকন্থামেকাং দধদপি চ কৌপীনমনিশং
প্রগায়ন্ শ্রীরাধা-মধুপতি-রহঃ-কেলি-লহরীম্।
ফলং বা মূলম্বা কিমপি দিবসান্তে কবলয়ন্
নবদ্বীপে নেষ্যে বনভুবি কদা জীবনমিদম্ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। একখানি ছিন্নকন্থা ও কৌপীন পরিধান এবং দিবসান্তে কিঞ্চিৎ ফলমূল ভোজন করিয়া রাধাকৃষ্ণের নির্জ্জন-কেলিকথা সতত কীর্ত্তন করিতে করিতে কবে আমি নবদ্বীপ-বনভূমিতে এই জীবন অতিবাহিত করিব ? ৫৬ ॥

বিরজার পরপারে পরব্যোম, তন্মধ্যে গৌড়মণ্ডল, তন্মধ্যে আবার বৃন্দাবন—

প্রকৃত্যুপরি কেবলে সুখনিধৌ পরব্রহ্মণি
শ্রুতিপ্রথিতবৈভবং পরপদং পরব্যোমকম্।

তদন্তরখিলোজ্জ্বলং জয়তি গৌড়ভূমণ্ডলং
মহারসময়ঞ্চ তৎ কলয় তত্র বৃন্দাবনম্ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। প্রকৃতির ঊর্দ্ধদেশে অবিমিশ্র চিৎ-সুখ-সমুদ্র পরব্রহ্মে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তদ্রূপবৈভব বিষ্ণুর পরমপদ 'পরব্যোম' নামক ধাম (অবস্থিত) তাঁহার অভ্যন্তরে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও মহাভাবরসময় শ্রীগৌড়মণ্ডল জয়যুক্ত হউন। সেই গৌড়মণ্ডলের মধ্যেই শ্রীধাম বৃন্দাবনকে দর্শন কর ॥

ধামবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-জনিত ধামাপরাধে ভক্তিপদবী লাভ অসম্ভব—

সানন্দ-সচ্চিদ্‌ঘনরূপতা-মতি-
র্যাবন্ন গৌরস্থলবাসিজন্তুষু।
তাবৎ প্রবিষ্টোঽপি ন তত্র বিন্দতে
ততোঽপরাধাৎ পদবীং পরাৎপরাম্ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ। গৌরস্থলবাসী জীবকুলকে যে পর্য্যন্ত সানন্দসচ্চিদ্‌ঘন-স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহাদের উপর অপ্রাকৃত বুদ্ধি না হইবে, ততক্ষণ তথায় প্রবিষ্ট হইয়াও সেই গৌরস্থলবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধিজনিত ধামাপরাধে কেহ সর্ব্বোত্তম ভক্তিপদবী লাভ করিতে পারিবে না ॥ ৫৮ ॥

ধামবাসিজনে অপ্রাকৃতবুদ্ধির উদয়ে রাধামাধবের সেবাযোগ্যতা লাভ—

যদৈব সচ্চিদ্রসরূপবুদ্ধি র্দ্বীপে নবেঽস্মিন্ স্থিরজঙ্গমেষু।
স্যান্নির্ব্যলীকং পুরুষস্তদৈব চকাস্তি রাধাপ্রিয়সেবিরূপঃ ॥৫৯॥

অনুবাদ। এই নবদ্বীপস্থ স্থাবর-জঙ্গম বস্তুতে পুরুষের যখন অকপটভাবে সচ্চিদানন্দবুদ্ধি উদিত হয়, তখনই তাঁহার শ্রীরাধাকান্তের সেবা-যোগ্য রূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

নবদ্বীপধামসেবাতৎপরতা সর্ব্ববিধ সাধন-ভজন ও সর্ব্বসিদ্ধির ফল—

সকলবিভব-সারং সর্ব্বধর্ম্মৈকসারং
সকল-ভজন-সারং সর্ব্ব-সিদ্ধ্যৈক-সারম্।
সকল মহিমসারং বস্তুখণ্ডে নবাখ্যে
সকল-মধুরিমাম্ভোরাশি-সারং বিহারঃ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ। এই নবখণ্ড নবদ্বীপে বিচরণ সকল বিভবের সার, সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র সার, সকল ভজনের সার, সকল সিদ্ধির একমাত্র সার, সকল মহত্ত্বের সার এবং সকল মাধুর্য্য-সমুদ্রের সার ॥ ৬০ ॥

নবদ্বীপে সিদ্ধি-লালসা—

প্রগায়ন্নটন্মুদ্ধসন্ বা লুঠন্ বা
প্রধাবন্ রুদন্ সংপতন্ মূর্চ্ছিতো বা।
কদা বা মহাপ্রেমমাধ্বীমদান্ধ-
শ্চরিষ্যামি খণ্ডে নবে লোকবাহ্যঃ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ। কবে আমি মহাভাবরূপ প্রেমমাধ্বীক-পানে মত্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় (কখনও) উচ্চৈঃস্বরে গান, (কখনও) নৃত্য, (কখনও) উচ্চহাস্য, (কখনও) ভূমিলুণ্ঠন, (কখনও) দ্রুতগমন, (কখনও) ক্রন্দন, (কখনও) পতিত বা মূর্চ্ছিত হইয়া লোকবাহ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিচরণ করিব ? ৬১ ॥

গৌরবনে কৃষ্ণপ্রেম-লালসা—

ন লোকং ন ধর্ম্মং ন গেহং ন দেহং
ন নিন্দাং স্তুতিং নাপি সৌখ্যং ন দুঃখম্।

বিজানন্ কিমপ্যুন্মদঃ প্রেমমাধ্ব্যা
গ্রহগ্রস্তবৎ কর্হি গৌরস্থলে স্যাম্ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ। কবে আমি লোকভয়, লৌকিকধর্ম্ম, গৃহ, দেহ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ,—কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া হর্ষগর্ব্বাদিভাব-সমন্বিত প্রেমরস-পানে উন্মত্ত হইয়া গ্রহগ্রস্তের ন্যায় এই গৌরস্থলীতে অবস্থান করিব ? ৬২ ॥

গৌরবনে সিদ্ধদেহে স্বাভীষ্ট রাধাকৃষ্ণ-সেবাভিলাষ—

হরেকৃষ্ণরামেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্
মহাশ্চর্য্য-নামাবলী-সিদ্ধমন্ত্রান্।
তথাচাষ্টকালে ব্রজদ্বন্দ্বসেবাং
কদাভ্যস্য গৌরস্থলে স্যাং কৃতার্থঃ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ। "হরে কৃষ্ণ, রাম কৃষ্ণ"—এই মুখ্য ও মহাশ্চর্য্য নামাবলী এবং সিদ্ধমন্ত্র-সমূহ জপ এবং ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অষ্টকালীয় সেবা করিয়া গৌরস্থলীতে কবে আমি কৃতার্থ হইব ? ৬৩ ॥

গৌরবনের ধ্যান—

হৈম-স্ফাটিক-পদ্মরাগরচিতৈর্মাহেন্দ্রনীলৈর্দ্রুমৈ-
র্নানারত্নময়স্থলীভিরলিঝঙ্কারস্ফুটদ্বল্লিভিঃ।
চিত্রৈঃ কীরময়ূরকোকিলমুখৈর্নানাবিহঙ্গৈর্লসৎ
পদ্মাঢ্যৈশ্চ সরোভিরদ্ভুতমহং ধ্যায়ামি গৌরস্থলম্ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ। হেম, স্ফটিক ও পদ্মরাগমণি-খচিত ইন্দ্রনীলমণি-দ্রুমরাজি, নানারত্নময় বেদী, ভ্রমর-ঝঙ্কৃত প্রফুল্ল-লতাবলী, নানাবর্ণ-বিচিত্রিত শুক-শিখি-পিকপ্রমুখ বিভিন্ন বিহঙ্গমকুল এবং প্রফুল্ল-কমলদল-

সুশোভিত সরোবরসমূহ দ্বারা অভূতপূর্ব্ব দর্শন—সেই গৌরস্থলীকে আমি ধ্যান করিতেছি ॥ ৬৪ ॥

মধ্যদ্বীপে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদন-লালসা—

মধ্যদ্বীপবনে স্বরাট্ক্ষিতিধরস্যোপত্যকাসু স্ফুরন্-
নানাকেলি-নিকুঞ্জবীথিষু নবোন্মীলৎকদম্বাদিষু।
ভ্রামং ভ্রামমহর্নিশং ননু পরং শ্রীরাসকেলীস্থলী-
রম্যাস্বেব কদা প্রকাশিত-রহঃপ্রেমা ভবেয়ং কৃতী ॥৬৫॥

অনুবাদ। কবে আমি মধ্যদ্বীপবনে নববিকসিত-কদম্বকুসুমাদি-মণ্ডিত, নানাবিধ উজ্জ্বল-কেলিকুঞ্জশ্রেণীবিরাজিত, শ্রীরাসক্রীড়াস্থলী-সুশোভিত 'স্বরাট্' পর্ব্বতের উপত্যকাসমূহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে যুগলকিশোরের নিগূঢ়প্রেমে স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া সৌভাগ্যবান্ হইব ? ৬৫ ॥

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রতিকল্পে রাধাবনের সেবানুরাগ-লালসা—

অলং ক্ষয়ি-সুদুঃখদৈ র্যুবতি-পুত্র-বিত্তাদিকৈ-
র্বিমুক্তি-কথয়াপ্যলং মম নমো বিকুণ্ঠশ্রিয়ে।
পরস্ত্বিহ ভবে ভবে ভবতু রাধিকা-কান্তিতঃ
ব্রজেন্দ্রতনয়ো বনে লসতি যত্র তস্মিন্ রতিঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ। বিনশ্বর সু-দুঃখপ্রদ যুবতী স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদির প্রয়োজন কি ? বিমুক্তির কথায়ই বা কাজ কি ? (ঐশ্বর্য্যধাম) বৈকুণ্ঠগত সম্পদের প্রতিও আমার নমস্কার। কিন্তু রাধিকার কান্তিসুবলিত হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন যে বনে বিলাস করেন, জন্মে জন্মে যেন সেই বনে আমার অনুরাগ থাকে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীগোদ্রুমধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

নমামি তদ্ গোদ্রুমমেব মূর্দ্ধ্না।
বদামি তদ্ গোদ্রুমমেব বাচা।
স্মরামি তদ্ গোদ্রুমমেব বুদ্ধ্যা
শ্রীগোদ্রুমাদন্যমহং ন জানে ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ। মস্তক দ্বারা আমি সেই শ্রীগোদ্রুমকেই নমস্কার করি, বাক্যদ্বারাও শ্রীগোদ্রুমেরই কীর্ত্তন করি এবং মনোদ্বারা শ্রীগোদ্রুমকেই স্মরণ করি। শ্রীগোদ্রুম ব্যতীত আমি আর অন্য কিছুই জানি না ॥ ৬৭ ॥

গৌরধামৈকনিষ্ঠ ভক্তকুলের পদরজাভিষেক-লালসা—

রাধাপতিরতিকন্দং গৌরস্থলমেব জীবনং যেষাম্।
তচ্চরণাম্বুজরেণোরাশামেবাহমাশাসে ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ। রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণের রতিনিলয় গৌরস্থলই যাঁহাদের জীবাতু, তাঁহাদের পাদপদ্মপরাগে অভিলাষই আমার প্রার্থনীয় ॥ ৬৮ ॥

নবদ্বীপে স্বাভীষ্ট-ধ্যান-লালসা—

নানাকেলি-নিকুঞ্জমণ্ডপযুতে নানা সরোবাপিকা-
রম্যে গুল্মলতাদ্রুমৈশ্চপরিতো নানাবিধৈঃ শোভিতে।
নানা জাতিসমুল্লসৎ খগমৃগৈর্নানাবিলাসস্থলী-
প্রদ্যোত-দ্যুতি-রোচিষি-প্রিয় কদা ধ্যেয়োসি গৌরস্থলে॥৬৯॥

অনুবাদ। হে প্রিয়, নানাবিধ কেলিকুঞ্জমণ্ডপ-সুশোভিত, বহু সরোবর ও দীর্ঘিকা দ্বারা সুরম্য, চতুর্দ্দিকে নানাবিধ গুল্মলতাবৃক্ষ ও নানাজাতীয় হর্ষযুক্ত পশুপক্ষী-পরিশোভিত, বিবিধ বিলাসস্থলীর সমুজ্জ্বল দ্যুতি-দ্বারা প্রদীপ্ত (জ্যোতির্ম্ময়) এই গৌরস্থলে কবে আমি তোমাকে ধ্যান করিব ? ৬৯ ॥

রাধামাধবমিলিততনু-পুরটসুন্দর গৌরাঙ্গ-দর্শন-লালসা—

বাণ্যা গদ্গদয়া কদা মধুপতের্নামানি সংকীর্ত্তয়ে
ধারাভির্নয়নাম্ভসাং তরুতল-ক্ষৌণীং কদা পঙ্কয়ে।
দৃষ্ট্যা ভাবনয়া পুরোমিলদহো গৌরস্থলীয়ং মহো-
দ্বন্দ্বং হেমহরিন্মণিচ্ছবি কদালম্বে মুহুর্বিহ্বলঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ। কবে আমি গদ্গদবাক্যে মধুপতির নামাবলী সঙ্কীর্ত্তন করিব? কবেই বা অজস্র অশ্রুধারায় তরুতল-ভূমি পঙ্কিল করিয়া ফেলিব? অহো! দৃষ্টি ও ভাবনাযোগে হেমহরিন্মণি-কান্তিবিশিষ্ট (পুরটসুন্দর-দ্যুতি) গৌরস্থলীয় যুগলজ্যোতিঃ (রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরকিশোর) সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন এবং কবে মুহুর্মুহুঃ বিহ্বল হইয়া আমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনুকে আশ্রয় করিব? ৭০ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

নান্যদ্বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যদ্ব্রজামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেঽপি নান্যৎ
শ্রীরাধিকারুচি-বিনোদ-বনং বিনাহম্ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ। আমি অন্য বাক্য বলিব না, অন্য কথা শ্রবণ করিব না, অন্য বিষয় চিন্তা করিব না, অন্য কোথায়ও গমন করিব না, অন্য দেবতার ভজনা করিব না বা আর অন্য কাহাকেও আশ্রয় করিব না। জাগ্রদবস্থায় এমন কি স্বপ্নেও আমি শ্রীরাধা-কান্তি-বিনোদ-কানন ব্যতীত অন্য কিছু অবলোকন করিব না (ইহাই আমার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হউক)॥৭১

ব্রহ্মাধিপত্য ও সারূপ্যাদি মুক্তি হইতেও নবদ্বীপধামে কৃমিজন্ম কোটিগুণে শ্লাঘ্য ও বাঞ্ছনীয়—

ন সত্যাখ্যে লোকে স্পৃহয়তি মনো ব্রহ্মপদবীং
ন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণোরপি মৃগয়তে পার্ষদ-তনুম্।
নবদ্বীপে শুদ্ধে মধুররসভাবোৎসববতাং
নিবাসে ধন্যানাং সুবহুকৃমিজন্মাপি মনুতে ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ। আমার মন সত্যলোকে ব্রহ্মার পদবী লাভ করিতে ইচ্ছা করে না, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পার্ষদ-তনুত্বও (অর্থাৎ সালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তিও) অন্বেষণ করে না, কিন্তু যাঁহারা মধুর প্রেমরসের ভাবে আনন্দিত, সেই সকল ধন্য-পুরুষের নিবাসভূমি শুদ্ধ নবদ্বীপধামে কৃমিজন্মকেও অতিশয় বহুমানন করে ॥ ৭২ ॥

কোনওপ্রকারে নবদ্বীপ-সেবা-সৌভাগ্য-লালসা—

মমাপি স্যাদেতাদৃশমপি দিনং কিন্নু পরমং
নবদ্বীপে যস্মিন্ কথমপি কৃতস্পর্শনমপি।
অহো দেহং দূরাদপি সমবলোক্যাপি জনুষা
মুহুর্ধন্যং মন্যে ধরণিপতিতঃ স্যাং কৃতনতিঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ। আহা! নবদ্বীপে কোন প্রকারেও আমার সংসর্গ ঘটিতে পারে, কিম্বা দূর হইতেও ঐ ধাম দর্শন-পূর্ব্বক ধরণীতে পতিত হইয়া প্রণাম-পুরঃসর জন্মকে পুনঃ পুনঃ ধন্য মনে করিব, এমন পরম শুভদিন কি আমার উপস্থিত হইবে? ৭৩ ॥

নবদ্বীপধামের গুণকীর্ত্তনেই জিহ্বার সার্থকতা—

যদপি চ মম নাস্তি শ্রীনবদ্বীপধাম-
মহিমনি নসমোর্দ্ধে হন্ত বিশ্বাসগন্ধঃ।

যদপি মম ন তস্মিন্নাস্তে বাসৈষণাপি
প্রসরতু মম তাদৃশ্যেব বাণী তথাপি ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ। হায়! যদিও শ্রীনবদ্বীপধামের অসমোর্দ্ধ-মাহাত্ম্যে আমার অণুমাত্রও বিশ্বাস নাই, যদিও সে স্থলে আমার বাসের ইচ্ছা-মাত্রও নাই, তথাপি আমার বাণী তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুক্ ॥ ৭৪ ॥

গুরুবৈষ্ণবকৃপালব্ধ বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত পুরুষই ধামতত্ত্ব-প্রকাশে সমর্থ—

অচৈতন্যপ্রায়ং জগদিদমহো সর্ব্ববিদপি
নবদ্বীপস্যাস্য প্রভবতি ন বৈ তত্ত্বকথনে।
হরৌ সুপ্রচ্ছন্নে হরিপুরমহো গুপ্তমভবৎ
সুভক্তস্তত্তত্ত্বং স্বগুরুকৃপয়া কর্ষতি কিল ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ। অহো! এই জগদ্বাসিলোকসমূহ (স্বরূপানুভূতি-রহিত হইয়া) অচৈতন্যপ্রায়। প্রাকৃত সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিও এই (অপ্রাকৃত-ধাম) নবদ্বীপের তত্ত্ব-কথনে নিশ্চয়ই সমর্থ নহেন। হরি অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন-স্বরূপ প্রকট করিলে তাঁহার ধামও প্রচ্ছন্নরূপে উদিত (অর্থাৎ "ছন্ন যদভবঃ"—এই শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে ছন্নাবতারী গৌরসুন্দরের ন্যায় তদ্ধামও প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ প্রাকৃত জীবের নিকট অপ্রকাশিত) হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র শুদ্ধভক্ত নিজ-গুরুকৃপায় তাঁহার (সেই গুপ্তধামের) তত্ত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হন ॥ ৭৫ ॥

গৌরবনে গৌরদর্শনে প্রেম-লালসা—

কদা নবদ্বীপবনান্তরেম্বহং
পরিভ্রমন্ সৈকতপূর্ণচত্বরে।
হরীতি রামেতি হরীতি কীর্ত্তয়ন্
বিলোক্য গৌরং প্রপতামি বিহ্বলঃ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ। কবে আমি নবদ্বীপের বনমধ্যে সৈকতপূর্ণ প্রচরে (পথে) 'হরি', 'রাম' ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন পুরঃসর ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগৌরচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইব? ৭৬॥

গৌরবনে সুরধুনীতটে সাধকদেহোচিত বিচরণ-লালসা—

পুলিনে পুলিনে গিরীন্দ্রজায়া
বিচরিষ্যামি কদা তলে তরূণাম্।
পতিতং গলিতং ফলঞ্চ ভুক্ত্বা
ললিতং তটিনী-জলং পিবামি ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ। কবে আমি হৈমবতী ভাগীরথীর প্রতি পুলিন-প্রদেশে তরুতলে বিচরণ করিব? আর কবেই বা সেই সকল বৃক্ষ হইতে পতিত ও গলিত ফল ভক্ষণ করিয়া সুর-তরঙ্গিণীর মধুর বারি পান করিব? ৭৭॥

নবদ্বীপসেবা ব্যতীত বৃন্দাবনসেবা-প্রাপ্তি এবং গৌর-সেবা ব্যতীত রাধাকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি অসম্ভব—

আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে
নারাধিতং নববনং ব্রজএব দূরে।
আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে
নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ। যদি তুমি নববন অর্থাৎ নবদ্বীপের আরাধনা করিয়া থাক, তবে তুমি ব্রজ-কানন অর্থাৎ বৃন্দাবনেরও আরাধনা করিয়াছ; আর যদি নবদ্বীপের আরাধনা না করিয়া থাক, তবে ব্রজধাম তোমার নিকট বহুদূরে অবস্থিত; যদি তুমি জগন্নাথসুত গৌরের আরাধনা করিয়া থাক,

তাহা হইলে ব্রজনাগর শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধনা করিয়াছ; আর যদি মিশ্রনন্দনের আরাধনা না করিয়া থাক, তাহা হইলে এজগতে তোমার গোপেন্দ্রনন্দনের আরাধনাও হয় নাই ॥ ৭৮ ॥

নবদ্বীপ অভিন্ন বৃন্দাবন ও ঔদার্য্যধাম—

নবদ্বীপঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপুরমহো গৌড়পরিধৌ
শচীপুত্রঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপতিসুতো নাগরবরঃ।
স বৈ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতঃ কাঞ্চন-ছটো
নবদ্বীপে লীলাং ব্রজপুর-দুরাপাং বিতনুতে ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ। আহা, এই গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপধাম সাক্ষাৎ ব্রজপুর অর্থাৎ বৃন্দাবন; আর শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন নাগর-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। সেই (শচীসুত) শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুবর্ণচ্ছটাযুক্ত হইয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপে ব্রজপুর অপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্যলীলা (ঔদার্য্যলীলা) বিস্তার করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

মাধুর্য্যধাম বৃন্দাবন হইতে ঔদার্য্যধাম নবদ্বীপ অধিক কৃপাময়—

অহো বৃন্দারণ্যে হরি হরি হরীতি প্রজপতাং
ব্রজদ্বন্দ্বাবাপ্তির্ঘটিত অপরাধাত্যয় ইহ।
নবদ্বীপে গৌরঃ কলুষনিচয়ং ক্ষাম্যতি সদা
ব্রজানন্দং সাক্ষাৎ পরমরসদং হন্ত ! তনুতে ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ। অহো! বৃন্দাবনে 'হরি', 'হরি', 'হরি',—এই নাম যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে (অর্থাৎ অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইয়া) জপ করেন, তাঁহাদের অপরাধ অপগত হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের (চরণ-সেবা) প্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু আহা! এই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কলুষরাশি অপনোদন করিয়া সাক্ষাৎ পরমরসদ ব্রজের আনন্দ সর্ব্বদা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

গৌরধাম-সেবকেরই ব্রজধাম করস্থিত—

নবদ্বীপে বসেদ্ যস্তু করে তস্য ব্রজস্থিতিঃ।
মরীচিকাবদন্যত্র দূরে বৃন্দাবনং ধ্রুবম্ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ। এই নবদ্বীপে যিনি (অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে সেবোন্মুখ হইয়া) বাস করেন, ব্রজধাম তাঁহার করগত (অর্থাৎ অত্যন্ত সুলভ); কিন্তু যাঁহারা অন্যত্র বৃন্দাবন অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে বৃন্দাবন-প্রাপ্তি মরীচিকার ন্যায় নিশ্চয়ই দূরে অবস্থিত ॥ ৮১ ॥

বৃন্দাবনস্থ বনোপবনাদি নবদ্বীপে সম্মিলিত—

বনঞ্চোপবনং সর্ব্বং শ্রীমদ্বৃন্দাবনস্থিতম্।
ক্রোড়ীকৃতং নবদ্বীপে কৃষ্ণলীলা-সুসিদ্ধয়ে ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ। শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত সকল বন, উপবন প্রভৃতি গৌরকৃষ্ণলীলা সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য শ্রীনবদ্বীপধামে সম্মিলিত হইয়াছেন ॥ ৮২ ॥

গৌর, গৌরভক্ত, গৌরধাম, চিন্ময়ধাম-বিভূতি ও অপ্রাকৃতধামে অপ্রাকৃত লীলার প্রতি নমস্কার—

নমামি তদ্গৌদ্রুমচন্দ্রলীলাং
নমামি গৌরস্থল চিদ্বিভূতিম্।
নমামি গৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতাংস্তান্
নমামি গৌরং করুণাবতারম্ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ। গোদ্রুমচন্দ্র-লীলা অর্থাৎ গৌরাঙ্গদেবের লীলাকে নমস্কার এবং গৌরস্থলের যে চিন্ময় বিভূতি, তাঁহাকেও নমস্কার। আর যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণাশ্রিত, তাঁহাদিগকে নমস্কার এবং করুণাবতার গৌরচন্দ্রকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৮৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বে বিজ্ঞপ্তি—

হা বিশ্বম্ভর ! হা মহারসময় ! প্রেমৈক সম্পন্নিধে !
হা পদ্মাসুত ! হা দয়ার্দ্র হৃদয় ! ভ্রষ্টৈকবন্ধো ত্তম !
হা সীতেশ্বর ! হা চরাচরপতে ! গৌরাবতীর্ণক্ষম !
হা শ্রীবাসগদাধরেষ্টবিষয় ! ত্বং মে গতিস্ত্বং গতিঃ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ। হে বিশ্বম্ভর ! হে মহারসময় ! হে প্রেমসম্পদের একমাত্র আধার (শ্রীগৌর !) হে পদ্মাবতী-সুত ! হে দয়ার্দ্রহৃদয় ! হে পতিতের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব ! (নিতাই !) হে সীতাপতে ! হে চরাচরপতে ! (বিশ্বের উপাদানান্তর্য্যামিন্ মহাবিষ্ণো !) হে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের অবতরণক্ষম 'গৌর-আনা-ঠাকুর' অদ্বৈত !) হে শ্রীবাস ও গদাধরের অভীষ্ট বিষয় (গৌর) ! তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার গতি ॥ ৮৪ ॥

স্বমাধুর্য্যাস্বাদন ও প্রেমবিতরণার্থ আস্বাদ্যের ভাবকান্তিগ্রহণপূর্ব্বক নবধাভক্তিপীঠ নবদ্বীপে অবতীর্ণ নবদ্বীপচন্দ্রের স্তব—

স্বমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
দ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্ ।
বিশুদ্ধ-স্বপ্রেমোন্মদ-মধুর-পীযূষ-লহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ। ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন আপনাকে স্বীয় সুবিমল প্রেমসিন্ধু-সমুত্থিত হর্ষাদি-মধুর-অমৃতলহরী আস্বাদন করাইবার এবং অপরকে বিতরণ করিবার জন্য, যিনি নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ "শ্রীনবদ্বীপ"-নামক পরমধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ, অপরিসীম ও অত্যদ্ভুত কারুণ্যের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধেয় পুরুষকে আমরা স্তব করি ॥ ৮৫ ॥

যোষিৎসঙ্গ, স্বর্গকাম, বহুগ্রন্থকলাভ্যাসাদি-বর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র নবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক—

অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈরলমহহ তীর্থাটনিকয়া
সদা যোষিদ্ব্যাঘ্র্যাস্ত্রসত বিতথাং থূৎকুরু দিবম্।
তৃণম্মন্যা ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসিকপটং
নবদ্বীপে গৌরং নিজরসমদাৎ গাঙ্গপুলিনে ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ। বাঘিনী কামিনী-সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হও; তৃণতুচ্ছ জ্ঞান করিয়া (কামবিপ্লুত) স্বর্গপদে থূৎকার প্রদান কর, রাশি রাশি শাস্ত্রানুশীলনে কি প্রয়োজন?—তাহাও ত্যাগ কর; আর তীর্থ-পর্য্যটনেই বা কি লাভ?—তাহা হইতেও বিরত হও। (ঐ দেখ) সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনবদ্বীপে ভাগীরথীর উপকূলে স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপের প্রেমোন্মাদে মত্ত। হে ভাগ্যবান্ ভক্তমণ্ডলি, (যাও, যাও,) তোমরা তাঁহারই শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৮৬ ॥

অনর্থসাগর হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমসমুদ্রে বিহারেচ্ছু পুরুষের শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবাই একমাত্র কৃত্য—

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুস্ব ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ। যদি তোমার সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি সঙ্কীর্ত্তনামৃত-রস-মাধুর্য্যাস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর-নামক নগরে গিয়া বসতি কর ॥ ৮৭ ॥

নিত্যকাল নবদ্বীপে নবদ্বীপচন্দ্রের লীলা-দর্শনসৌভাগ্য-লালসা—

**সৈবেয়ং ভুবি ধন্যগৌড়নগরী গঙ্গাপি তন্মধ্যগা
জীবাস্তে চ বসন্তি যেঽত্র কৃতিনো গৌরাঙ্গপাদাশ্রিতাঃ।
নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরিহরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো
হা চৈতন্য ! কৃপানিধান ! তব কিং বীক্ষ্যে সদা বৈভবম্ ॥৮৮**

অনুবাদ। এই সেই ধন্যা গৌড়নগরী (এখনও) পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই ভাগীরথীও তাঁহার মধ্য দিয়াই প্রবাহিতা হইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, সে সকল জীবও এখানে বাস করিতেছেন ; কিন্তু হরি, হরি ! কোথায়ও ত' তাদৃশ প্রেমোৎসব দৃষ্ট হইতেছে না। হা চৈতন্য ! হা কৃপানিধান ! তোমার সেই বৈভব কি নিত্যকাল দর্শন করিতে পারিব ? (অর্থাৎ "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥"—এই বাক্যানুসারে তোমার অপ্রাকৃত লীলা নিত্যকাল দর্শন করিবার সৌভাগ্য কি আমার হইবে) ? ৮৮ ॥

দর্শন-স্পর্শনাদিমাত্রে পরমপ্রেমদ তদ্রূপবৈভব নবদ্বীপের স্তব—

**দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য এক-
শ্চিদ্রূপং তং গৌরপীঠং নমামি ॥ ৮৯ ॥**

অনুবাদ। যিনি দর্শন, স্পর্শন, কীর্ত্তন, সম্যগ্‌রূপে স্মরণ অথবা দূরস্থিত ব্যক্তিগণের নমস্কার অথবা আদরের বিষয়ীভূত হইয়াও প্রেমসার (বিপ্রলম্ভরস) প্রদানে একমাত্র সমর্থ, সেই চিৎস্বরূপ শ্রীগৌরধামকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮৯ ॥

ধর্ম্মকৃৎ, তীর্থভ্রামী বা বেদপারগেরও গৌরধামসেবা ব্যতীত
বেদগুহ্য ব্রজতত্ত্বের উপলব্ধি অসম্ভব—

আচর্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য দেবান্
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং
বেদাদি দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥ ৯০॥

অনুবাদ। বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম-পরিপালন, রাম, নারায়ণ, নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্ব দেবগণের প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল-বেদশাস্ত্রবিচার প্রভৃতি করিয়াও শ্রীগৌর-প্রিয় শ্রীধাম নবদ্বীপে বসতি সেবা) ব্যতীত কেহ ও বেদাদির দুর্ল্লভপদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাস (ক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারেন না॥ ৯০॥

কায়িক, বাচিক, মানসিক, বুদ্ধিজ যাবতীয় সদ্গুণগ্রাম
গৌরসেবাফলেই লভ্য—

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথূথূৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্গুণা জগতি গৌরধামার্চ্চনে॥ ৯১॥

অনুবাদ। তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমান-শূন্যতা, স্বাভাবিকী-স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণ-চৈতন্য-সম্বন্ধ-রহিত বিষয়গন্ধে থূথূৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদ্গুণ জগতে একমাত্র শ্রীগৌর-ধাম-সেবাফলেই লাভ হইয়া থাকে॥ ৯১॥

গৌরধামসেবা-ব্যতীত অন্য কোটী সাধন-ভজনেও সদ্য
নিগূঢ়প্রেম-সম্পত্তি-লাভ অসম্ভব—

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটি-
রধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটিঃ।
চৈতন্যচন্দ্রস্য পুরোৎসুকানাং
সদ্যঃ পরং স্যাদ্ধি রহস্যলাভঃ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ। (গৌরপাদপদ্ম-অনাশ্রিত) কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরুর আশ্রয়গ্রহণই করুক, অথবা (আগম-নিগমাদি) কোটি-কোটি-শ্রুতি-শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক, (তাহাতে নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই); কিন্তু শ্রীগৌরধাম-সেবোৎসুকব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সদ্য (সেই) নিগূঢ় প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

কলিকালে গৌরধামের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবেশ অসম্ভব—

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যপীঠ! যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ। কাল কলি; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্মজ্ঞানাদি কোটিকণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যপীঠ শ্রীনবদ্বীপ, তুমি যদি আজ আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে, হায়! এই অবস্থায় বিহ্বল আমি কি করি, কোথায় যাই? ৯৩ ॥

কলিযুগে বিপন্ন দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়দাতা গৌরধাম—

দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্য দুরন্তঘোর-
দুর্ব্বাসনানিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্।

ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতস্য
গৌড়ং বিনাত্র মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ। আমি কোটি কোটি দুষ্কর্ম্মে একান্ত আসক্ত, দুর্দ্দম-দারুণ-দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে সুদৃঢ় আবদ্ধ, কর্ম্মজ্ঞানাদি প্রয়াসজনিত ক্লেশে কাতরচিত্ত এবং কোটি কোটি কুবুদ্ধিজন-দ্বারা বিপরীত পথে পরিচালিত হইয়া অভিভূত ; (এমত অবস্থায়) (শ্রীগৌর-প্রকটস্থলী) শ্রীগৌড় (নবদ্বীপ) ব্যতীত, আর কে আজ এই সংসারে, আমার (মত বিপন্নের) বন্ধু অর্থাৎ আশ্রয়দাতা হইবেন ? ৯৪ ॥

অযোগ্য ব্যক্তিও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ গৌরধামাশ্রয়ফলে
প্রেমসম্পত্তি-লাভে অধিকারী—

হা হন্ত ! চিত্তভুবি মে পরমোষরায়াং
সদ্ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ।
হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি
গৌরাঙ্গধাম নিবসন্ ন কদাপি শোচ্যঃ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ। হায় ! হায় ! আমার এই অত্যন্ত উষর-হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেমভক্তি-কল্পলতিকার অঙ্কুর অর্থাৎ স্থায়িভাব বা রতি কি প্রকারে হইবে ? আশা হয় না। তবে, একমাত্র পরমভরসা এই যে, শ্রীগৌরধামে বাস করিলে কাহারও কখনও কোনও শোকের বিষয় (অভাব) থাকে না ॥ ৯৫ ॥

বিপন্ন ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র পরম-আশ্রয় শ্রীগৌরধাম—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি নক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।

দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
গৌরাঙ্গপীঠ ! মম দেহি কৃপাবলম্বম্ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ। আমি সংসার-দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনার দৃঢ় শৃঙ্খলে আমার হস্তপদাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বনহীন; কামক্রোধাদি-নক্রমকর-সমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে; (আমার এরূপ সঙ্কটে) হে গৌরধাম, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয়প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥ ৯৬ ॥

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তিপীঠ শ্রীনবদ্বীপের মাহাত্ম্য—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ। গলিতকাঞ্চনের ন্যায় গৌরকান্তি, মহাভাবরূপ শৃঙ্গার-রস-বিগ্রহ লীলাময় ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং যথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যথায় প্রত্যেক ভবন প্রেমভক্তিদেবীর উৎসবে পূর্ণ, যাহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক মাধুর্য্যময়, সেই নবদ্বীপধামে আমার মন বিহার করিতেছে ॥ ৯৭ ॥

নবদ্বীপান্তর্গত ব্রজবনে বিপ্রলম্ভভাবোত্থ যুগল-লীলা-স্মরণ-লালসা—

নবদ্বীপৈকাংশে কৃতনিবসতিঃ শান্তহৃদয়ঃ
শচীসূনোর্ভবোত্থিত-যুগললীলা ব্রজবনে।
স্মরন্ যামে যামে স্বসমুচিতসেবা-সুখময়ঃ
কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যামি সরসম্ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ। কবে আমি শান্তমনে নবদ্বীপের একপ্রান্তে ব্রজবনে বাস করিয়া শ্রীশচীনন্দনের ভাবোত্থিত (বিপ্রলম্ভভাবোত্থিত) যুগল-লীলাবলী প্রতি প্রহরে স্মরণ করিতে করিতে আত্মোচিত সেবায় সুখপূর্ণ হইয়া সমস্ত বৃন্দাবনকে রসপূর্ণ অবলোকন করিব ? ৯৮ ॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতচক্ষে চিন্ময় যোগপীঠ দর্শন-লালসা—

কদা ভ্রামং ভ্রামং লসদলকনন্দা-তট-ভুবি
জগন্নাথাবাসং জগদতুলদৃশ্যং দ্যুতিময়ম্ ।
পরানন্দং সচ্চিদ্ঘনসুরুচিরং দুর্লভতরং
শচীসূনোঃ স্থানং পুলিনভুবি পশ্যামি সহসা ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ। কবে আমি শোভমান্ গাঙ্গপুলিনে বিচরণ করিতে করিতে জগতে অতুলনীয় দৃশ্য, দীপ্তিশালী, পরানন্দময়, সচ্চিদ্ঘন অর্থাৎ চিচ্ছক্তির সন্ধিনী-প্রভাব-প্রকটিত চিন্ময়ধাম, পরম মনোরম, দুর্লভ হইতেও দুর্লভতর শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র-ভবন শ্রীশচীনন্দনের স্থান (গৌর-প্রকটস্থলী বা যোগপীঠ) গঙ্গাতীর-ভূমিতে সহসা অবলোকন করিব ? ৯৯ ॥

শ্রীনবদ্বীপবাসী ধর্মার্থকামমোক্ষকামীর ন্যায় কাশীবাস, গয়াধামান্বেষণ প্রভৃতি তুচ্ছাভিলাষশূন্য—

কাশীবাসীনপি ন গণয়ে কিং গয়াং মার্গয়ামো
মুক্তিঃ শুক্তী ভবতি যদি মে কঃ পরার্থপ্রসঙ্গঃ ।
ত্রাসাভাসঃ স্ফুরতি ন মহারৌরবেঽপি ক্ব ভীতিঃ
স্ত্রীপুত্রাদৌ যদি ভবতি মে গোদ্রুমাদৌ নিবাসঃ ॥ ১০০॥

অনুবাদ। যদি আমার শ্রীগোদ্রুম-প্রমুখ শ্রীনবদ্বীপধামে বাস হয়, তাহা হইলে আমি কাশীবাসীদিগকেও গণনা করি না, গয়াধাম

অন্বেষণই বা কি জন্য করিব? যদি মুক্তিই আমার নিকট শুক্তিতুল্য প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মার্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের কথা আর কি? আর মহারৌরবেও যদি লেশমাত্র ভয় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়েই বা ভীতি কোথায়? ১০০ ॥

সুরেশ্বরগণেরও দুর্ল্লভ, বেদগুহ্য মহাপ্রেমলাভার্থ
গৌরধামাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা—

অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিনুত হরের্ভক্তিপদবীং
দবীয়স্যা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্ব্বাং মুনিগণৈঃ।
ন বিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্ল্লভ্যমিব তৎ
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরনগরম্ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ। অরে মূঢ়গণ, মুনিগণ দূরদৃষ্টি-দ্বারাও পূর্ব্বে যাঁহার পরিচয়লাভ করিতে পারেন নাই, সেই নিগূঢ়া হরিভক্তিপদবী অনুসন্ধান কর। যদি চিত্তে বিশ্বাস না হয়, আর যদি উহা দুর্ল্লভ বলিয়াই মনে হয়, সেই সকল (মনোধর্ম্ম) সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরনগর শ্রীনবদ্বীপধামের শরণ গ্রহণ কর ॥ ১০১ ॥

উপসংহারে গ্রন্থকারের বক্তব্য, শ্রীনবদ্বীপধামই ঔদার্য্যলীলা-ভূমি—

ধাম্নোরভেদাচ্ছতকং পৃথক্ পৃথক্
কৃত্বাপি ভাষা সমতা সমীহিতা।
গৌরাঙ্গধাম্নো মহিমা বিশেষতঃ
অত্রৈব বাণী বিহিতা ক্বচিৎ পৃথক্ ॥ ১০২ ॥

ইতি ত্রিদণ্ডি-গোস্বামি-কুল মুকুটমণি-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-গৌরপার্ষদ-প্রবর-শ্রীমৎপ্রবোধানন্দসরস্বতী-পাদ-বিরচিতং
শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকং সমাপ্তম্।

অনুবাদ। শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবনধামের অভেদত্ব-হেতু তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ শতক লিখিলেও ভাবার সামঞ্জস্য অভীপ্সিত বুঝিতে হইবে। কিন্তু (ঔদার্য্যলীলাভূমি) নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য বিশেষ থাকায় কোন কোন স্থানে পৃথক্‌ভাবেও বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-শ্রীপাদ-রচিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকের গৌড়ীয়-ভাষাভাষ্য সমাপ্ত।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায় নমঃ

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতক

[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ]

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ বরণ। সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন ॥
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ গৌরহরি। নবধা ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা করি ॥ ১ ॥
নিগম যাঁহারে ব্রহ্মপুর বলি' গান। পরব্যোম শ্বেতদ্বীপে বর্ণয় পুরাণ ॥
রসিক পণ্ডিত যাঁরে ব্রজ বলি' কয়। বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময় ॥ ২ ॥
কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। অন্তর্দ্বীপ বন-মাঝে পাইব দেখিতে ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র নর্ত্তন বিলাস। দেখি প্রেম মূর্চ্ছাবেশে ছাড়িব নিশ্বাস ॥ ৩ ॥
নবদ্বীপ মহিমা যে শাস্ত্রে নাহি কয়। স্বপ্নেও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয় ॥
এ-ধাম বৈভবে যার না হয় উল্লাস। তারে যেন নাহি দেখি না করি সম্ভাষ ॥ ৪ ॥
স্ত্রীগর্দ্দভী সঙ্গ-রঙ্গে আর কিবা কাজ। বিত্ত পুত্র বিদ্যা যশে শীঘ্র পড়ু বাজ ॥
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্য। অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য ॥ ৫ ॥
যথা রত্নচ্ছটাময়ী ভূমি সুকোমল। খগ মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল ॥
বৃক্ষ লতা ফুল ফলে অদ্ভুত দর্শন। সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন ॥ ৬ ॥
কোটী চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে। শ্রীহরির বহির্দৃষ্টি যদিও সেখানে ॥
তথাপি গোদ্রুম-ধূলি ছাড়ি এ শরীর। অন্যত্র না যায় যেন এই বুদ্ধি স্থির ॥ ৭ ॥
সেই মধ্যদ্বীপে গৌরলীলা মধ্যদিনে। সেই দ্বীপ-লীলা কৃপা কর এই হীনে ॥
ব্রহ্মকুণ্ড কর মোরে কৃপা বিতরণ। তব কৃপা-কল্পলতা ফল মহাধন ॥ ৮ ॥
খগ মৃগ তরু লতা কুঞ্জ বাপী নগ। জল স্থল হ্রদ আদি সমস্ত সৌভগ ॥
বিশিষ্ট কাননময় দেবতা দুর্লভ। জয় জয় কোলদ্বীপ বৈকুণ্ঠ-বৈভব ॥ ৯ ॥
পদ চর রুদ্রদ্বীপ ভূমি মনোলোভা। আঁখি মোর সদা হের মোদদ্রুম-শোভা ॥
শুনিয়াছি নবদ্বীপ-গুণগণ যত। জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত ॥

টবী-পরিমল ভজ মোর ঘ্রাণ। ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান ॥
ধাম গৌরকেলি-স্থলে দেহ মোর। পুলকিত লুটি ভজ শ্রীগৌরকিশোর ॥ ১০ ॥
ভূমিতে যার গন্ধ নাহি পাই। সর্ব্ববেদাতীত যার পথ হয় ভাই ॥
সুধাসিন্ধুরূপ নবদ্বীপ-ভূমি। আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, চিত্ত, সদা রম তুমি ॥ ১১ ॥
নবসের প্রেম-সিন্ধু নিস্যন্দিনী। অপূর্ব্ব রাধিকা-ভাব খেলনানন্দিনী ॥
প্রকটিত গৌড়াটবী গৌরাবাস। রস-পীঠ হৃদে মোর হউন্ প্রকাশ ॥ ১২ ॥
বরাজ পূজনীয় জহ্নুমুনিস্থান। নবদ্বীপ জহ্নুদ্বীপ যাহার আখ্যান ॥
ই গৌরলীলা স্থলে তৃণ গুল্মভাব। পাইলে আশার হয় উল্লাস বিভাব ॥ ১৩ ॥

রাধাকৃষ্ণ সেবা করি, শুদ্ধ ধর্ম্ম সদাচরি,
সেবি সাধু পদরজঃ ভাই।
নভিয় বৈরাগ্য পার, পাইয়াও রসসার,
সে রাধা করুণা নাহি পাই ॥
নবদ্বীপে করিয়া বাস, যেবা হয় গৌরদাস,
সে করুণা শীঘ্র তার হয়।
সকল সাধন ত্যজি, অতএব গৌর ভজি,
শ্রীসীমন্ত কর হে আশ্রয় ॥ ১৪ ॥

রাধাকৃষ্ণ সম্মেলন রসের সাগর। গৌরাঙ্গের ব্রজ নবদ্বীপ মনোহর ॥
সে ব্রজের প্রেমোদ্ঘূর্ণ রসলীলাপূর। নবদ্বীপ হয় ভাই পরম মধুর ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান নাহি আমি জানি। শুকাদির আনুগত্যে নহি অভিমানী ॥
অতএব শুভাশুভ যে হউক ফল। রাধাকুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম আমার সম্বল ॥ ১৬ ॥
যে ধামের সীমা বেদ স্পর্শিতে না পারে। পরানন্দোৎসব গূঢ়রূপে যথা স্ফুরে ॥
ব্রহ্মা, শিব যাহার মাধুর্য্য নাহি জানে। কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ স্থানে ॥ ১৭ ॥
যদিও শরীর মোর খণ্ড খণ্ড হয়। বিষম বিপত্তি-জাল মস্তকে পড়য় ॥
তথাপি গোদ্রুম ছাড়ি অন্যতীর্থ পদে। না হউ আমার আশা সম্পদে বিপদে ॥ ১৮ ॥
কবে বা পতিতপত্রে ক্ষুধা নিবারিয়া। গঙ্গাজলে তৃষ্ণা নাশি অঞ্জলি ভরিয়া ॥
কুঞ্জরাসস্থলী দেখি রস-মগ্নান্তরে। বসিব শ্রীনবদ্বীপ-কানন ভিতরে ॥ ১৯ ॥
দ্বীপ-ধামে যাঁর নিশ্চয় বসতি। অবশ্য হয়েছে তাঁর সাধুধর্ম্মে মতি ॥
পুরুষার্থাধিকতত্ত্ব তাঁর করতলে। ব্রহ্মাদি প্রণম্য তিনি কৃষ্ণকৃপাবলে ॥ ২০ ॥

নমি আমি নবদ্বীপ নাম গৌরপুর। যাঁহার পীযূষরস অতীব প্রচুর ॥
খগপশুদ্রুমবল্লীগণকে মাতায়। প্রেম মত্ত করি মোর চিত্তকে নাচায় ॥ ২১ ॥
অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে। কৃতার্থ মানয় অন্য তীর্থের মানসে।
সে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি। নবদ্বীপবন মাত্র আশ্রয় বিচারি ॥ ২২ ॥
সর্ব্বদোষাকর আমি গুণলেশহীন ॥ দুর্লভ পদার্থ মাগি সর্ব্বাধম-দীন ॥
কবে সে উজ্জ্বলভক্তি সারবীজরূপ। গৌড়াটবী লভি হব পূর্ণরসকূপ ॥ ২৩ ॥
শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেমরস অমৃত অপার। সাগর অপূর্ব্ব অংশ রাধাদত্ত-সার ॥
গৌরাঙ্গ কানন হয় অদ্ভুত এ ভবে। সেই বন মম গতি কত দিনে হবে ॥ ২৪ ॥
সকল সাধনহীন হইয়াও নর। করে যদি নবদ্বীপবন মাঝে ঘর ॥
ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে। রাধাকান্ত রাসোৎসবে রতি দিতে পারে ॥ ২৫
আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে। দেহবৃত্তি অচল হউক একেবারে ॥
তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে। চরণ আমার নাই যাউ অন্য পথে ॥ ২৬ ॥
শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন। তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে জন ॥
মাতাপিতা বন্ধুসখা মিত্র গুরু আর। কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার ॥ ২৭ ॥
কলুষ-স্বরূপ আমি এ ভাগ্য কি পাব। মরণান্তে শ্রীগোদ্রুমে বসতি করিব ॥
সেই বনে রাধাকৃষ্ণ বিহার সময়। পদ-জ্যোতিঃ দেখি হবে আনন্দ উদয় ॥ ২৮ ॥
যে ধামে প্রবিষ্ট হয়ে জঙ্গম স্থাবর। ঘনানন্দ মহোৎসবে ভাসে নিরন্তর ॥
মায়া যার জড়-দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে। জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে ॥
অতএব আমার প্রার্থনা গৌরপুরে। বসিয়া চিন্ময়স্ফূর্ত্তি পাই এ শরীরে ॥ ২৯ ॥
সম্বন্ধ কৌশলে সেই ধামে প্রবেশিলে। সর্ব্ব জীবে আনন্দ-সম্বিদ্ভাব মিলে।
অতাত্ত্বিক বহির্ম্মুখ দেখিতে না পায়। দিউন গৌরাঙ্গপুর আশ্রয় আমায় ॥ ৩০ ॥
সম্বন্ধ আশ্রিত জীবে দোষ দৃষ্টি যার। আনন্দ-স্বরূপে অপরাধ হয় তার ॥
যত দিন সেই অপরাধ নাহি যায়। রাধাকৃষ্ণ সুসম্বন্ধ মিলিবে কোথায় ? ৩১ ॥
নবদ্বীপবাসী নিন্দা-রত যেই জন। যেবা নাহি করে মায়াপুরের পূজন ॥
অন্য তীর্থে যে মূর্খ গোদ্রুম সম জানে। মোদদ্রুম সুখ চিৎ-স্বরূপ না মানে ॥
সে পাপিষ্ঠ নরাধম সহিত সঙ্গতি। স্বপ্নেও না হয় যেন বিষম দুর্গতি ॥ ৩২ ॥
চৌর্য্য, লম্পটতা, দ্বেষ, মৎসরতা, লোভ। মিথ্যাবাক্য, সুদুর্ব্বাক্য, পরদ্রোহ, ক্ষোভ
ত্যজিয়া যে জন করে গৌরপুরাশ্রয়। বৃন্দাবন-আশা তার বন্ধ্যা নাহি হয় ॥ ৩৩ ॥

...করয় অধর্ম্ম। ত্যজে গুরুজন আর সকল-স্বধর্ম্ম ॥
...এই মন্ত্র সার। যাহে গৌড়বাস বাধা সেই পাপভার ॥ ৩৪ ॥
...শ্রীগৌড়নগরী। সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে তার মহিমা বিস্তারি ॥
...নবদ্বীপ ধামে। দেহান্তে লভিছে সিদ্ধি শ্রীগৌরাঙ্গ নামে ॥ ৩৫ ॥
...তুমি লোক বেদাশ্রয়ে। আচরি বহুল ধর্ম্ম আছ ক্লিষ্ট হয়ে ॥
...ড়িয়া সব পথ অনিশ্চিত। শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটী করহ বিহিত ॥ ৩৬ ॥
...করুক জল্পনা। অতাত্ত্বিক জন তাহা করুক ধারণা ॥
...করিয়া। স্থাপুক বিচিত্র মত দেশে দেশে গিয়া ॥
...। রস-প্রেম-সুধা-সার যেথানে সম্বল ॥
...স্থান। ছাড়িয়া কোথাও নাহি করিব প্রস্থান ॥ ৩৭ ॥
...শ্রীকৃষ্ণচরণে। পড়িয়া কাঁদিয়া আমি বলি সর্ব্বক্ষণে ॥
...প্রেমসিন্ধু গৌরবনে। কোন জন্মে রতি যেন দিও অকিঞ্চনে ॥ ৩৮ ॥
...ধর্ম্ম-বিরত। দুরাচার, গৌরচন্দ্রে সম্বন্ধ-রহিত ॥
...অতুলন হয়। নমি সেই মায়াপুর রসের নিলয় ॥ ৩৯ ॥
...সুনির্ম্মল। পাই যেই নবদ্বীপ সেই গৌরস্থল ॥
...তত্ত্ব, অচিন্ত্য অপার। মূঢ়বুদ্ধি জন তত্ত্ব না জানে তাহার ॥ ৪০ ॥
...ব্রহ্মজ্ঞানে রত। অথবা পশুর ন্যায় ভোগেতে বিব্রত ॥
...তাঁরে কোনাটবী তীরে। ফেলেন স্বশক্তিক্রমে প্রেম-পারাবারে ॥ ৪১
...র, ব্রহ্ম, শুক, অর্জ্জুন, উদ্ধব। প্রভৃতি না জানে যাঁরে অচিন্ত্যবৈভব ॥
কহিব বৃন্দাবনবাসী জন। যে রস না পায় যাহা তথা সংঘটন ॥
...গোদ্রুমবন অদ্ভুত ব্যাপার। কবে বা দেখিব পেয়ে রাধা-কৃপা সার ॥ ৪২ ॥
...-রজ্জু শত-বদ্ধ মম মন। আকর্ষিয়া নিজ বলে, হে শচীনন্দন ॥
...শ্রীগোদ্রুমে শ্রীরাধার সহ। বিহার-সময়ে তব পাদপদ্মে লহ ॥ ৪৩ ॥
...না পারিনু নাথ! গুণমাত্র নাহি মোর সর্ব্ব দোষোৎপাত ॥
...কি করিব, গতিহীন আমি। নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর, স্বামি ॥ ৪৪ ॥
প্রাণ, ধন, যশ, সৎকর্ম্ম আমার। ক্ষয় হউ, সকলে করুন্ তিরস্কার ॥
...কলেবর পাউক দুর্গতি। নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহু মতি ॥ ৪৫ ॥
মধ্যে বা বাহিরে কভু ভাই। নবদ্বীপ সমান মধুর স্থিতি নাই ॥

এই ত সিদ্ধান্ত যাঁর তাঁহার চরণে। সদা নমস্কার করি আমি মনে মনে ॥ ৪৬ ॥

তিলকশোভিতা গঙ্গাজল শুক্লাম্বরা। কাঞ্চনচম্পকাভাসা রসোল্লাসপরা ॥
কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর-রসে সম্মোহিনী। শোভা পায় গৌরাটবী গৌরাঙ্গমোহিনী ॥
সুরেন্দ্রবৈভবযুতা যথা তরুগণ। মহারসময়ী ভক্তি-বনিতা রঞ্জন ॥
ব্রহ্মপুর আদি তীর্থগণ যথা স্ফুরে। হেন নবদ্বীপ কেবা আশ্রয় না করে ॥ ৪৮ ॥

নবদ্বীপ-বাস প্রতি নিন্দা যতদিন। ততদিন মানুষ স্বচ্ছন্দ ভক্তিহীন ॥
ততদিন বৃন্দাবনে প্রেমের নিলয়। গোবিন্দপদারবিন্দে ভক্তি নাহি হয় ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যুৎকোটি প্রভাময়ী রাধা-আলিঙ্গিত। নবজলধর শ্যাম ধ্যানে সমাহিত।
উচ্চৈঃস্বরে তীর্থে তীর্থে কাকুতি করিয়া। গৌরধামে ফিরে কৃতী প্রেমাবিষ্ট হঞা

গৌরপাদপদ্মপূত নবখণ্ড বনে। কবে আমি প্রেমপূর্ণ হয়ে মনে মনে ॥
প্রতিপদে গলদশ্রুপুলক-উল্লাসে। হা গৌরাঙ্গ বলিয়া লুটিব অনায়াসে ॥ ৫১ ॥

পূর্ণোজ্জ্বল প্রেমমূর্ত্তি রাধা ভাবময়। যথা কৃষ্ণ নবদ্বীপে সাক্ষাৎ উদয় ॥
সেই গৌরস্থলাশ্রিত হয় যেই জন। সুভক্তি-রহস্য তার এক মাত্র ধন ॥ ৫২ ॥

চণ্ডাল কুক্কুর খর সম তিরস্কার। করুক্, তাহাতে খেদ নাহিক আমার ॥
স্নেহজ্ঞানে তুষ্ট হয়ে নবখণ্ড বনে। বসিব সর্ব্বদা আমি বৈরাগ্যের সনে ॥ ৫৩ ॥

ওহে ভাই সমস্ত সাধন পরিহরি। গৌরস্থলাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি ॥
প্রাক্তন বাসনা-বশে তোমার হৃদয়। শরীর-বচন-চেষ্টা করিবে নিশ্চয় ॥ ৫৪ ॥

বরং আমি নবদ্বীপে খর্পর ধরিয়া। শ্বপচ পল্লীতে ভ্রমি ভিক্ষার লাগিয়া ॥
তথাপি সুকৃতিলব্ধ দুর্লভ শরীর। অন্যত্র লইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির ॥ ৫৫ ॥

বুঁড়া কাঁথা কৌপীন ধরিয়া আমি কবে। দিবসান্তে ফলমূল-ভোজন-গৌরবে ॥
নবদ্বীপ-বনভাগে রাধাকৃষ্ণ-কথা। গাইয়া জীবন মোর কাটাইব তথা ॥ ৫৬ ॥

শ্রীতির পর পরব্রহ্ম সুবিমলে। বেদে যাকে পরব্যোম পরপদ বলে ॥
গৌর মধ্যভাগে শোভে শ্রীগৌড়মণ্ডল। তাহে শোভে নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্থল ॥ ৫৭

নবদ্বীপবাসী জন্তুগণে যত দিন। সানন্দসচ্চিদ্ভাব না হয় প্রবীণ ॥
ততদিন হইয়াও সে ধামে প্রবিষ্ট। ধাম-অপরাধে নাহি লভে নিজ ইষ্ট ॥ ৫৮ ॥

নবদ্বীপে স্থাবর জঙ্গমে যেই দিন। সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি হয় মলহীন ॥
সেই দিন রাধাকান্তসেবা যোগ্যরূপ। লভে জীব ব্রজধামে অতি অপরূপ ॥ ৫৯

নবদ্বীপে বস্তুতত্ত্ব করহ বিচার। সকল বিভব তার সর্ব্বধর্ম্মসার ॥

হেন দিন কবে মোর উদিবে গগনে। যবে নবদ্বীপস্পৃষ্ট শরীর দর্শনে ॥
দূর হইতে জীবন সার্থক জ্ঞান করি। সাষ্টাঙ্গে পড়িব নমি ধরণী উপরি
সর্ব্বোত্তম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বিস্তর। না থাকে বিশ্বাস-গন্ধ তাহাতে অ
সে ধাম বাসের ইচ্ছা যদ্যপি নাই। তবু যেন ধামগুণ নিরন্তর গাই ॥ ৭
অচৈতন্য প্রায় বিশ্ব, সর্ব্বজ্ঞ যে জনে। সেও নারে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য বর্ণনে
প্রচ্ছন্ন সে ধাম নন্দনন্দনের ন্যায়। ভক্ত জনমাত্র জানে সদ্‌গুরু-কৃপায় ॥
কবে নবদ্বীপ বনে সৈকত প্রচরে। হরেরাম হরেকৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌর করিব দর্শন। পড়িব বিহ্বল হয়ে অচল চরণ ॥ ৭
জাহ্নবীর পুলিনে পুলিনে তরুতলে। বিচরিব আমি কবে হরি হরি বলে
পতিত গলিত ফল করিব ভক্ষণ। ললিত-তটিনীজলে তৃষ্ণা নিবারণ ॥ ৭
সেবিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্ফুরে। নবদ্বীপ সেবা বিনা বৃন্দাবন দূরে ॥
যে সেবিল গৌর আর যশোদানন্দন। গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণে না পায় কখ
এ গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন। শচীর তনয় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সেই নন্দসুত রাধা-দ্যুতি আচ্ছাদিত। ব্রজের দুর্ল্লভ লীলা করিল বিহিত
বৃন্দাবনে বসি যেবা জপে হরি হরি। অপরাধ গেলে পায় কিশোর কিশো
নবদ্বীপে গৌর ক্ষমি অপরাধচয়। পরম রসদ ব্রজরস বিতরয় ॥ ৮০ ॥
গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যাঁর নবদ্বীপে স্থিতি। করস্থিতি ব্রজ তাঁর সনাতন রীতি ॥
অন্যত্র শ্রীবৃন্দাবন যে করে সন্ধান। মরু-মরীচিকা যেন ক্রমে দূরে ভাণ ॥ ৮
ন্দাবনে আছে যত বন উপবন। শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থল কে করে গণন ॥
দ্বীপে সে সকল আছে স্থানে স্থানে। গৌররূপে কৃষ্ণলীলা প্রকট কারণে
গাক্রমচন্দ্র-লীলা অনন্ত অপার। গৌরস্থলে চিদ্বিহার নমি বার বার।
পদাশ্রিতগণে করি নমস্কার। নমি সদা গৌরচন্দ্র করুণাবতার ॥ ৮৩ ॥
ওহে বিশ্বম্ভর! ওহে মহারসময়! প্রেমসম্পদের মণি! ওহে দয়াময়!
ওহে পদ্মাবতীসুত দয়ার্দ্রহৃদয়। পতিত জনের নাথ গৌরভক্তিময় ॥
ওহে সীতানাথ, চরাচরের ঈশ্বর। গৌর আনিবারে মাত্র তুমি শক্তিধর ॥
ওহে গদাধর, ওহে শ্রীবাসাদিগণ। তুমি সব মম গতি আমি অকিঞ্চন ॥ ৮৪
শ্রীকৃষ্ণ রসন লাগি চৈতন্য আকার। পরম অদ্ভুত উদারতাপূর্ণ সার ॥
স্বীয় প্রেমামৃত জীবে দিব মনে করি। পরপদ নবদ্বীপে প্রকটিল হরি ॥